কমলে কামিনী

নাটক।

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত।

Dun. Dismay'd not this our Captains, Macbeth and Banquo?

Sold. Yes : as sparrows, eagles ; or the hare, the lion.

Macbeth.

কলিকাতা।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৮০। ১৮৭৩।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিদ্যা-দয়া-দাক্ষিণ্য-দেশানুরাগাদি-বিবিধ-গুণরত্ন-মণ্ডিত
পণ্ডিতমণ্ডলি-সমাদরতৎপর

রাজশ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর

সজ্জন পালকেষু।

রাজন্!

আপনকার সরলতাপূর্ণ মুখচন্দ্রমা অবলোকন করিলে অন্তঃকরণে স্বতঃই একটি অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়। আপনি ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া কি এ ভাবের আবির্ভাব? না, আপনকার তুল্য বা অধিকতর অনেক ঐশ্বর্য্যশালীর মুখ নিরীক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু তদ্দর্শনে তাদৃশ ভাবের আবির্ভাব হয় নাই। আপনি বিদ্যানুরক্ত বলিয়া কি এ ভাবের আবির্ভাব? তাহাও নয়, ভবাদৃশ বহুতর বিদ্যানুরক্ত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়াছি, কিন্তু এতাদৃশ অপূর্ব্ব ভাব আবির্ভূত হয় নাই। ভবদীয় একমাত্র অকৃত্রিম অমায়িকতাই এঅপূর্ব্ব ভাবের নিদানভূত। আর একটি কারণ অনুভূত হয়; সেটিও ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কমলা ও বীণাপাণি পরস্পর চিরবিরোধিনী; আপনি সেই চিরবিরোধিনী সহোদরা দ্বিতয়ের অবিরোধ সম্পাদন করিয়াছেন। "কমলেকামিনী" অপরের যেমন হউক, আমার বিলক্ষণ আদরের পাত্রী। আপনারে "কমলে কামিনী" উপহার দেওয়া মদীয় আন্তরিক অপূর্ব্বভাবের পরিচয় প্রদান মাত্র, ইতি।

স্নেহাভিলাষী
শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

রাজা ... ... মণিপুরের রাজা।
বীরভূষণ ... ...ব্রহ্মদেশের রাজা।
সমরকেতু... ... ... মণিপুরের সেনাপতি।
শিখণ্ডিবাহন ... . ঐ সহকারী সেনাপতি।
শশাঙ্কশেখর... ... ... ঐ মন্ত্রী।
সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম ... ... ঐ সভাপণ্ডিত।
মকরকেতন ... ... ঐ যুবরাজ।
বক্রেশ্বর ... ... মকরকেতনের বয়স্য।

ব্রহ্মদেশের সেনাপতি, পারিষদগণ, অমাত্যগণ, বয়স্যগণ, বাদ্যকরগণ, সৈনিকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

গান্ধারী ... ...মণিপুরের রাজার মহিষী।
বিষ্ণুপ্রিয়া ... ... ব্রহ্মরাজার জ্যেষ্ঠা মহিষী।
সুশীলা ... ... সমরকেতুর কন্যা এবং মকরকেতনের স্ত্রী।
রণকল্যাণী ... ... ব্রহ্মরাজার কন্যা।
সুরবালা, নীরদকেশী } ... ... রণকল্যাণীর সখীদ্বয়।
ত্রিপুরাঠাকুরাণী ... ... শিখণ্ডিবাহনের মাতা।

পুরস্ত্রীগণ, বালিকাগণ ইত্যাদি।

কমলে কামিনী।

নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ব্ভাঙ্ক। মণিপুর, রাজসভা।

রাজা, শশাঙ্কশেখর, সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম, সমরকেতু, শিখণ্ডিবাহন, বক্কেশ্বর, পারিষদ্‌বর্গ আসীন, সৈনিকগণ দণ্ডায়মান।

রাজা। নিপাত হবার অগ্রেই পিপালিকার পালখ্ উঠে। ব্রহ্মদেশাধিপতি মনে করেছেন আমি জীবিত থাক্‌তে তাঁর অপদার্থ শ্যালক কাছাড়ে রাজত্ব কর্‌বে। মহারাজ গোবিন্দ সিংহের বংশ কৃষ্ণ পক্ষের চন্দ্রমাবৎ ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হলে কাছাড়ের সিংহাসন আমাকেই অর্শে, কিন্তু বিরোধ উপস্থিত হবার সম্ভাবনা আশঙ্কায়, আমার নিজ বংশের কাহাকেও কাছাড় রাজ্যের রাজা হতে দিলাম না, রাজা মনোনীত কর্‌বের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রজাদিগের প্রতি অর্পণ কর্‌লাম।

শশা। কাছাড়ের যাবতীয় লোক, জমীদার, তালুকদার, সদাগর, কৃষক, রাজকর্ম্মচারী, সর্ব্ববাদি সম্মত হয়ে অতি উপযুক্ত পাত্র স্থির করেছিল—ভীমপরাক্রম ভীমের ন্যায় বিক্রম, ধন-

ঞ্জয়ের ন্যায় রণপাণ্ডিত্য, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সত্যপরায়ণতা, নারায়ণের ন্যায় বুদ্ধি—

সর্ব্বে। মহারাজ! শিখণ্ডিবাহন যখন রণসজ্জায় তুরঙ্গমে আরোহণ করে, আমাদের বোধ হয় ত্রিদিবেশ্বরের সেনাপতি কার্ত্তিকেয় অবনীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। জগদম্বা মঙ্গল কর্‌বেন, মহারাজ ধর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করেছেন, বিজয় স্বতই মহারাজকে আশ্রয় কর্‌বে—

জয়োস্তু পাণ্ডুপুত্ত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।
যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্ম্মো যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ॥

রাজা। প্রজাদিগের আবেদন পত্র আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করে রাজনীতি অনুসারে ব্রহ্মদেশাধিপতির সম্মতির নিমিত্ত ব্রহ্মরাজধানীতে প্রেরণ কর্‌লাম। ব্রহ্মরাজ অহঙ্কারে উন্মত্ত, মহিষীর ক্রীতকিঙ্কর, দূরদর্শিতাশূন্য, আমার লিপির উত্তর দিলেন না, উত্তরের পরিবর্ত্তে দূতের হস্তে একটী মৃত মূষিক-শাবক প্রেরণ কর্‌লেন! ব্রহ্মনরপতি অস্মদাদিকে মূষিক-শাবকবৎ বিনাশ কর্‌বেন। নিজ রাজধানীতে সিংহাসনে উপবেশন করে প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথ্বী-পতিকে মূষিক বিবেচনা করা সহজ বটে, কিন্তু তিনি যদি একবার যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণমূর্ত্তি হৃদয়ে চিত্রিত কর্‌তেন—সহস্র সহস্র সৈনিকের তরবারি ঝঙ্কার, অশ্ব-বৃন্দের নাসিকাধ্বনি, রণোন্মত্ত কুঞ্জরনিকরের বৃংহিত শব্দ, প্রজ্জ্ব-লিত পটমণ্ডপ, উৎসাহিত সৈনিকের মার্ মার্, ত্রাসিত সৈনি-কের হাহাকার, পিপাসান্বিত সৈনিকের দে জল, বিনাশিত সৈনিকের দেহরাশি, শোণিতস্রোত, কুক্কুর শৃগালের কোলা-হল, ধূলাধূমে গগনাচ্ছাদিত—তিনি যদি একবার আলোচনা

করে দেখ্‌তেন সমরে সংশয় আছে, বিজয়ের কিছুই স্থিরতা নাই—তিনি যদি একবার অনুধাবন কর্‌তেন সমুদ্র-কূল-বালুকা-সন্নিভ অগণনীয় সৈন্যসামন্তশালী অমিততেজা দিগ্বিজয়ী দশাননও সমরে সবংশে ধ্বংস হয়েছিল—তিনি যদি একবার চিন্তাকরে দেখ্‌তেন ভারতবর্ষীয় ভূপতি সমুদায়, প্রকৃতিপ্রদত্ত কবচকুণ্ডল-বিভূষিত বীরকুল-কেশরী কর্ণ, অজাতশত্রু অর্জ্জুনের শিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্য্য, মন্দাকিনীনন্দন গভীর ধীশক্তি-সম্পন্ন ভীষ্ম সহায় সত্ত্বেও সংগ্রামে ধার্ত্তরাষ্ট্রীয়কুল সমূলে নির্ম্মূল হয়েছিল—তিনি যদি মণিপুরযুদ্ধে পূর্ব্বতন ব্রহ্মাধিপতির দুর্দ্দশা একবার মনোমধ্যে স্থান দিতেন, তা হলে কখনই এমত অর্ব্বাচীনের ন্যায় উত্তর দিতেন না, এমত রাজনীতি-বিগর্হিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না, এমত অধর্ম্মাচরণে পাগলের ন্যায় প্রবৃত্ত হইতেন না। ব্রহ্মাধিপতি কূপমণ্ডূক, কূপে বসে আপনাকে শত্রুহীন সম্রাট বিবেচনা কর্‌চেন, বহির্গত হলেই জান্‌তে পার্‌বেন তাঁর শমনস্বরূপ আশীবিষ আছে—ব্রহ্মাধিপতি বিবরের শৃগাল, বিবরে বসে আপনাকে সর্ব্বাধিপতি বিবেচনা কর্‌চেন, বহির্গত হলেই জান্‌তে পার্‌বেন তাঁর নিপাত সাধক মহিষ আছে, মাতঙ্গ আছে, শার্দ্দূল আছে, সিংহ আছে। কুসুম কাননে মহিষীর ভুজলতাস্পর্শসুখানুভবে জ্ঞানশূন্য হয়ে রাজ্ঞীর আজ্ঞায় রাজ্ঞীর ভ্রাতাকে কাছাড় রাজত্বে অভিষেক করেছেন। নবীনা মহিষীর ভুজবল্লী কোমল, কিন্তু মণিপুর সেনার করালকরবাল কঠিন। দুরাত্মাকে আর আস্পর্দ্ধা দেওয়া উচিত নয়, এই দণ্ডে দুরাত্মার দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য।

সাজ সাজ বীরকুল তুমুল সমরে,
সাহসে সংহার কর অরাতি নিকরে—

চর্ম্ম বর্ম্ম অসি শূল করিয়ে ধারণ
বীরদম্ভে বাজি রাজি কর আরোহণ,
সাপটি বিশ্বাসি অসি সৈনিক সম্বল,
কচুর মতন কাট শত্রু সেনা দল,
বর্ব্বর ব্রহ্মেশে কেশে করি আকর্ষণ
মণিপুর কারাগারে কররে ক্ষেপণ।
দুর্ম্মতির দর্প চূর্ণ গর্ব্ব খর্ব্ব হবে,
মূষিক মার্জার কেবা বুঝিবে আহবে।

সকলে। (করতালি দিয়া) অবশ্য অবশ্য।

শশা। মহারাজ! পাঁচ বৎসর থেকে সেনাপতি সমরকেতু আমায় বলে আস্‌চেন অচিরাৎ ব্রহ্মাধিপতির সহিত আমাদিগের সমর উপস্থিত হবে। আমরা সেই অবধি সমরোপযোগী আয়োজন করে আস্‌চি। পদাতিক, অশ্বসেনা, শস্ত্র পুঞ্জ, শিবির, বাহক আমাদের সকলই প্রস্তুত, যদি যুদ্ধ করাই স্থির সংকল্প হয় তবে আমরা মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্রহ্মদেশ পরাজয় কর্‌তে পারি।

সম। মন্ত্রিবর আর "যদি" শব্দ প্রয়োগ কর্‌বেন না, যখন ব্রহ্মাধিপতি মহারাজের লিপির অবমাননা করেছেন, যখন ব্রহ্মাধিপতি দূতের হস্তে মৃত মূষিক শাবক প্রেরণ করেছেন, তখন যুদ্ধের আর বাকি কি? সমরানল সম্যক প্রজ্বলিত হয়েছে, বাকির মধ্যে আমার রণক্ষেত্রে গমন করে ব্রহ্মভূপতির মুণ্ডটী মহারাজের পদ প্রান্তে বিক্ষিপ্ত করা। ব্রহ্মমহীপতির মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ না হবে, নতুবা তিনি কোন্ সাহসে মণিপুর মহীশ্বরের সহিত যুদ্ধ কর্‌তে উদ্যত হলেন। কি দুরাশা! কি অসহনীয়

আস্পর্দ্ধা! কি ভয়ঙ্কর অপরিণামদর্শিতা! আমাদিগকে মূষিক শাবকবৎ বিনাশ কর্‌বেন! আমার হস্তস্থিত কৃপাণ দেখুন, এই কৃপাণের কল্যাণে আমি শত শত শত্রু নিহত করেছি, এই কৃপাণের কল্যাণে আমি নাগা পর্ব্বত কাছাড় রাজ্য হইতে মণিপুর রাজ্যের অন্তর্গত করেছি, এই কৃপাণের কল্যাণে জয়ন্তী পর্ব্বতাধীশ্বরের সীমা বিস্তীর্ণ লালসা নিবারণ করেছি, এই কৃপাণের কল্যাণে শ্রীহট্ট নরপতি সন্ধি বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, এই কৃপাণের কল্যাণে ত্রিপুরাধিপতি লুসাই পর্ব্বতে আর হস্তি ধারণ ক্ষেদা প্রস্তুত করেন না, এই কৃপাণের কল্যাণে বন্যজন্তু-তুল্য লুসাই দিগের আক্রমণ রহিত করেছি—এই কৃপাণ হস্তে করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি ব্রহ্মসেনার শোনিতস্রোতে পদপ্রক্ষালন করিব, প্রতিজ্ঞা রক্ষা না হয় কৃপাণ ভগ্ন করিয়া মেয়েদের ব্যবহারের নিমিত্ত সূচিকা নির্ম্মাণ করে দেব। মহারাজ! রণসজ্জায় সজ্জীভূত হউন, সহসা জিগীষা ফলবতী হবে। রণে শিখণ্ডিবাহন সহায় থাকুলে আমি পৃথিবীস্থ কোন রাজাকে শঙ্কা করি না।

সর্ব্বে। ব্রহ্মদেশাধিপতির পদাতিক সংখ্যা অধিক, কিন্তু মহারাজের পদাতিকের ন্যায় সুশিক্ষিত নয়, তথাপি সংখ্যাধিক্য আশঙ্কার কারণ বটে। সেনাপতি সমর-কেতু কৌশলে অল্পতা পূরণ কর্‌বেন। মণিপুর অশ্বসেনা ভুবনবিখ্যাত, সংখ্যাও অধিক, কিন্তু অশ্বসেনা দ্বারা জয়লাভের সম্পূর্ণ প্রত্যাশা করা যেতে পারে না, আমার বিবেচনায় নাগা পর্ব্বত হতে বিংশতি সহস্র নাগা সৈন্য আনয়ন করা আবশ্যক—জনবল বড় বল—

শিখ। সিংহরাজ কি শৃগাল শ্রেণী দেখে ম্রিয়মান হয়? শার্দ্দূল কি গড্ডলিকার সংখ্যাধিক্য দর্শনে সঙ্কুচিত হয়? খগপতি

কি নাগকুলের সংখ্যাবলে ভীত হয়? মণিপুরের একএকটি সৈনিক ব্রহ্মদেশের এক এক শত সৈনিকের সমকক্ষ, সুতরাং ব্রহ্মনরপতির সেনার সংখ্যাধিক্য কোন প্রকারেই আমাদের আশঙ্কার কারণ হতে পারে না। কৌশলনিপুণ সেনাপতি সমরকেতু এবং দূরদর্শী সচিব শশাঙ্কশেখর পাঁচ বৎসর অবধি যে সমরায়োজন করেছেন তাতে একটি কেন দ্বাদশটি ব্রহ্মাধিপতি নিপাত হতে পারে, অতএব ব্রহ্মদেশের সৈন্যাধিক্যে ভীত হওয়া নিতান্ত ভীরুতার কার্য্য। সৈন্যাধ্যক্ষ সমরকেতু যদি বিংশতি সহস্র রণদক্ষ পদাতিক লয়ে রণ স্থলে উপস্থিত হন আর আমি যদি দশ সহস্র অশ্বসেনা সমভিব্যাহারে তাঁহার সহায়তা করি, অব্যাজে ব্রহ্মাধিপতির অকর্ম্মণ্য গড্ডলিকা প্রবাহ ঐরাবতীপ্রবাহে নিমগ্ন হবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সভাপণ্ডিত মহাশয়ের সদুপদেশ আমার শিরোধার্য্য। নাগাসৈন্য সংগ্রহ করা অপরামর্শ নহে। কিন্তু এটি যেন মহারাজের এবং সভাষদ্বর্গের প্রতীতি থাকে আমি "অধিকন্তুনদোবায়" বিবেচনায় নাগা সৈন্য সংগ্রহ অনুমোদন করছি, কিন্তু ব্রহ্মভূপতির সেনা সংখ্যার অধিকতা আশঙ্কা বশতঃ নয়। আমি মুক্ত কণ্ঠে অবিচলিত চিত্তে বলিতেছি, ব্রহ্মমহীপতির অপরিমেয় পদাতিক সংখ্যায় অমিততেজা অজাতশত্রু মণিপুরেশ্বরের অণুমাত্র আশঙ্কা নাই। যদি ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যের সংখ্যাধিক্যে আশঙ্কা করার আবশ্যকতা হয়, তবে এই মাত্র আশঙ্কা করুন কাছাড় যুদ্ধে ব্রহ্মাধিপতির সৈনিকসংখ্যা অধিক বলিয়া ব্রহ্মদেশের বহু সংখ্য বামাঙ্গিনী বিধবা হবে। শুনিলাম মহিষীর মনোরঞ্জনের জন্য স্ত্রৈণ ব্রহ্মভূপ আপনার শালাকে কাছাড়ের রাজা করেছেন, শুনিলাম বর্ম্মার অপকৃষ্ট

সেনাপতির পরামর্শে আমাদের দূতের হস্তে মৃত মুষিক শাবক প্রেরিত হয়েছে। আমার এই তরবারি দেখুন; এই তরবারি সেনাপতি সমরকেতু আমার শস্ত্রবিদ্যার নিপুণতার পুরস্কার স্বরূপ অপত্যস্নেহ সহকারে আমায় দান করেছেন; বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় যেমন ভবানীপতির প্রদত্ত পাশুপত অস্ত্রকে পূজা করিতেন, আমি তেমনি আমার গুরুদেব প্রদত্ত এই তরবারির পূজা করিয়া থাকি; এই আরাধ্য তরবারির আশীর্ব্বাদে "ত্রাস" শব্দ আমার অভিধান হইতে উচ্ছেদ হয়েছে; এই তরবারি হস্তে করে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, রণস্থলে শালা রাজার মস্তক ছেদন করে মহিষীর মনোরঞ্জনের ব্যাঘাত জন্মাইব, এবং পাপমতি সেনাপতিকে সমরে পরাজিত করে মণিপুরেশ্বরের শিবিরে জীবিত আনয়ন করিব, এবং সকলের সমক্ষে মৃত মূষিক শাবকটি তার দন্ত দ্বারা কাটাইয়া লইব। আমি যদি বভ্রূবাহনের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি, আমি যদি সেনাপতি সমরকেতুর সুশিক্ষিত ছাত্র হই, আমি যদি মণিপুর-মহীশ্বরের কৃতজ্ঞ সহকারী সেনাপতি হই, আমার এই দাম্ভিক প্রতিজ্ঞা অবশ্যই পরিপালন করিব। প্রতিজ্ঞা পরিপালন করিতে না পারি, আমার এই পূজনীয় তরবারি খানি আমূল বক্ষোমধ্যে প্রবিষ্ট করে আমার অকিঞ্চিৎকর জীবনে জলাঞ্জলি দিব। হে রাজ্যেশ্বর! বিলম্বের আর প্রয়োজন নাই, রণবাদ্য সহকারে সমরক্ষেত্রে শুভ যাত্রা করিবার অনুমতি প্রদান করুন্, ব্রহ্মাধিপতি অচিরাৎ শমন সদনে গমন করবেন।

কেমনে কৌরব-কুল-কুসুম-লতিকা,
বিভূষিত বিকসিত কুসুম নিকরে,

নবীন মুকুলে, নব ঘনরুচি দামে—
পাণ্ডব মাতঙ্গ পদে হইল দলিত,
দেখাইতে পুনরায় দেব চক্র পাণি
দর্পহারী পীতাম্বর পাঠালেন বুঝি,
দুর্ম্মতির দুষ্ট শিরে দুষ্ট সরস্বতী;
নতুবা নীচাত্মা কেন, দিয়া জলাঞ্জলি
ধর্ম্ম আচরণে আর সুনীতি পালনে,
পড়িছে পতঙ্গ প্রায়, জানি পরিণাম,
মণিপুর-পুরন্দর-অশনি-অনলে ?
সাজরে সমরে, ডঙ্কা বাজাইয়া তেজে,
তুলিয়ে অম্বর পথে বিজয় পতাকা।
মণিপুর পুরবালা কমলা রূপিণী,
কপোলে দুলিছে কিবা শ্যামল অলকা—
বীর কন্যা বীর জায়া বীর প্রসবিনী—
লইয়ে মঙ্গল ঘট রঞ্জিত সিন্দূরে,
পরিপূর্ণ পূতজলে মুখে আম্র শাখা,
স্থাপন করিবে দিয়ে শুভ উলুধ্বনি,
বিনোদ বেদীতে গঠা পবিত্র কর্দ্দমে,
সাধিতে সংগ্রামে হিত মঙ্গল বিজয়।
বীরবালা ফুলমালা ধরিয়ে মস্তকে,

নমস্কার পূর্ণ কুম্ভে করি ভক্তি ভাবে,
কর যাত্রা বীরদল অরাতি দলনে।
সুরঙ্গে তুরঙ্গসেনা—অটল আসনে,
ছুটিছে তুরঙ্গ তবু মাটি কাঁপাইয়া,
উঠিছে ভূধরে বেগে যেন বিহঙ্গম,
পশ্চাতে কেমন, ঘনে ক্ষণ প্রভা প্রায়,
নলকে অনলকণা নালে শিলা বাজি,
গর্জিয়াছে বাজি পৃষ্ঠে বুঝি বীরবর—
চালাইব রণস্থলে করে ধরি জোরে,
তেজঃপুঞ্জ তরবারি কুলিশ বিশেষ।
সমরে শিক্ষিত অশ্ব করি সঞ্চালন,
মহীলতা সম শত্রু করিব দলন।
বিফল বিলম্ব আর করা বিধি নয়,
উদ্যমে অর্দ্ধেক কার্য্য স্বতঃ সিদ্ধ হয়।
মণিপুর ধর্ম্ম ধাম সত্যের আলয়,
জয় জয় মণিপুর-ভুপতির জয়।

সকলে। (করতালি দিয়া) মণিপুর ভূপতির জয়।

রাজ। শিখণ্ডিবাহন তুমি চিরজীবী হও, তোমার আশ্বাস বাক্যে আমার আশা শতগুণে উত্তেজিত হল, তোমার সাহসে আমি সাতিশয় উৎসাহিত হলেম। মণিপুর রাজবংশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গজমতি হার যদি অন্দর হইতে অপহৃত না হইত—(দীর্ঘ-

নিশ্বাস,) আমি আজ্ সেই গজমতি মালা তোমার গলায় দিয়ে, আমি যে তোমাকে পুত্র অপেক্ষাও স্নেহ করি তাহা প্রমাণ করিতাম। আমি সকলের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা কর্‌চি কাছাড়ের সিংহাসনে তোমার অধিবেশন করাইব, হিড়িম্বা দেশাধিপতির রাজমুকুট তোমার সুরেশ-সুলভ-শিরে সুশোভিত হবে। আমার আর কিছুমাত্র বক্তব্য নাই—এক মাত্র জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মাধিপতির সহিত যুদ্ধ করা সর্ব্ববাদিসম্মত ?

সকলে। সর্ব্ববাদিসম্মত।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ব্ভাঙ্ক। মণিপুর, মকরকেতনের কেলিগৃহ।

মকরকেতন, শিখণ্ডিবাহন, বক্কেশ্বর এবং বয়স্যগণের প্রবেশ।

শিখ। ব্রহ্মদেশাধিপতির বিবেচনায় আমরা এতই দুর্ব্বল যে তিনি সপরিবারে কাছাড় রাজধানীতে উপস্থিত হয়েছেন। মহিলা সমভিব্যাহারে সমর করিতে গেলে অনেক ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা।

মক। না দাদা, আমার বিবেচনায় মহিলা সঙ্গে থাক্‌লে সমরে দ্বুন বল হয়। সীমন্তিনী সর্ব্বমঙ্গলা, সীমন্তিনী শক্তি, সীমন্তিনী উৎসাহের গোড়া—

বক্কে। বীরপুরুষের ঘোড়া।

মক। বক্কেশ্বর অশ্ববিদ্যায় অদ্বিতীয়।

বক্কে। অদ্বিতীয় হতেম্ কি না বুঝ্‌তে পাত্তেন্, যদি ধরে বস্‌বের কিছু থাকৃত।

শিখ। কোথায় ?

বক্কে। ঘোড়ার পিটে।

মক। তাই বুঝি ঘোড়া চড়া ছেড়ে দিলে।

বক্কে। কাজে কাজেই—আমি সেনাপতি সমরকেতুকে বল্লাম মহাশয় যদি আমাকে অশ্বসেনাভুক্ত কর্‌তে ইচ্ছা হয় তবে অশ্বের পৃষ্ঠদেশে এমন একটা কিছু স্থাপন করুন্ যাহা ছুটিবার সময় দুই হাত দিয়ে ধরা যায়।

শিখ। কেন জিন্ আছে, রেকাব আছে, লাগাম আছে, এতে কি তোমার মন উঠে না ?

বক্কে। না।

মক। তবে তুমি চাও কি ?

বক্কে। গোঁজ।

মক। তা বুঝি সেনাপতি দিলেন না ?

বক্কে। সেনাপতি বল্লেন এক জনের জন্য গোঁজের সৃষ্টি করা যেতে পারে না ; সেনাপতি মহাশয়ের সেটা ভুল, কারণ আমার মত এক জন একটা কটক। সে সময় যদি গোঁজের সৃষ্টি কর্‌তেন আজ্ আমি কত কাজে লাগ্‌তেম, তিনি রণস্থলে আর একটি শিখণ্ডিবাহন পেতেন।

মক। ঘোড়া থেকে কতবার পড়েছ ?

বক্কে। যতবার চড়িছি। আমার হাড় গুল বেয়াড়া পল্‌কা, এক এক বার পড়িছি আর এক এক খান হাড় পাকাটির মত মট্ মট্ করে ভেঙ্গে গিয়েছে। যার ঘরে হাড়ের ভাণ্ডার আছে সেই গিয়ে ঘোড়া চড়ুক্।

প্র, বয়। কাছাড় যুদ্ধে যাবে ত ?

বক্কে। বর্ম্মার রাজা সপরিবারে এসেছেন বলে আমাদের

মহারাজও সপরিবারে গমন কর্‌বেন স্থির করেছেন, সুতরাং আমাকে যুদ্ধে যেতে হবে কারণ আমি না গেলে পুরস্ত্রীদিগের শিবির রক্ষা কর্‌বে কে?

প্র, বয়। তুমি মেয়েদের শিবিরেই থাক্‌বে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেতে সাহস হবে না।

বকে। আমার আবার সাহস হবে না—আমি কি কম্‌ পাত্র? আমি কি সামান্য যোদ্ধা? আমি নিজে লড়াক্‌, লড়াকের বংশে জন্ম। যে দিন শুন্‌লেম বর্ম্মার রাজার সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হবে সেই দিন থেকে আমি অহোরাত্র রণসজ্জায় সজ্জীভূত হয়ে আছি, রণসজ্জায় ভ্রমণ করি, রণসজ্জায় আহার করি, রণ-সজ্জায় নিদ্রা যাই। যখন শুন্‌লেম ব্রহ্মাধিপতি আমাদের লিপি অমান্য করেছেন, তখন আমার নাকের ছিদ্রদ্বয় দিয়া বজ্রাগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগ্‌ল, আমার নয়ন-কোণে আকাশ-বিহারী ধূমকেতুর আবির্ভাব হইতে লাগ্‌ল, আমার দন্ত কড়মড়িতে বন্ধ্যাঙ্গনার গর্ভ সঞ্চার হইয়া সেই দণ্ডেই গর্ভপাত হইতে লাগ্‌ল। যখন শুন্‌লেম ব্রহ্মাধিপতি শালাবাবুকে কাছাড়াধিপতি করেছেন তখন আমার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া গগনমার্গে উড্ডীয়মান হইতে লাগ্‌ল এবং ইচ্ছা হইল এই দণ্ডে একটা ভাইওয়ালা যুবতীর পাণিগ্রহণ করে শালাবাবাজির মস্তকটা হস্ত দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলি। যখন শুন্‌লেম বর্ম্মার সেনাপতি আমাদের দূতের হাতে একটা মরা ইঁদুরের বাচ্চা পাঠ্‌য়েছে তখন আমার কেশদাম সেজারুর কাঁটার মত দণ্ডায়মান হইয়া উঠিল এবং আপাততঃ যথাকথঞ্চিৎ বৈরনির্য্যাতন হেতু কদলী বনে গমন পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ কুঠার দ্বারা একটি কদলী বৃক্ষের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিলাম। আমার হস্তে এই যে দীর্ঘকায় অসিলতা

দেখ্‌তেছেন এখানি যুবরাজ মকরকেতন আমার ফলার-দক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ আমাকে দান করেছেন। এই অসিলতার মহিমায় আমি মদকালয়ে বিনা মূল্যে মিষ্টান্ন ভক্ষণ করি; এই অসিলতার মহিমায় গোপাঙ্গনারা আমার উদর পরিমাণ ঘোল দান করে; এই অসিলতার মহিমায় পুরমহিলারা আমাকে ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি এবং রাধাসরোবর-রসমাধুরী খাওয়াইতে বড় ভাল বাসেন্। এই অসিলতা হস্তে করিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি রণস্থলে শালাবাবুর কেশাকর্ষণ করে বলিব হে শ্যালককুল-তিলক! তুমি রাণী আবাগীর আনুকূল্যে রাজত্ব গ্রহণ করিও না, কারণ তা হলে রাণীর সহিত তোমার সম্পর্ক ফিরে যাবে, যেহেতু শাস্ত্রের বচন এই "স্ত্রীভাগ্যে ধন আর স্বামীভাগ্যে পুত্র"। এই অসিলতা হস্তে করিয়া আমি আরো প্রতিজ্ঞা করিতেছি সেই ব্রহ্মদেশীয় পামর সেনাপতিকে রণে পরাজিত করে তার প্রেরিত মরা ইঁদুরের বাচ্চাটি তার নাসিকায় নোলক ঝুলাইয়া দিব। প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্‌তে না পারি অসিলতা খানি মড়াৎ করে ভেঙ্গে ফেলে পাঁচী ধোপানীর চর্‌কার টেকো গড়াইয়া দিব।

মক। বাহবা বক্কেশ্বর বেস্ প্রতিজ্ঞা করেছ, কে বলে বক্কেশ্বরের বীরত্ব নাই। আমি বক্কেশ্বরকে সহস্র সৈনিকের সৈন্যাধ্যক্ষ করে সমভিব্যাহারে লব।

বক্কে। সে দিন আমি রাজসভায় ছিলেম, বীর পুরুষদের গাম্ভীর্য্য দেখে আমার মুখে রা ছিল না।

শিখ। দেখ মকরকেতন, ব্রহ্মাধিপতি অকারণ আমাদিগের যে অবমাননা করেছেন তাহাতে বক্কেশ্বর যে মনের ভাব প্রকাশ কল্যে আমাদের সকলেরই মনের ভাব ঐ। বক্কেশ্বরের প্রতিজ্ঞা সফল করে দিতে পারি তবেই আমার অস্ত্র ধরা সার্থক।

দ্বি, বয়। যুদ্ধ যাত্রার আর বাকি কি ?

শিখ। সকল প্রস্তুত, যাত্রা কর্‌লেই হয়।

মক। তোমরা লক্ষ্মীপুর পৌঁছিলে তবে আমি যাত্রা কর্‌ব।

শিখ। সে বারাঙ্গনাটা যেন তোমার সঙ্গে না যায়।

মক। দাদা আমি যাকে স্ত্রী বলিয়া গণ্য করি তুমি তাকে বারাঙ্গনা বল ? শৈবলিনীকে আমি বিবাহ করি নাই বটে কিন্তু আমার মনের সহিত তার মনের পরিণয় হয়েছে, সে আমায় বেড়ে সাত পাক ফিরে নাই বটে, কিন্তু তার মন আমার মনকে বায়ান্ন পেঁচে বেষ্টন করেছে।

শিখ। তুমি কি পাগলের মত প্রলাপ বক্‌তে লাগ্‌লে— তুমি যখন সেনাপতি সমরকেতুর ধর্ম্মশীলা কন্যা সুশীলাকে সহধর্ম্মিণী বলে গ্রহণ করেছ, তুমি যখন সুশীলার সহিত দাম্পত্য-সুখে এত কাল যাপন করেছ, তুমি যখন সুশীলার গর্ভে অমন নয়ন-নন্দন নন্দন উৎপাদন করেছ, তখন তোমাতে আর কাহারও অধিকার নাই। যদি অন্য কোন মহিলা তোমাকে গ্রহণ করে সে পিশাচী আর তুমি যদি অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হও তুমি কাপুরুষ।

মক। আমি শৈবলিনী ভিন্ন অন্য কামিনীর মুখ দেখি না।

বক্কে। কেবল শৈবলিনীকে রাখ্‌বের আগে এক পোন, আর রাখার পর দেড় দিস্তে।

মক। বক্কেশ্বর বুঝি সময় পেলে।

বক্কে। যথার্থ কথা বল্যে আপনি ত রাগ করেন না।

তৃ, বয়। রাজা রাজ্‌ড়ার স্ত্রীসত্ত্বে উপস্ত্রীতে অনুগামী হওয়া বিশেষ দোষের কথা নয়—

জায়ার যৌবন ধন হইলে বিগত,
ইন্দ্রের ইন্দ্রিয় দোষ নহে অসঙ্গত।

মক। আমি খোসামুদে কথা শুন্‌তে চাই না—প্রমাণ করে দাও শৈবলিনীকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করায় আমার দুষ্কর্ম্ম হয়েছে, আমি এই দণ্ডে তাকে পরিত্যাগ কর্‌চি।

শিখ। শৈবলিনীর শ হতে নী পর্য্যন্ত সকলই দুষ্কর্ম্ম। বারস্ত্রীকে স্ত্রী বলা সাধারণ মূঢ়তার লক্ষণ নয়। তোমার সব্ ভাল, কেবল একটি দোষ—তোমার উদার চরিত্র, তোমার বদান্যতা, তোমার দেশহিতৈষিতা দেখ্‌লে তোমাকে পূজা কর্‌তে ইচ্ছা হয়, আর তোমার লম্পটতা দেখ্‌লে তোমার সঙ্গে এক বিছানায় বস্‌তে ঘৃণা করে। তোমার লোকভয় নাই, সমাজের ভয় নাই, ধর্ম্মভয় নাই, তাই তুমি এমত পাপাচরণে রত হয়েছ।

মক। দাদা তোমরা সমাজের ক্রীতদাস, সেই জন্য সমাজের অনুরোধে আমার দেবতাদুর্ল্লভ সুখের ব্যাঘাত কর্‌তে উদ্যত হয়েছ। আমাগত শৈবলিনীর জীবন। শৈবলিনী বিদ্যায় সাক্ষাৎ সরস্বতী।

পরিচারিকার প্রবেশ।

পরি। ঠাকুরাণী আস্‌চেন।

মক। আসুন—উপযুক্ত সময় বটে, তাঁর পক্ষ বীরেরা উপস্থিত।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

বক্কে। কিন্তু আপনি অতিশয় পক্ষপাত কর্‌চেন।

মক। বক্কেশ্বর, তুমি আর বাতাস্ দিও না। দাদা, সুশালা

তোমাকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের মত ভক্তি করে, তুমি সুশীলাকে বুঝাইয়ে বল আমাকে আর জ্বালাতন না করে।

সুশীলার প্রবেশ।

সুশী। (শিখণ্ডিবাহনের প্রতি) দাদা আমি আপনার কাছে এলেম্।

শিখ। সুশীলা তোমায় অনেক দিন দেখিনি; তোমার ত সব মঙ্গল ?

সুশী। পরমেশ্বর যারে চিরদুঃখিনী করেছেন, তার মঙ্গল আর অমঙ্গল কি। সতীর সর্ব্বস্বনিধি স্বামীরত্নে বঞ্চিত হয়ে আমি জীবনমৃত হয়ে আছি। যুবরাজ আমায় ত পায় স্থান দিলেন না, এখন এমনি হয়েছেন আমার ছেলেটিকেও আর স্নেহ করেন না।

মক। যত পার বল, আমি বাঙ্নিষ্পত্তি কর্‌ব না।

সুশী। যুবরাজ মায়ের প্রতি যে কটু ভাষা ব্যবহার করেছেন রাণী তাতে মনোদুঃখে মলিনা হয়ে রয়েছেন; সে কটু ভাষা মুখে আন্‌লেও পাপ আছে, আপনি আমার সহোদর আপনার কাছে সকল কথা বলে মর্ম্মান্তিক বেদনা কিঞ্চিৎ দূর করি। যুবরাজ তাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্চেন শুনে রাণী অন্নজল ত্যাগ করেছেন। কত বুঝালেন, "এমন কর্ম্ম কখন কর না; কলঙ্কে দেশ ডুব্‌লো, আমার মাতা খাও মহাপাপ থেকে বিরত হও"। যুবরাজ উত্তর দিলেন "আমার যা ইচ্ছা তাই কর্‌ব, আমায় রাগত কর না, পাপীয়সীর পেটে পাপাত্মার জন্ম হবে না ত কি পুণ্যাত্মার জন্ম হবে"।

মক। আমার রাগ হলে জ্ঞান থাকে না।

সুশী। সেই অবধি রাণীর দুইচক্ষে শত ধারা পড়্চে, বল্চেন কত পাপ করেছিলেম তাই এমন কুপুত্র জন্মেছে। রাণী ত্বরায় শঙ্কট রোগে অভিভূত হবেন কারণ তিনি নিস্তব্ধ হয়ে আছেন, আহারও নাই নিদ্রাও নাই। আমার যত শীঘ্র মৃত্যু হয় ততই ভাল, যুবরাজের তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই বরং নিষ্কণ্টকে সুখভোগ কর্‌তে পার্‌বেন, কিন্তু মায়ের মুখ পানে একবার চাওয়া ত কর্ত্তব্য।

শিখ। মকরকেতন তুমি কি অপরাধে এমন সতীলক্ষ্মী ধর্ম্ম-পত্নীর অবমাননা কর আমি বুঝ্‌তে পারি না।

মক। উনি বড় বানান কর্‌তে ভোলেন।

সুশী। ও দোষটি যুবরাজেরও আছে।

মক। কিন্তু শৈবলিনীর নাই।

শিখ। তুমি সুশীলার সমক্ষে সে দুঃশীলার নাম উচ্চারণ কর না। বেটীর যেমন রূপ তেমনি স্বভাব।

বক্কে। পা দুখানি পিঞ্জরের শলা।

মক। আমি কি তার রূপে মোহিত হইচি? আমি তার বিদ্যায় মোহিত হইচি, তার বানান শুদ্ধ লেখায় মোহিত হইচি, তার কবিত্ব শক্তিতে মোহিত হইচি।

বক্কে। তবে চুরি চন্দ্রহার পরাবার একজন উপযুক্ত পাত্র আমি বলে দিতে পারি।

চতু, বয়। উপযুক্ত পাত্র কে?

বক্কে। সাভ্‌ভোম মহাশয়।

শিখ। মকরকেতন তোমার অন্তঃকরণ ত স্নেহশূন্য নয়, তোমার সরলতার চিহ্ন ত শত শত দেখিছি, তবে তুমি তোমার সহধর্ম্মিণী সুশীলার প্রতি কেন এমন নিষ্ঠুর আচরণ কর।

মক। সুশীলা আমার পূজনীয়া সহধর্ম্মিণী, সুশীলা আমার শিরোধার্য্যা, কিন্তু সে আমার হৃদয়বিলাসিনী।

সুশী। দাদা আপনারা রাজ্যের শত শত শত্রু নিপাত কর্‌তে পারেন আর অভাগিনীর একটা শত্রু নিপাত হয় না! যুব-রাজের চরিত্র সংশোধনের কি কোন উপায় নাই!

বক্কে। এক উপায় আছে কিন্তু বল্‌তে সাহস হয় না।

মক। বল না, আজ্‌ত তোমাদের সপ্তরথী সমবেত।

বক্কে। বল্‌ব?

মক। বল।

বক্কে। উজ্জয়িনী দেশে জনৈক ক্ষত্রিয়াণী দুর্ব্বিনীত দয়িতের দুরাচারে দশমদশার দ্বারদেশে নিপতিতা হইয়াছিলেন—

মক। কথকতা আরম্ভ কল্লে না কি?

বক্কে। বিরহবিকলহৃদয়া পতিপ্রাণা প্রণয়িনী কলঙ্ককলুষিত কুলাঙ্গার স্বামীকে সৎপন্থায় আনিবার জন্য কত পন্থাই অবলম্বন কর্‌লেন—অনুনয়, বিনয়, নয়ন-নীর, মলিনবদন, পদচুম্বন, স্নেহ, ভালবাসা, সরলতা, দীর্ঘ নিশ্বাস, উপবাস, কিছুই বাকি রাখ্‌লেন না। নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, নীচ, ভ্যাড়াকান্ত, ভ্রান্ত কান্ত বন্য বরাহবৎ বন বিচরণে ক্ষান্ত হলেন না। পরিশেষে প্রমদা চামুণ্ডার মূর্ত্তি ধারণ কর্‌লেন—একদা স্বামী যেমন স্বৈরিণী বিহারে গমন কর্‌চেন, ভামিনী অমনি স্বামীর কেশাকর্ষণ করে স্বামিপদমুক্ত পাদুকা গ্রহণানন্তর পৃষ্ঠদেশে দ্বাদশটি প্রচণ্ড আঘাত প্রদান কর্‌লেন। স্বামী বল্লেন "কল্যাণি তুমি সাধ্বী, তুমি আমার চরিত্র সংশোধন করে দিলে—আমি আর যাবনা, যার জন্যে যাই তা ঘরে বসে প্রাপ্ত হলেম"। পাদুকা ঔষধ বড় ঔষধ, যদি সেবন করাবার বৈদ্য থাকে।

মক। এরূপ সাহস অকৃত্রিম প্রণয়ের চিহ্ন। এ সাহস সুশীলার হয় না কিন্তু শৈবলিনীর হতে পারে।

সুশী। মহারাণীর অনুরোধ আপনারা যুবরাজকে বুঝায়ে বলুন আর কলঙ্ক বৃদ্ধি না করেন।

[সুশীলার প্রস্থান।

শিখ। তুমি সেকলঙ্কিনীকে পরিত্যাগ না কর নাই কর্‌বে কিন্তু তাকে সঙ্গে নিও না।

মক। সে যে আমার অর্দ্ধাংঙ্গ, তার বিরহে আমার যে পক্ষাঘাত। দাদা প্রণয় যে কি পদার্থ তা ত জান্‌লে না কেবল তলয়ার ভেঁজেই কাল কাটালে।

বক্কে। শিখণ্ডিবাহন যখন রাজবংশজাতা রাজবালার পাণিগ্রহণে অসম্মত হয়েছেন তখন ওঁয়াকে চিরকাল আইবুড় থাকুতে হবে। অমন সুন্দরী মেয়ে আর ত মিল্‌বে না।

মক। দাদা কাব্যেতে ইন্দীবরনয়নার বর্ণনা পড়েছেন, উনি সংসারে তাই চান। দাদার হৃদয়ে বোধ হয় পরিণয় কুসুমের সৃষ্টি হয় নি।

শিখ। স্বভাবতঃ সকলের হৃদয়েই প্রণয়ের পদ্মকলিকা বিরাজ করে, স্বজাতি সূর্য্যপ্রভা পাবা মাত্র বিকসিত হয়।

এক জন পদাতিকের প্রবেশ।

পদা। মহারাজ আপনাদিগকে ডাক্‌চেন।

বক্কে। বোধ হয় আমাকে মহিলাদের শিবির রক্ষার ভার দেবেন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ব্ভাঙ্ক। মণিপুর, লক্ষ্মীজনার্দ্দনের মন্দির।

বরণডালা হস্তে গান্ধারী, মঙ্গলঘট কক্ষে সুশীলা, সিন্দূর চন্দন ধান দূর্ব্বা আতপ তণ্ডুলাধার হস্তে ত্রিপুরা ঠাকুরাণী, এবং কুসুম মালা এবং শঙ্খ হস্তে করিয়া অপর পুরমহিলা গণের প্রবেশ।

গান্ধা। ধূপ ধুনা কুসুম চন্দনের গন্ধে লক্ষীজনার্দ্দনের মন্দির আজ্ আমোদিত হয়েছে। লক্ষীজনার্দ্দন যেন প্রফুল্ল মুখে আমাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌চেন আর বল্‌চেন নির্ভয়ে কাছাড় যুদ্ধে যাত্রা কর।

ত্রিপু। মা সকলের আগে মঙ্গল ঘট স্থাপন করুণ।

গান্ধা। সুশীলা তুমি মঙ্গলঘট স্থাপন কর।

ত্রিপু। কি সুন্দর বেদী নির্ম্মিত হয়েছে, কি চমৎকার আল্‌পনা দেওয়া হয়েছে, না জানি কোন্ কল্যানীর এ শিল্পনৈপুণ্য ?

সুশী। রাজবালার।

ত্রিপু। রাজবালার মত মেয়ে আর ত চকে পড়ে না। কেন যে আমার শিখণ্ডিবাহন রাজবলাকে বিয়ে কর্‌তে অমত কল্লেন তা কিছুই বুঝ্‌তে পারি না।

সুশা। দাদা প্রতিজ্ঞা করেছেন আকর্ণবিশ্রান্ত নীলাম্বুজনয়ন যার তাকেই সহধর্ম্মিণী কর্‌বেন।

গান্ধা। রাজবালার চক্ষু দুটি একটু ছোট।

ত্রিপু। সুশালা পূর্ণকুম্ভ কক্ষে করে কতক্ষণ দাঁড়্‌য়ে থাকবে ? বেদীতে পূর্ণকুম্ভ স্থাপন কর।

সুশা। বীরপুরুষেরা অসিচর্ম্ম ধারণ করে প্রভাত হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রণস্থলে যুদ্ধ কর্‌তে পারেন আর বীরাঙ্গনারা মঙ্গলঘট

কক্ষে করে ক্ষণকাল দাঁড়াতে পারে না। (সুশীলার মঙ্গলঘট স্থাপন, শঙ্খবাদ্য, উলুধ্বনি।)

সকলে। (তিনবার মঙ্গলঘট প্রদক্ষিণ করিয়া তিনবার মন্ত্র পাঠ।)

তলয়ার ফলাকা লক্ লক্ করে,
সেনার হাতে শত্রু মরে,
মরে শত্রু হরে ভয়,
আপন কুলের বিপুল জয়।

রাজা, সমরকেতু, শিখণ্ডিবাহন, এবং মকরকেতনের রণসজ্জায় প্রবেশ। নেপথ্যে রণবাদ্য।

রাজা। (লক্ষ্মীজনার্দ্দনকে প্রণাম করিয়া।) হে জনার্দ্দন, তুমি দুষ্টের দলন শিষ্টের পালন দর্পহারী নারায়ণ, তুমি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ, তুমি ভয়াতুর জীবের ত্রাণ, তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, তুমি অনাথার নাথ! হে ভক্তবৎসল ভগবন্! তুমি শ্রীকর-কমলে সুদর্শনচক্র ধারণ করে সমরক্ষেত্রে আবির্ভাব হও, তোমার করুণাবলে প্রবল অরাতি দল দলন করি।

গান্ধা। (রাজার কপালে বরণডালা স্পর্শ) সমরে অমরের ন্যায় জয় লাভ কর।

সুশী। (রাজার হস্তে সচন্দন পুষ্পমালা দান) পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি মহারাজ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় দিগ্বিজয়ী হউন।

রাজা। সুশীলা তুমি বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতি সমরকেতুর মায়া-ময়ী কন্যা, তোমার হস্তের মালা আমি মস্তকে ধারণ কর্‌লাম অবশ্যই রণজয়ী হব।

ত্রিপু। (রাজার মস্তকে ধান দূর্ব্বা আতপতণ্ডুল দান) মহারাজ সীতাপতি রামচন্দ্রের ন্যায় জয় পতাকা উড়াইয়ে রাজধানীতে ফিরে আসুন।

রাজা। আপনি বীরেন্দ্রকুলের অহঙ্কার শিখণ্ডিবাহনের গর্ভধারিণী আপনার আশীর্ব্বাদ অবশ্যই সফল হবে।

সম। (লক্ষ্মীজনার্দ্দনকে প্রণাম করিয়া) হে জনার্দ্দন! তুমি দুর্দ্দান্ত উগ্রমূর্ত্তি উগ্রসেনের হন্তা, তুমি আমাকে শত্রু হননে বলদান কর।

গান্ধা। (সমরকেতুর কপালে বরণডালা স্পর্শ) যুদ্ধক্ষেত্রে জয়দুর্গা তোমাকে রক্ষা করুন।

সুশী। (সমরকেতুকে সচন্দন পুষ্পমালা দান) ষড়ানন জননী হৈমবতী যেন আপনাকে রণস্থলে কোলে করে বসে থাকেন, শত্রুর অস্ত্র যেন আপনার অঙ্গ স্পর্শ কর্‌তে না পারে।

ত্রিপু। (সমরকেতুর মস্তকে ধান দূর্ব্বা আতপতণ্ডুল দান) আকাশের নক্ষত্রমালার ন্যায় তোমার বিজয়কীর্ত্তি যেন দশ দিকে বিস্তারিত হয়।

শিখ। হে জনার্দ্দন! আমি কায়মনোবাক্যে পরমভক্তি সহকারে তোমার আরাধনা করি; হে ভক্তবৎসল কমলাপতি! ভক্তের অভিলাষ সম্পূর্ণ কর—হে কৌশলনিপুণ রুক্মিণীহৃদয়বল্লভ! তুমি যেমন ভক্তবৎসলতাপরবশ সমরপ্রান্তরে নরনারায়ণ ধনঞ্জয়ের রথে সারথি হয়েছিলে, তেমনি উপস্থিত তুমুল সংগ্রামে তুমি আমাদের পথপ্রদর্শক হও। হে পদ্মপলাশলোচন বিপদ্-উদ্ধার মধুসূদন! তুমি সমরক্ষেত্রে স্বহস্তে সৎপন্থা অঙ্কিত করে দাও, আমরা যেন সেই পন্থা অবলম্বন করে প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথ্বীপতিকে পরাজিত করি।

গান্ধা। (শিখণ্ডিবাহনের কপালে বরণডালা স্পর্শ।) তুমি

যেন—(শিখণ্ডি বাহনের ললাট অবলোকন) তুমি যেন সমরে ষড়াননের ন্যায়—(ললাট অবলোকন—হস্ত হইতে বরণডালা পতন।)

সুশী। ধর ধর। (ত্রিপুরা ঠাকুরাণীর অঙ্কে মহিষীর পতন।)

ত্রিপু। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম হয়েছে। (মুখে জল দান, অঞ্চলদ্বারা বায়ু সঞ্চালন।)

রাজা। মহিষী কয়েক দিন পীড়িতা—মূর্চ্ছা রোগের লক্ষণ।

গান্ধা। (দীর্ঘনিশ্বাস।) "পাপীয়সীর পেটে—পাপাত্মার জন্ম"।

রাজা। মহিষী কি বল্‌চেন ?

সুশী। মা সুস্থ হয়েছেন ? বল্‌চেন কি ?

গান্ধা। এমন রাজদণ্ড ত কখন কারো কপালে দেখি নাই।

রাজা। গান্ধারি তুমি ঘরে গিয়ে শয়ন কর।

গান্ধা। আমার বরণ করা সম্পূর্ণ হয় নি। (গাত্রোত্থান, বরণডালা গ্রহণানন্তর শিখণ্ডিবাহনের ললাটে প্রদান) তুমি নিজ বাহুবলে রাজসিংহাসনে উপবেশন কর।

রাজা। গান্ধারি তোমার হাত কাঁপ্‌চে, তুমি এখন সুস্থ হও নাই, তুমি আর বিলম্ব কর না গৃহে যাও। শিখণ্ডিবাহন তুমি ফুলমালা ধান দূর্ব্বা গ্রহণ কর, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই।

শিখ। যে আজ্ঞা। (ফুলমালা, ধান দূর্ব্বা গ্রহণ।)

[রাজা, সমরকেতু এবং শিখণ্ডিবাহনের প্রস্থান।

গান্ধা। বাবা মকরকেতন তুমি পুত্র হয়ে আমাকে পাপীয়সী বল।

মক। তুমি আমায় রাগাও কেন ?

গান্ধা। সন্তানের কুচরিত্র হলে বাপ মার মনে বড় ব্যথা জন্মে।

মক। বাবা ত আমায় কিছু বলেন না।

গান্ধা। কিন্তু আমায় রত্নগর্ভা বলে উপহাস করেন।

মক। মা তোমার মুখ অতিশয় মলিন হয়েছে, তুমি এখন আমার বিষয় চিন্তা কর না, তাতে আরো অসুস্থ হবে।

গান্ধা। তুমি যখন না জন্মেছ তখন তোমার বিষয় চিন্তা করে ছিলেম, এখনও তোমার বিষয় চিন্তা কর্‌চি, আর তোমার বিষয় চিন্তা কর্‌তে কর্‌তেই আমার মরণ হবে। এইত মর্‌তে পড়েছিলেম।

মক। সে কি আমার জন্যে?

গান্ধা। আমার আর কে আছে?

মক। একটি পালিত পুত্র।

গান্ধা। পালিত পুত্র কে?

মক। হিংসা—তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ভাই।

গান্ধা। আমি কার কি দেখে হিংসা কর্‌ব?

মক। রাজদণ্ড।

ত্রিপু। না বাবা অমন কথা বল না, মহিষী আমার শিখ-ণ্ডিবাহনকে বড় ভাল বাসেন।

গান্ধা। তোমার মতিচ্ছন্ন ধরেছে।

মক। তা ধরুক কিন্তু আমি তোমার মত হিংসুটে নই। আমি বাবার মত সরল, তাই শিখণ্ডিবাহনকে দেবতার মত পূজা করি।

ত্রিপু। মা আপনি পাগলের কথায় কাণ দেবেন না।

গান্ধা। আমার কর্ম্মান্তির ভোগ।

[সুশীলা এবং মকরকেতন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সুশী। তোমার কথা গুলি বড় তেত।

মক। কিন্তু সত্য।

সুশী। সময় বিশেষে সত্যকেও গোপন করতে হয়।

মক। সেটি আমার স্বভাব বিরুদ্ধ।

সুশী। কেবল শৈবলিনী তোমার স্বভাব সিদ্ধ।

মক। আজ যে বড় তার নাম উচ্চারণ কল্যে?

সুশী। পাগল হবার পূর্ব্ব লক্ষণ, এত দিন হইনি এই আশ্চর্য্য।

মক। তুমি আমার গলায় মালা দিলে না?

সুশী। একবার দিয়ে যে ফল পেইচি আর দিতে সাহস হয় না।

মক। জ্ঞানবান্ শিখণ্ডিবাহন তোমার যে প্রশংসা করে বোধ হয় আমি তোমায় চিন্‌তে পার্‌চি না।

সুশী। আগে চিন্‌তে এখন ভুলে গিয়েছ।

মক। আজ্ তুমি মনে করে দিলে।

সুশী। কত দিন মনে করে দিইচি কিন্তু আমার ভাগ্যে তোমার স্মরণ শক্তিটি বড় দুর্ব্বল।

মক। তুমি না হয় ফুলের মালা দিয়ে সবল করে দাও।

সুশী। পতিরতা প্রণয়িনী—নিখিল জগতে
জীবন-ধারণ-পন্থা এক মাত্র যার
আনন্দভাণ্ডারপতিমুখ-দরশন—
নিপতিতা হয় যদি ছিন্ন লতা প্রায়
দৈবের বিপাকে নিজ কপালের দোষে
পতি অনাদর রূপ জ্বলন্ত অনলে,

কি যাতনা অনুভব অভাগা অবলা
বিষণ্ণ হৃদয়ে করে দিবা বিভাবরী
যে জেনেছে সেই বিনা কে বলিতে পারে ?
পূর্ণিমায় অন্ধকার ; পূর্ণ সরোবরে
শুষ্ককণ্ঠে শীর্ণ মুখে মরে পিপাসায় ;
সুখশূন্য সুলোচনা শূন্য মনে বসি
বিজনে বিষাদে কাঁদে যেন বিরাগিণী
দীননেত্রে নীরধারা বহে অবিরাম।
নারায়ণে সাক্ষীকরি, আনন্দ আশায়
আবার দিলাম মালা স্বামীর গলায়।
যুবতী জীবন পতি সংসারের সার ;
এবার একান্ত নিধি একান্ত আমার।

(মালাদান।)

মক। সুশীলা তুমি সুশীলা। শিখণ্ডিবাহন যখন তোমার সেনাপতি হয়েছেন তখন সত্বরে তোমার শত্রু ক্ষয় হবে। কিন্তু সেনাপতি তারও আছে।

সুশী। তার সেনাপতি তুমি।

মক। আমি কেন হতে যাব।

সুশী। তবে কে ?

মক। তার কবিতা-কলাপ।

সুশী। কবিতা প্রলাপ।

[সুশীলার বেগে প্রস্থান।

মক। আহা! এমন সুমধুর কথাগুলি শুন্‌ছিলেম, আপনিই বন্ধ করে দিলেম। সুশীলার কাছে আমি থাকৃতে ভাল বাসি কিন্তু শৈবলিনীর নাম কল্যেই সুশীলা রাগ করে উঠে যায়। শৈবলিনীকে আর বাঁচান যায় না, চারি দিকে আগুন জ্বলে উঠেছে—মাতা পাগলিনী, পিতা দুঃখিত, বনিতা বিরাগিনী, শিখণ্ডিবাহন খড়্গহস্ত, বকেশ্বর বক্রচূড়ামণি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক। কাছাড়, রাজপথপার্শ্বস্থ রাজপ্রাসাদের শিখর।

নীরদকেশী এবং সুরবালার প্রবেশ।

নীর। দেখ ভাই আমি কেমন ছাদের উপরে রাজসভা সাজ্‌য়েচি। রাজকন্যা বল্যেন আমরা এক তালার ছাদে বসে যুদ্ধ দেখ্‌ব আমি তাই ছাদের উপর বিছানা করে এক খানি সিংহাসন স্থাপন করিচি।

সুর। এখন রাজা মহাশয় এসে উপবেশন কর্‌লেই হয়। মণিপুর রাজার কত তাঁবু দেখিচিস্, যেন রাজহংসগুলি সার-বেঁধে দাঁড়্য়ে রয়েছে; ঘোড়্‌সওয়ারই বা কত।

নীর। মহারাজ বল্‌ছিলেন মণিপুরের রাজা যখন এত অশ্বসেনা জুট্‌য়েছে তখন যুদ্ধে কি হয় বলা যায় না।

সুর। এখনই জানা যাবে। (রণবাদ্য) যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে।

নীর। এখান থেকে ভাল দেখা যাবে না, দোতালার ছাদে গেলে হত।

সুর। সেখানে রাণী আছেন রাজকন্যা তাই সেখানে যেতে চান্ না। রণকল্যাণীর নবীন বয়স্, নতুন প্রাণ, ভরা যৌবন, রাত দিন রণ করে বেড়ায়, সে কি মায়ের কাছে মুখগুঁজড়ে বসে থাকৃতে পারে।

নীর। রণকল্যাণীর চকের মত চকু ভাই কখন দেখিনি, কেমন উজ্জ্বল, কেমন ডাগর, কে যেন কাণ পর্য্যন্ত তুলি দিয়ে টেনে দিয়েছে; শাস্ত্রে যে বলে "ইন্দীবরাক্ষী" রণকল্যাণী আমাদের তাই।

পুরমহিলাদ্বয় সমভিব্যাহারে রণকল্যাণীর প্রবেশ।

রণ। কিলো সুরবালা কি যেন বলি্বি বল্বি মত মুখখানা করে রইচিস্ যে।

সুর। তোমারি কথা হচ্চিল

রণ। আমার কি কথা ?

সুর। তোমার চকের কথা।

রণ। আমার চকের মাতাটী খাচ্চিলে বুঝি ?

নীর। বালাই আমরা কি তোমার চকের মাতা খেতে পারি ?

সুর। একি মাচের চকু ?

রণ। তবে কিসের চকু ?

সুর। ঠার্বের।

রণ। তবে তোমায় ঠারি।

সুর। আমায় কেন ?

রণ। তবে কাকে ?

স্থর। যার মুণ্ড ঘুরে যাবে।

রণ। মুণ্ড ঘুরাবার পাত্র কই ?

স্থর। দেবীপুরের রাজ পুত্র !

রণ। মদ্যপায়ী।

স্থর। কুণ্ডলার যুবরাজ ?

রণ। শেয়াল মার্‌তে হাতি চায়।

স্থর। বীরনগরের বীরেশ্বর ?

রণ। অশ্ববিদ্যায় অষ্টবক্র।

স্থর। মৈনাক বাসের নবীন রাজা ?

রণ। শস্ত্রধারণে সতীলক্ষ্মী।

স্থর। বনপাশের বিজয় ?

রণ। জয়দেবের আততায়ী।

স্থর। ময়ূরেশ্বরের মুক্তারাম ?

রণ। পেটের ভাঁজে ইঁদুর থাকে।

স্থর। তোমার কপালে বর নাই।

রণ। এ বর মন্দ নয়।

প্রথম, পুর। রাজার মেয়ে কত বর যুট্‌বে।

স্থর। যৌবন যে যায়,

তাকে আট্‌কে রাখা দায়।

সোণার শেকল লোহার খাঁচা,

এর বেলাটি বিষম কাঁচা।

যৌবন জোয়ারের জল,

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঢলাঢল,

নাব্‌লে বারি রয়্‌না আর,
ফুট্‌লে কলি ফক্কিকার।

রণ। মনে যৌবন যার,
ভাব্‌না কোথা তার ?
মাতায় পাকা চুল,
খোঁপায় ঘেরা ফুল।
এক একটি দন্ত খসে,
প্রেম লতাটি গজ্‌য়ে বসে।
কাল্‌ যদি যায় মনের সুখে,
মধুর হাসি শুক্‌ন মুখে।

সুর। থাক্‌তে বেলা নবীনবালা
প্রেম্‌ বাজারে যায়,
গেলে কুড়ি থুব্‌ড় বুড়ি
কেউনা ফিরে চায়।

রণ। মনের মণি গুণমণি
মনের দিকে মন্‌,
সমান বলে, সকল কালে
সুখ্‌ সাধনের ধন্‌।

(প্রাসাদতলস্থ রাজপথ দিয়া সৈনিকগণের গমন)

দ্বি, পুর। আজ কত সৈনিক যে যাচ্চে তা গণে সংখ্যা করা যায় না।

রণ। (সিংহাসনে উপবেশন এবং সৈনিকগণের মস্তকে ফুল নিক্ষেপ।) আমাদের সৈন্য কেমন সুসজ্জিত হয়েছে, যেন দেবতারা তরবারি হস্তে করে গমন কচ্চেন। পুরুষ হওয়ার চাইতে আর সুখ নাই।

নীর। শত শত পুণ্য কল্যে তবে পুরুষ হয়।

সুর। মেয়েদের পদসেবা কর্‌বের জন্যে।

রণ। সেও যে একটা সুখ।

সুর। সে সুখভোগ ইচ্ছে কল্যে কর্‌তে পার।

রণ। কেমন করে?

সুর। নির্জ্জনে বসে "প্রাণ প্রেয়সি" বলে আপনার টুকুটুকে পা দুখানিতে হাত বুলাও।

রণ। আমিত পুরুষ নই।

সুর। খাবার সময় গরস ছোট কর।

রণ। তা হলেই বুঝি পুরুষ হল?

সুর। অনেক মেয়ে ডাগর গরসের অনুরোধে নত পরা ছেড়ে দিয়েছে।

রণ। তোমার মুণ্ডু।

প্রথ, পুর। পুরুষ হলে পাঁচ রকম দেখা যায়।

রণ। পুরুষেরা যখন মাতায় পাগ্‌ড়ি, কোমরে কিরিচ্, হাতে তলয়ার, অঙ্গে কবচ, পৃষ্ঠে ঢাল্ ধরে ঘোড়ায় চড়ে যায়, আমার বড় হিংসে হয়। অশ্বারোহী সৈন্য অতি মনোহর। আমাদের দেশে যদি স্ত্রীলোক দিগের সৈনিক হবার রীতি থাকৃত আমি একটি প্রবল বামাসৈন্য সঙ্কলন কর্‌তেম, স্বয়ং তার সেনাপতি হতেম।

সুর। কি হতে ?

রণ। সেনাপতি।

সুর। সেনাপত্নী।

রণ। তোমার পিণ্ডি। আমি কি ভাই মন্দ বল্‌চি, আমরা পুরুষদের চাইতে কিসে কম্, আমরা শূরবীর পেটে ধর্‌তে পারি আর শূরবীরের মত অস্ত্র ধর্‌তে পারি না! আমাদের বুদ্ধি আছে, বিদ্যা আছে, কৌশল আছে, যেখানে বলে না পারি সেখানে কৌশলে সারি। বল্‌তে কি আমার ভাই ইচ্ছা কচ্চে এই দণ্ডে রণসজ্জায় সজ্জীভূত হয়ে অশ্বারোহণে সমরক্ষেত্রে গমন করি।

নীর। লোকাচার বিরুদ্ধ বলে লোকে দূষ্‌তে পারে।

রণ। লোকাচার ত লোকে করে; লোকাচার হয়ে গেলে লোকে দোষ দেখ্‌তে পাবে না।

সুর। বামাসৈন্যের একটি বিশেষ দোষ আছে।

রণ। সভাপণ্ডিত মহাশয়ের মীমাংসা শুন।

সুর। কখন কখন ঘোড়াগুল দম্‌ফেটে প্রাণযায় বলে কেঁদে উঠ্‌বে আর কচ্ছপের মত চল্‌তে থাকবে।

রণ। কখন্ ?

সুর। যখন সৈনিকগণের অরুচি হবে।

রণ। তুমি অরুচির রুচি,
কচ্‌মচে কর্‌কচি,
ইচ্ছা করে তোমার নাক্‌টি কেটে
করি কুচি কুচি॥

(নাসিকা ধারণ, হস্ত হইতে পদ্মফলের মালা পতন।)

সুর। (মালা তুলিয়া দিয়া) তুমি এমন মালা কোথায় পেলে ?

রণ। গাঁথ্‌লেম।

সুর। মালায় যে বড় মন গেল ?

রণ। মন উচাটন হলে কেউ গান করে, কেউ কবিতা লেখে, কেউ ভ্রমণ করে, কেউ মালা গাঁথে।

সুর। মালা ছড়াটি দেবে কাকে ?

রণ। যাকে বিয়ে কর্‌ব।

সুর। তবে আমার গলায় দাও। পুরুষের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না। বর ভায়ারা হার মেনে হাল্‌ ছেড়ে দিয়েছেন।

রণ। না পেলে প্রেমের নিধি প্রেম কভু হয় লো ?
ভাবের অভাব হয় সদা মনে ভয় লো।
কামিনী-কোমল-প্রাণ কমলের কলি লো,
সরল স্বভাব স্বামী অনুকূল অলি লো।

প্রথ, পুর। দুটি অশ্ব সৈনিক এই দিকে আস্‌চে—ও বাবা এমন বেগে অশ্বচালান ত কখন দেখিনি, আকাশ হতে যেন দুটি তারা খসে পড়্‌চে।

রণ। তাই ত, কিছু ত চেনা যাচ্চে না কেবল দৌড় দেখা যাচ্চে, ঘোড়া ত পায় চল্‌চে না, যেন বাতাসে উড়ে আস্‌চে।

(রাজপ্রাসাদ তলস্থ পথে ব্রহ্মদেশের সেনাপতির অশ্বারোহণে প্রবেশ এবং বেগে প্রস্থান, শিখণ্ডিবাহন অশ্বারোহণে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান।)

সুর। আমাদের সেনাপতিমহাশয় যে।

রণ। ভয়ে পালাচ্চেন না কি ?

সুর। অঙ্গে রক্তের ঢেউ খেল্‌চে।

নীর। কি সর্ব্বনাশ, সেনাপতি বুঝি যুদ্ধে হেরে গেলেন।

রণ। তাঁকে তাড়্‌য়ে নিয়ে গেল উটি কে ?

দ্বি, পুর। বোধহয় মণিপুর রাজার সহকারী সেনাপতি শিখণ্ডিবাহন।

রণ। যিনি ঘোড়া চড়ে নদী পার হন।

সুর। বয়স্‌ ত অধিক নয়।

রণ। কি চমৎকার চুল।

নীর। আহা! একটা ছোঁড়ার কাছে সেনাপতি পরাজিত হলেন।

প্রথ, পুর। পরাজিত হবেন কেন, বোধহয় কৌশল করে অবোধ শত্রুকে আপন কোটে নিয়ে এলেন।

রণ। যে তেজে আমাদের দলে প্রবেশ করেছে ও সৈনিকটি অবোধ নয়; ও আপন বীরত্বে নির্ভর করে এত দূর পর্য্যন্ত এসেছে—

সুর। আবার এই দিকে আস্‌চে।

ব্রহ্মদেশের সেনাপতি এবং শিখণ্ডিবাহনের
প্রবেশ এবং যুদ্ধ।

শিখ। একে বলি বীরত্ব—সম্মুখ যুদ্ধ কর—পলায়ন করা কি সেনাপতিকে সাজে ?

ব্রহ্ম, সেনা। তুমি অতি শিশু, তোমায় বধ কর্‌তে আমার মায়া হয়।

শিখ। শিশুর হাতে পূতনা বধ হয়েছিল।

ব্রহ্ম, সেনা। তবে রে পামর, ছোট মুখে বড় কথা, এই তোমার শেষ। (অস্ত্রাঘাত, শিখণ্ডিবাহনের ঢাল দিয়া রক্ষা।)

শিখ। তোমায় প্রাণে মারা আমার অভিপ্রায় নয়। যদি পারি তোমায় জীবিত পরাজিত কর্‌ব। দেখ দেখি হার মান কি না। (অস্ত্রাঘাত)

ব্রহ্ম, সেনা। বীর পুরুষ স্থির হও, আমি নিরস্ত্র হলেম। (তরবারি পতন) সহকারী সেনাপতি তুমি ধন্য, আমার প্রাণ যায়, আমি মলেম।

কামিনীগণ। পড়্‌লেন যে, পড়্‌লেন যে।

শিখ। আমি থাক্‌তে বীর পুরুষ ভূমিশায়ী হবেন। (অশ্ব হইতে ব্রহ্ম সেনাপতিকে আপনার অশ্বে লইয়া সেনাপতিকে বগলে ধারণ)

ব্রহ্ম, সেনা। জল না খেয়ে মরি—জল—জল—ছাতি ফেটে গেল।

শিখ। পিপাসা হয়েছে। (দন্তে বল্‌গা ধারণানন্তর জিনের ভিতর হইতে জলপূর্ণ স্বর্ণপাত্র বাহির করিয়া সেনাপতির মুখে ধারণ, সেনাপতির জল পান। রণকল্যাণীর হস্ত হইতে পদ্মের মালা শিখণ্ডিবাহনের মস্তকে পতন)

সুর। ঠিক্ পড়েছে।

শিখ। (গলায় মালা ধারণ, রণকল্যাণীর মুখাবলোকন, উষ্ণীষ পতন)

ইন্দীবর বিনিন্দিত বিশাল নয়ন
মুখ সুখ সরোবরে ভাসিছে কেমন!

[বেগে অশ্বারোহণে সেনাপতিকে লইয়া প্রস্থান।

নীর। ও বাবা এমন জোর ত কখন দেখিনি, সেনাপতি মহাশয়কে কচি খোকার মত নিয়ে গেল।

প্র, পুর। পদ্মের মালা যেমন অবলীলাক্রমে নিয়ে গেল সেনাপতিকেও তেম্‌নি।

সুর। দুটি জিনিস্ নিয়ে গেল, না তিন্‌টি?

নীর। দুটি।

সুর। তিন্‌টি।

দ্বি, পুর। তিন্‌টি কই?

সুর। সেনাপতি—কমল মালা—আর একজনের কোমল মন।

রণ। কার লো?

সুর। যার মনে মন নাই।

রণ। তোমার মুখে ছাই।

সৈনিকদ্বয়ের প্রবেশ।

প্র, সৈ। সেনাপতির বোধ হয় মৃত্যু হয়েছে।

দ্বি, সৈ। তা হলে কেবল মাতা টা কেটে নিয়ে যেত।

প্র, সৈ। আজ্‌কের যুদ্ধে আমাদের হার বল্‌তে হবে।

দ্বি, সৈ। কেন সেনাপতি গেলে কি আর সেনাপতি হয় না? কত যুদ্ধে রাজা পরাজিত হয়েছে তবু দেশ পরাজিত হয় নি। আমরা নূতন সেনাপতি করে আবার যুদ্ধ কর্‌ব।

প্র, সৈ। সেনাপতি মহাশয়ের অশ্বটি এখানে দাঁড়্‌য়ে কাঁদ্‌চে।

দ্বি, সৈ। ঘোড়াটি নিয়ে যাই।

রণ। সুরবালা পাগ্‌ড়ি টা কুড়্‌য়ে দিতে বল।

সুর। ও গো ঐ পাগ্‌ড়ি টা তুলে দাও।

প্র, সৈ। দুঃখের বিষয় মণিপুরের সহকারী সেনাপতি পাগ্‌ড়ি

ফেলে গিয়েছেন যাতে পাগ্‌ড়ি থাকে সেটি ফেলে যান নাই। (শিখণ্ডিবাহনের উষ্ণীব প্রদান)

রণ। (উষ্ণীষ ধারণ) কেমন ধরিচি।

[অশ্ব লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

সুর। কি সুন্দর কাজ্!

রণ। সোণার চুম্‌কিগুলি বড় কৌশলে বিন্যাস করেছে—আমি এরূপ পারি—ও সুরবালা মণিপান্নায় কেমন অক্ষর তুলেছে দেখ্।

সুর। বোধ হয় শিল্পকারের নাম—"সুশীলা"।

রণ। সু—শী—লা। (দীর্ঘ নিশ্বাস। হস্ত হইতে উষ্ণীষ পতন।)

[রণকল্যাণীর চঞ্চল চরণে প্রস্থান।

প্র, পুর। যুদ্ধে হার হয়েছে বলে রাজকন্যা বড় ব্যাকুল হয়েছেন।

নীর। চক্ষু দুটি ছল ছল কচ্চে, জল যেন পড়ে পড়ে।

দ্বি, পুর। তা হতেই পারে, যুদ্ধে হার হওয়া সহজ অপমান নয়।

সুর। এক দিনের যুদ্ধেই জয় পরাজয় স্থির হয় না। আমরা আজ হার্‌লেম্ হয় ত কাল জিৎব। রণকল্যাণীর চকে যে জন্যে জল এসেচে তা আমি বুঝিচি।

নীর। বল্‌না ভাই।

সুর। পাগ্‌ড়িতে সুশীলার নাম দেখে।

নীর। সুশীলা কে?

প্র, পুর। বোধ হয় ঐ ছোঁড়ার মাগ্।

দ্বি, পুর। ছোঁড়া বেয়াড়া মাগমুখ, তাই মেগের নাম মাতায় করে যুদ্ধ করে। লোকে কথায় বলে—

মাগ্ মাগ্ মাগ্
মাগ্ মাতার পাগ্।

ছোঁড়া কাজে তাই করেছে।

রণকল্যাণীর পুনঃপ্রবেশ।

রণ। সুরবালা বল্‌দেখি আমি কোথা গ্যাছ্‌লুম ?

সুর। চক্ মুছ্‌তে।

রণ। তুই পাগ্‌ড়িটা নিয়ে আয়্।

সুর। সুশীলা হয়ত শিল্পকারের বউ, পাগ্‌ড়ি বেচে খায়।

রণ। তুই তার কাছে একটা পাগ্‌ড়ির বায়্‌না দিস্।

সুর। তোমার ত ইচ্ছে, এখন সে নিলে হয়।

সাগর তলে রতন রয়,
সুখের পথ টা সহজ নয়।
হাতির মাতায় মুক্তা থাকে,
বার করে লয় মানুষ তাকে,
যত্নে পড়ে বনের পাকী,
চেষ্টা কল্যে না হয় কি ?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক। কাছাড়। বিষ্ণুপ্রিয়ার বসিবার কক্ষ।

বিষ্ণুপ্রিয়া এবং বীরভূষণের প্রবেশ।

বিষ্ণু। ছোটরাণী আমাকেও খেলে রাজ্যটাও খেলে। ছোটরাণীর কুহকে যদি না পড়্তে এমন সর্ব্বনাশ হত না।

বীর। সর্ব্বনাশ কি?

বিষ্ণু। রণে পরাজয়।

বীর। সেনাপতি পরাজিত হয়েছেন বলে কি আমি পরাজিত হলেম? সেনাপতির সহোদরকে সেনাপতি করেছি।

বিষ্ণু। সেনাপতিকে যে ধরে নিয়ে গেছে, সে বেঁচে থাক্তে যুদ্ধে জয় হবে না।

বীর। আপাততঃ যুদ্ধ রহিত কর্বের প্রস্তাব করিছি। আমি মণিপুরের রাজাকেও ভয় করি না, তার সেনাপতিদিগকেও ভয় করি না। মনে করি ত মণিপুর ছার খার করে চলে যেতে পারি। কাছাড়ের ভদ্রলোকেরা আমার অনুগত, কিন্তু তারা শালার অধীনে থাক্তে অপমান বোধ করে।

বিষ্ণু। তারা ত আর ছোটরাণীর প্রেমের অধীন নয় যে তার ভেয়ের অধীন হয়ে সুখ পাবে।

বীর। আমি সেই জন্যে সন্ধির সূচনা কর্চি। এখন বোধ হচ্চে আমার এ আড়ম্বর করা পরামর্শ সিদ্ধ হয় নি।

বিষ্ণু। তখন কি না মাতাল হয়ে ছিলে।

বীর। আমি মদের বিদ্বেষী, আমার ঘরে মদ আসে না।

বিষ্ণু। জন্মায়।

বীর। কোথায়?

বিষ্ণু। ছোট রাণীর অধরে।

বীর। তবে আমি সুধাও পান করে থাকি।

বিষ্ণু। কোথায় ??

বীর। বড় রাণীর রসনায়।।

বিষ্ণু। তুমি পারিষদের সঙ্গে পরামর্শ কর্‌লে না, মন্ত্রীর মন্ত্রণায় কাণ দিলে না, সমরসভার উপদেশ নিলে না। কুহকিনী কাণে ফুঁ দিলে আর যুদ্ধ কর্‌তে বের্‌য়ে এলে।

বুড় বয়েসে নবীন নারী,
জ্বর বিকারে বিলের বারি।
আদ্‌মরা তার নয়ন বাণে
দেখ্‌তে পাইনে চকে কাণে।

বীর। সেনাপতি মণিপুরের রাজাকে সর্ব্বদাই অবজ্ঞা কর্‌তেন। তিনিই ত লিপির উত্তর স্বরূপ মূষিক শাবক পাঠ্‌য়েছিলেন।

বিষ্ণু। সেনাপতি ইঁদুর ভাতে ভাত রেধেছেন, এখন নরপতি আহার করুন।

বীর। তুমি ত আমার প্রসাদ নইলে খাও না, লেজ্‌টি তোমার জন্যে রাখ্‌বো, তুমি ডাঁটার মত কচ্‌মচিয়ে চিবিয়ে খেও।

বিষ্ণু। আমি কেন খেতে যাব। যে তোমায় এমন রান্না শেখালে সেই খাবে।

বীর। মণিপুরীরা জান্‌ত সেনাপতি মূষিক প্রেরণের মূল, সুতরাং আমার অতিশয় আশঙ্কা হয়েছিল মণিপুর শিবিরে সেনাপতির বিশেষ দুর্গতি হবে, কিন্তু সুখের বিষয় তিনি সেখানে সুখে আছেন।

বিষ্ণু। মণিপুর রাজার বড় মহত্ত্ব।

বীর। রাজার মহত্ত্ব নয়।

বিষ্ণু। তবে কার?

বীর। বীরকুল পূজনীয় শিখণ্ডিবাহনের। সকলে একমত হয়ে স্থির করেছিল সেনাপতির নাসিকায় মূষিক বেঁধে দোর দোর নিয়ে বেড়াবে, শিখণ্ডিবাহন বল্যেন "মৃত মৃগরাজকে পায় দলনা করা শৃগালের কার্য্য, বীরপুরুষের অবমাননা কাপুরুষের লক্ষণ; সেনাপতিকে সম্মানে রাখ্লে ব্রহ্মাধিপতির মূষিক প্রেরণের প্রচুর পরিশোধ হবে"। শিখণ্ডিবাহন সেনাপতিকে সহোদরস্নেহে আপন শিবিরে নিয়ে রেখেছেন। শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডিবাহন।

বিষ্ণু। সেনাপতিকে শিখণ্ডিবাহন যখন ঘোড়ার উপর তুলে নিলেন সে সময় তাঁর দারুণ পিপাসা, তিনি তখনই পিপাসায় প্রাণত্যাগ কর্‌তেন যদি শিখণ্ডিবাহন জিনের ভিতর হতে জল বার্ করে না খাওয়াতেন।

বীর। শত্রুর মুখে জলদান বীরত্বের পরাকাষ্ঠা।

বিষ্ণু। আমার রণকল্যাণী ত পাগ্‌লী; সেই সময় শিখণ্ডিবাহনের মাতায় পদ্মের মালা ফেলে দিলে।

বীর। বেস্ করেছে। রণকল্যাণীর মহৎ অন্তঃকরণের চিহ্ন এই। বীরত্ব শত্রুতেই হউক আর মিত্রেতেই হউক সমান পূজনীয়।

বিষ্ণু। কিন্তু সেনাপতির সেই দশা দেখা অবধি বাছা আমার বিরস বদন হয়ে আছে। রাত্‌দিন হেসে বেড়ায়, সেই অবধি বাছার মুখে হাসি নাই।

বীর। তাই বুঝি রণকল্যাণী আমার কাছে আসে না, পাছে আমি লজ্জা পাই।

বিষ্ণু। নীরদকেশী বল্যে রণকল্যাণী মনে বড় ব্যথা পেয়েছে; কেবল একা বসে ভাবে, সময়ে নায় না, সময়ে খায় না, রেতে চকের পাতা বুজে না।

বীর। মা আমার বড় যুদ্ধপ্রিয়। আমার কাছে বস্‌লে কেবল যুদ্ধের গল্প হয়। মহাভারত রামায়ণ রণকল্যাণীর মুখস্থ। সে দিন বল্‌ছিল অর্জ্জুনের চাইতে কর্ণের বীরত্ব অধিক, ইন্দ্র আর নারায়ণ সহায়তা না কল্যে অর্জ্জুন কর্ণকে মার্‌তে পার্‌তেন না। লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়্‌লে রামচন্দ্রের বিলাপ বর্ণনা করে, আর রণকল্যাণীর পদ্মচক্ষে জলের উদয় হয়।

বিষ্ণু। রণকল্যাণীর যুদ্ধ দেখ্‌তে বড় সাধ্।

বীর। রণকল্যাণী যখন চার বছরের তখন একদিন আমার কিরীট মাতায় দিয়ে আর আমার তলয়ার দুই হাতে ধরে বলেছিল “বাবা আমি তোমার ধন্নে নলাই কলি”।

বিষ্ণু। তুমি কোলে করে আমায় এনে দেখালে।

বীর। কাছাড়ের যুদ্ধ উপস্থিত শুনে রণকল্যাণী বল্যে বাবা আমি যুদ্ধ দেখ্‌তে যাব। সেই জন্যে সপরিবারে কাছাড়ে এলেম্। রণকল্যাণী আমার যে আব্‌দার নেয় আমি তাই করি। শ্বেতহস্তীরজন্যে আমায় পাগল করে দিচ্‌লো কত কষ্টে শ্বেতহস্তী জুট্‌য়ে ছিলেম।

বিষ্ণু। এখন একটী মনের মত পাত্র জুট্‌লে বাঁচি।

বীর। সেত আর তোমার আমার হাত্ নয়।

বিষ্ণু। কত পাত্র এল, কত পাত্র গেল।

বীর। অপাত্রে বিবাহ হওয়া অপেক্ষা চিরকুমারী থাকা ভাল। মেয়ের মনোমত পাত্র পেলেই বিয়ে দেব।

বিষ্ণু। সেটা মুখের কথা, কাযের সময় বলে বস্‌বে রাজ-নিয়ম অতিক্রম করে কি কুলাঙ্গার হব।

বীর। কু পিতা হওয়া অপেক্ষা কুলাঙ্গার হওয়া ভাল।

বিষ্ণু। কুলের গৌরবে কত পিতা প্রতিকূল,
না বিচারি বালিকার জীবনের হিত,
অবহেলে ফেলে কন্যা কমল কলিকা,
অবিরত পাপে রত অপাত্র অনলে।
দুহিতা স্নেহের লতা জানে ত জনক,
তবে কেন কুলমান অভিমান বশে
সম্প্রদানে স্বর্ণলতা শমনে অর্পণে ?
সুযতনে তনয়ায় বিদ্যা কর দান,
সদাচারে রত রাখ দেহ ধর্ম্ম জ্ঞান।
পরিণয় কালে তায় দেহ অনুমতি,
আপনি বাছিয়া লতে আপনার পতি।

রণকল্যাণীর প্রবেশ।

রণ। বাবা মন্ত্রী মহাশয় এই লিপি খানি আপনার হাতে দিতে বলেছেন। বোধ হয় মনিপুর-রাজার লিপি।

বীর। (লিপি গ্রহণ।) আমি রাজসভায় যাই।

বিষ্ণু। এত ব্যস্তই কি ?

রণ। বাবা পত্র খান পড়ুন না।

বীর। রণকল্যাণীর আব্‌দার শুন।

বিষ্ণু। আমারও শুন্‌তে ইচ্ছা হচ্চে।

বীর। রণকল্যাণী তোর ইচ্ছে কি, "নলাই" না সন্ধি ?

(রণকল্যাণী লজ্জাবনত মুখী।) কথা কওনা কেন মা? তুমি যে ছেলেকালে বল্‌তে "বাবা তোমার থন্নে নলাই কলি"।

বিষ্ণু। রণকল্যাণীর কি হয়েছে। ওঁর সঙ্গে এত গল্প করেন, এত রূপকথা বলেন, এখন একটা কথার জবাব্ দিতে পারেন না।

বীর। রণী যা বল্‌বে তাই কর্‌ব। যুদ্ধ না সন্ধি?

রণ। সন্ধি।

বীর। তুই ভয় পেইচিস্!

রণ। না বাবা। আমাদের যে পদাতি আছে আমরা মণিপুর তুলে ব্রহ্মদেশে নে যেতে পারি।

বীর। দেখ্‌লে রণীপাগ্‌লীর কেমন সাহস। তবে যে সন্ধি কর্‌তে বল্‌চিস্।

রণ। এই পত্রে হয়্‌ত সন্ধির কথা লেখা আছে।

বীর। তুমি পড় আমরা শুনি।

রণ। (লিপি গ্রহণানন্তর পাঠ।)

পুণ্য পুঞ্জ বিভুষিত মহাবল পরাক্রমশালী
রাজশ্রীমহারাজ বীর ভুষণ ব্রহ্মদেশাধিপতি
অখণ্ড প্রবল প্রতাপেষু।

ভ্রাতঃ।

আপনার অনুগ্রহ লিপি প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই সুখী হইলাম। অস্মদাদির প্রতীতি হইয়াছিল ব্রহ্মরাজধানীর নিয়মানুসারে লিপির দ্বারা লিপির উত্তর দেওয়া অতীব গর্হিত। কিন্তু পরাজয় পরবশ সমাগত ব্রহ্মসেনাপতির অনুকূলতায় অবগত হইলাম সে নিয়ম অভিমানান্ধতার জারজ, প্রকৃত রাজনিয়ম নহে।

আপনি সপ্ত দিবসের নিমিত্ত সমর রহিত রাখিবার প্রার্থনা করিয়াছেন। সম্মান সহকারে পরমসুখে ভবদীয় প্রার্থনায় সম্মতি দিলাম। আপনি যদি রাজনীতি প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ না হয়েন, সপ্তদিবসের নিমিত্ত কেন চিরকালের জন্য সমরানল নির্ব্বাপিত করিতে আমি প্রস্তুত। সন্ধি সম্পাদন সম্বন্ধে অস্মদের অখণ্ডনীয় প্রস্তাব—কাছাড় সিংহাসনে শ্যালক মহোদয়ের পরিবর্ত্তে শ্রীমান্—শ্রীমান্—

বীর। তার পর।

রণ। বড় জড়ানে লেখা।

বীর। দেখি—(লিপি পাঠ।)

শ্রীমান্ শিখণ্ডি বাহনের অধিবেশন।

রাজশ্রীগম্ভীর সিংহ।

কখন হবে না। আমার জেদ্ যদি না রইল তাঁরও জেদ্ থাক্‌বে না—" অখণ্ডনীয় প্রস্তাব "।

বিষ্ণু। তবে যে তুমি বল্যে " শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডিবাহন "।

বীর। শিখণ্ডিবাহন জারজ। কাছাড়ের একজন প্রধান অমাত্য আমায় বলেচে ওর বাপের ঠিক্ নাই।

বিষ্ণু। তুমি ত আর তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্চ না।

বীর। জারজকে মেয়ে দিতে পারি কিন্তু রাজ্য দিতে পারি না।

বিষ্ণু। এটা জেদের কথা।

বীর। কাছাড়ের প্রজারা আপত্তি কর্‌বে।

[বিষ্ণুপ্রিয়া এবং বীরভূষণের প্রস্থান।

রণ। শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি—“শ্রীমান্ শিখণ্ডিবাহনের অধিবেশন—” আমার কি রাজরাণী হতে বাসনা—তা হলে ত এত দিন হতে পার্‌তেম। আমার ইচ্ছা ধর্ম্মপত্নী হই। “শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডিবাহন”—বাবা আমার গুণগ্রাহী। মণিপুরের মহারাজ এত বড় লিপি লিখ্‌লেন আর সুশীলা শিখণ্ডিবাহনের কেউ নয় এ সংবাদ টি লিখ্‌তে পার্‌লেন না।

অবলা রমণী অরবিন্দ মনে
কত কীটক ভীষণ, ভীত গণে।
বিপদে ললনা কি উপায় করে,
কুল-পিঞ্জর-কন্দর কেশ ধরে।
অভিলাষ সদা অভিরাম জনে,
পথ সঙ্কুল কণ্টক রীতি গণে।
কুররী নয়নে কত কাঁদি বসে,
নাহি আপনি আপন ভাব বশে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক। কাছাড়। শিখণ্ডিবাহনের শিবির।

শিখণ্ডিবাহনের প্রবেশ।

শিখ। ব্রহ্মেশ্বর আমাকে জারজ বলেছেন—ব্রহ্মাধিপতি সেই ইন্দীবর নয়না অরবিন্দ মুখী রণকল্যাণীর পিতা—অবধ্য। ব্রহ্ম নরপতির প্রতি আমার বিদ্বেষ নাই—আমার কঠিন কৃপাণ কলেবরে সুকোমল কমলরাজি বিকসিত হয়েছে। যুদ্ধে জলাঞ্জলি—জীবনেও বা দিতে হয়। নীলাম্বুজ নয়নার অম্বুজমালা আমাকে জীবিত রেখেছে। হে ব্রহ্মেশ্বর! আমার পূজনীয় তরবারি তোমার পাদপদ্মে নিপাতিত কর্লাম—কাছাড় রাজ্য তোমাকে দিলাম—পৃথিবী তোমাকে দিলাম—অমরাবতী তোমাকে দিলাম—বিষ্ণুলোক তোমাকে দিলাম—ব্রহ্মলোক তোমাকে দিলাম—তুমি এক মহূর্ত্তের নিমিত্ত তোমার কল্যাণময়ী রণকল্যাণীর মুখ চন্দ্রমা আমাকে দেখিতে দাও। কবি বিরচিত ইন্দীবরাক্ষী সংসারে বিরাজমানা। ব্রহ্ম সেনাপতি বল্যেন রাজা, রাজপুত্র, রণকল্যাণীর মনে ধরে নি—রণকল্যাণী অবিবাহিতা।

রাজা, শশাঙ্কশেখর, সমরকেতু এবং সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌমের প্রবেশ।

রাজা। শিখণ্ডিবাহন তুমি এমন ম্রিয়মান কেন? তোমার বীরত্ব-বিস্ফারিত নয়ন উজ্জ্বলতাহীন—তোমার সুবচনগর্ভ রসনা অবশ—তুমি কি শত্রুর কটূক্তিতে সঙ্কুচিত হয়েছ?

শিখ। আজ্ঞে না।

সর্ব্বে। অসম্ভব নয়। শত্রুর শস্ত্র অঙ্গ বিক্ষত করে, শত্রুর কটূক্তিতে হৃদয় বিকল।

সম। আমরা সন্ধি করিব না—আমরা যুদ্ধ দ্বারা পণ রক্ষা করিব। দুর্ম্মতি ব্রহ্মাধিপতি সম্যক্ পরাজিত হয়েও স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই—এত বড় আস্পর্দ্ধা, মণিপুর মহারাজের সহকারী সেনাপতি বিজয় মণ্ডিত শিখণ্ডিবাহনকে জারজ বলে। সাতদিন পরে সমর আরম্ভ হউক; শিখণ্ডিবাহন যেমন সেনাপতিকে পরাজিত করে শিবিরে এনেচেন আমি তেমনি দাম্ভিক ব্রহ্মভূপতিকে মহারাজের শিবিরে আনয়ন কর্‌ব। আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি আমি সন্ধি চাই না যুদ্ধ চাই। ব্রহ্মভূপতি বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করে শিখণ্ডিবাহনকে সিংহাসনে সংস্থাপন করিতে স্বীকৃত হন, সন্ধি, নতুবা যুদ্ধ—যুদ্ধ, যুদ্ধ, যুদ্ধ। সমকক্ষ সম্রাটে সম্রাটে সন্ধি হয়, পরাজিত পামরের সঙ্গে সন্ধি শশবিষাণের ন্যায় অসম্ভব। পরাজয়-পরিপীড়িত ভূপতির সন্ধির প্রস্তাব করা নিতান্ত অসংগত—প্রাণ ভিক্ষা প্রার্থনা করাই তার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

শশা। আমরা জয়লাভ করিচি, ব্রহ্মসেনাপতি আমাদের শিবিরে আবদ্ধ রয়েছেন, আমাদের উতলা হইবার প্রয়োজন কি। ব্রহ্মেশ্বর একটি কৌশল অবলম্বন করেছেন; তিনি স্বয়ং শিখণ্ডিবাহনকে জারজ বলেন না, তিনি কাছাড় রাজধানীর কতিপয় অমাত্যের দ্বারা এ আপত্তি উত্থাপন করায়েছেন। মণিপুর মহারাজের প্রতিজ্ঞা আছে প্রজার অনভিমতে কাছাড়ের রাজা মনোনীত করিবেন না; অতএব অমাত্য গণের আপত্তি খণ্ডনে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। সাত্‌দিন সময় আছে, সেনাপতি সমরকেতু যদি আমার সাহায্য করেন, শিখণ্ডিবাহন যে জারজ নয় তাহা আমি প্রমাণ করে দিতে পারি।

সম। দিতে পারি, কিন্তু দেব কেন? শিখণ্ডিবাহন ত ব্রহ্মাধিপতির কন্যার পাণিগ্রহণ কচ্চে না যে কুলজির আবশ্যক। তলয়ারে তলয়ারে মীমাংসা তাতে আবার জন্ম বৃত্তান্ত কি? বাহুবলে রাজ্য গ্রহণ তাতে জারজের কথা আস্‌বে কেন? অমাত্য গণের যদি কোন আপত্তি থাকৃত তাহলে তারা আবেদন পত্রে ব্যক্ত কর্‌ত। ব্রহ্মেশ্বরের কুপরামর্শে এ আপত্তির সৃষ্টি—খণ্ডন কর্‌তে ইচ্ছা করেন আমার আপত্তি নাই।

রাজা। মন্ত্রীর প্রস্তাবে আমি সম্মত।

সর্ব্বে। শিখণ্ডিবাহন যখন সেনাপতি সমরকেতুর নিকটে শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা কর্‌তেন তখন লোকে তাঁর জন্মকথা আন্দোলন করত, এখন শিখণ্ডিবাহনকে সকলে রাজার মত পূজা করে, কার্ সাধ্য সে কথা মুখে আনে। ব্রহ্মাধিপতির যে কুটিল স্বভাব আমাদের প্রমাণঅ গ্রাহ্য কর্‌তে পারেন।

সম। তলয়ারের প্রমাণ গ্রাহ্য কর্‌বেন।

[শিখণ্ডিবাহন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শিখ। লোকে বলে ব্রহ্মদেশ হতে সূর্য্যদেব ব্রহ্মমূর্ত্তি ধারণ করে উদয় হন—একথা অলীক না হবে, নইলে অমন প্রভাত সূর্য্যরূপিণী তপতি তুল্যা রণকল্যাণীর আবির্ভাব হল কেমন করে।

পরাণ কাতর, নবীন বাসনা
হৃদয়ে উদয়, অবশ রসনা,
পদ্মের প্রলম্ব দিলে পদ্মাসনা,
কি ভাবি জানিব কেমনে মনে।

প্রেম পরিপূর্ণ পূত পরিণয়,
মেদিনী মণ্ডলে মকরন্দ ময়,
সম্পাদিত শুভক্ষণে যদি হয়,
সুনীল নলিনী নয়না সনে।

মকরকেতন, বক্কেশ্বর এবং বয়স্য চতুষ্টয়ের প্রবেশ।

মক। ছল করে জেদ্ বজায় রাখ্‌বেন।

বক্কে। এক একটা ইঁদুর কলে পড়েও কুটুর কুটুর করে চাল ভাজা খায়। ব্রহ্মনরপতি কলে পড়েছেন তবু ছল ছাড়্‌চেন না।

শিখ। ব্রহ্মভূপতি আমাদের প্রস্তাবে অস্বীকার নন। বোধ হয় সন্ধি হবে।

বক্কে। তাহলে আমার রণসজ্জা ত বৃথা হবে। আমি যে অসিলতা উঠিয়েচি তা এখন ফেলি কোথা?

মক। কদলী বৃক্ষের বক্ষে।

বক্কে। না—পরশুরামের প্রাণসংহারের জন্যে শ্রীরামচন্দ্র যে বান টেনে ছিলেন তা ছাড়্‌লে পরশুরাম পঞ্চত্ব পেতেন। পরশু-রাম প্রাণভিক্ষা চাইলেন। রামচন্দ্রের উভয় শঙ্কট, এদিকে টানা বাণ রাখা যায় না, ওদিকে গোরিব ব্রাহ্মণের প্রাণনষ্ট। ভেবে চিন্তে পরশুরামের স্বর্গারোহণের পথে বাণটি নিক্ষেপ কল্যেন। আমি সেইরূপ কর্‌ব।

মক। তুমি কোথায় ফেল্‌বে?

বক্কে। মকরকেতনের শৈবলিনী রূপ স্বর্গারোহণের পথে।

মক। দাদা শৈবলিনীর সংবাদ শুনেছ।

শিখ। স্বৈরিণীর সংবাদে আমি কাণ দিই না।

মক। শৈবলিনী আমায় পরিত্যাগ করেছে।

বক্কে। বিচ্ছেদ বাঘের হাতে
প্রাণ বাঁচানো ভার,
খাঁচা খুলে কাদা খোঁচা
পাল্‌য়েছে আমার।

মক। দাদা এই লিপি খানি পড়, শৈবলিনীর কি উদার মন জান্‌তে পার্‌বে।

শিখ। আমি তার হাতের লেখা পড়্‌তে পারি না।

মক। আমি পড়ি। (লিপি পাঠ।)

প্রাণেশ্বর!

তোমাকে প্রাণেশ্বর বলিতে আর আমার অধিকার নাই, তবে অভ্যাস নিবন্ধন বলিতেছি। সহৃদয় মহদাশয় শিখণ্ডিবাহন তোমাকে যে ভৎর্সনা করেছেন তাহাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আমি তোমার প্রতি অহিতাচরণ করিতেছি। সুশীলা তোমার সহধর্ম্মিণী; সুশীলা তোমার স্নেহময় তনয়ের গর্ভধারিণী; তুমি সুশীলার হৃদয় মৃণালের পবিত্র পদ্ম, সে পদ্মে বিমোহিত হওয়া আমার স্বার্থপরতার পরাকাষ্ঠা।

ধর্ম্মশীলা সরল-স্বভাবা সুশীলার হৃদয়-মৃণাল ভঙ্গ করিয়া পবিত্র পদ্ম গ্রাস করিতে বারবিলাসিনীর মনেও করুণ রসের সঞ্চার হয়—আমি লোকাচারে বারবিলাসিনী বস্তুতঃ বারবিলাসিনী নই। আমি স্পষ্টাক্ষরে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলিতেছি আমি তোমাকে বিবাহিত পতি বলিয়া জানিতাম। আমি যে বারবি-

লাসিনী নই একথা আর কেহ বিশ্বাস করিবে না, কেনই বা করিবে, কিন্তু তুমি বিশ্বাস করিবে।

একশত বার, যাবজ্জীবন। (লিপি পাঠ।) আমি সুশীলার সরল মনে ব্যথা দিয়া মহাপাপ করিয়াছি। সেই পাপের পাবন স্বরূপ আপনার নির্ব্বাসন বিধান করিলাম। চতুর শিখণ্ডিবাহন পরিচারিকার মুখে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আমাকে এক তোড়া স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তোড়াটি পেটিকায় রহিল, তাঁহাকে প্রতি অর্পণ করিয়া বলিবে, বারবিলাসিনী, নীচকুলোদ্ভবা শৈবলিনী, যদি হৃদয় পেটিকার রত্নরাশি পরিত্যাগ করিয়া জীবিতা থাকে, সামান্য স্বর্ণাভাবে তার ক্লেশ হইবে না। আমি ভিখারিণীর বেশে প্রস্থান করিলাম। ইতি।

তোমার সংজ্ঞাশূন্য শৈবলিনী।

শিখ। এমন চমৎকার লিপি আমি কখন দেখিনি। শৈবলিনীর অতিশয় উচ্চ মন। আমি যদি আগে জান্‌তেম তোমার সঙ্গে একদিন তার নিকটে যেতেম।

মক। তুমি তার নাম কল্যে বেশ্যা বলে উড়্‌য়ে দিতে তা তার কাছে যাবে কেমন করে। এখন সে তপস্বিনী হয়ে বেরুয়ে গেল, এখন তোমার ইচ্চে হচ্চে তার সঙ্গে বাক্যালাপ কর।

বক্কে। আম্ শুক্‌য়ে আম্‌সি, জল শুক্‌য়ে পাঁক্,
বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী, আগুন মরে খাক্।

মক। দেখ দেখি দাদা, বক্কেশ্বর করুণ রসের সঙ্গে কৌতুক রস মিশ্রিত করে।

বক্কে। আনারসে লবণ কণা,

খেয়ে তৃপ্ত ভক্ত জনা।

প্রথ, বয়। তুমি যে এমন লিপি পেয়ে জীবিত আছ এই আশ্চর্য্য।

মক। আমার ত আর সে ভাব নাই। সে দিন মঙ্গল ঘটের সম্মুখে লক্ষ্মী জনার্দ্দনকে সাক্ষী করে সুশীলা আমার গলায় মালা দিয়েছে, সেই অবধি আমি সুশীলার একায়ত্ত।

শিখ। (দীর্ঘনিশ্বাস।) অমন করে মালা দিলে কে না বশীভূত হয়। সে কি পদ্মের মালা?

মক। পদ্মের মালা।

শিখ। জগৎ সংসারে রমণীরত্ন সাররত্ন। রমণী না থাকলে পৃথিবী অন্ধকার ময় হত। রমণী জীবন ধারণের মূল।

মক। কি দাদা প্রণয়ের পদ্ম কলিটি ফুট্‌লো নাকি? তোমার মুখে স্ত্রীলোকের এমন প্রশংসা কখন ত শুনি নি। সে দিন তুমি ব্রহ্ম রাজার অন্দর মধ্যে প্রবেশ করেছিলে, বোধ হয় স্বজাতি সূর্য্য প্রভা পেয়ে থাকবে।

শিখ। আমি শৈবলিনীর মনের উচ্চতা অনুধাবন কর্‌চি।

মক। শৈবলিনী সুশীলার হিতের জন্য সর্ব্বত্যাগী। আমি কি সাধে তার প্রণয়-পিঞ্জরে বদ্ধ ছিলেম। শৈবলিনীর বর্ণ-বিন্যাস টা দেখ্‌লেন্ ত। পত্র খান আর একবার পড়্‌ব।

বক্কে। আর পড়্‌তে হবে না, খেউ কল্যেই শিকারি কুকুর বলে বুঝা যায়। পণ্ডিত রেখে লেখা পড়া শেখালে বক্কেশ্বরও বিদ্যাবাগীশ হতে পারেন।

মক। দাদা স্বাক্ষর টা দেখেছেন "তোমার সংজ্ঞা শূন্য শৈবলিনী"।

বক্কে। তোমার ডঙ্কা মারা কলঙ্কিনী।

শিখ। প্রমদা স্বভাবতঃ প্রেমদা, বারাঙ্গনা হলেও মধুরতা শূন্য হয় না।

মক। বক্কেশ্বর তোমার সাধু শিখণ্ডিবাহনের ব্যাখ্যা শুন।

বক্কে। সুশীলা রাণীর জয়। সুশীলার কাছে শৈবলিনী-বধ কাব্য পাঠ কর্‌ব আর ভোল পূরে চন্দ্রপুলি খাব।

মক। শৈবলিনী কি তোমায় খেতে দিত না?

বক্কে। দিত কিন্তু ঔষধ গেলার মত খেতেম। শৈবলিনীর সন্দেস খাওয়া উচিত নয়।

দ্বি, বয়। তবে খেতে কেন?

বক্কে। ক্ষিদে পেত বলে।

সঙ্গদোষে ভাই,
বেশ্যা বাড়ী খাই,
গোট্‌ মজ্‌লে জিজির মজে সন্দেহ তার নাই।

মক। বক্কেশ্বর বড় জ্বালাচ্চ, মৃগয়ায় নিয়ে গিয়ে এর শোধ দেব।

বক্কে। হদ্দ গয়া হবে আর কি?

মক। দাদা তুমিই আমার চরিত্র সংশোধনের মূল, তুমি যদি আমায় ভাল না বাস্‌তে তা হলে আমি ছারখারে যেতেম্‌।

[শিখণ্ডিবাহন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শিখ। মকরকেতনের কাছে ধরা পড়েছিলাম আর কি—

মকরকেতনের যেমন মিষ্ট স্বভাব তেমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি—ওর কাছে আমার মনের ভাব ব্যক্ত করা উচিত, ওর মত বিশ্বাসী বন্ধু আমার আর কে আছে। সুশীলার সুখের সীমা নাই—পদ্মের মালা বড় পয়মন্ত—পদ্মের মালা ছড়াটি একবার গলায় দিই। (গলদেশে পদ্মের মালা প্রদান।)

একজন পদাতিকের প্রবেশ।

পদা। এক মাগী বৈষ্ণবী আপনার কাছে আস্‌তে চায়।

শিখ। তোমরা কি যুদ্ধ শিবিরের রীতি জান না, যে সে আস্‌তে চাইবে আর আমায় এসে সংবাদ দেবে? তোমরা তাকে অম্‌নি অম্‌নি বিদায় করে দিতে পার নি। ভিক্ষা চায় ভিক্ষা দিয়া বিদায় করে দাও।

পদা। আমরা তাকে অম্‌নি অম্‌নি বিদায় করে দিতেম, কিন্তু সে আপনার পাগ্‌ড়ি এনেচে।

শিখ। আমার পাগ্‌ড়ি? আমার পাগ্‌ড়ি?

পদা। আজ্ঞা হাঁ।

শিখ। আস্‌তে দাও, একাকিনী আস্‌তে দাও।

[পদাতিকের প্রস্থান।

তবে রণকল্যাণী পাগ্‌ড়ি তুলে লন্ নি। আমি ভেবে ছিলেম মালা দান সুলক্ষণ, পাগ্‌ড়ি তুলে লওয়া তার পোষকতা।

সুরবালার বৈষ্ণবীর বেশে প্রবেশ।

সুর। গোপীজনমনোরঞ্জন, বৃষভানুদুলারীকালেনয়নাঞ্জন, ত্রিভুবন-ভব-ভয় ভঞ্জন, বৃন্দাবন স্বামী, তোঁহারি মঙ্গল করে। দরিদ্র বৈষ্ণবী দুখী হোঁ। হে গুণধাম মোরি মুখ পর্ আপ্‌কা

নেহারিয়ে? দর্পণ নহি, এহমে নেত্র হায়, নাক্ হায়্, কাণ্ হায়্, ওষ্ঠ হায়্, দন্ত হায়।

শিখ। তুমি কে?

সুর। ব্রজবালা।

শিখ। কুলবালা।

সুর। (গলদেশ অবলোকন করিয়া।) কুলবালার কমল মালা।

শিখ। সুরবালা।

সুর। সোনার বালা।

শিখ। কার হাতের?

সুর। আজো কারো হাতে পড়েনি।

শিখ। তোমার বেশে বেস্ ঢাকে নি। তোমার অধর কোণে হাসি রাশ বেঁধে রয়েছে। আর বঞ্চনা কর কেন আমায় পরিচয় দাও।

সুর। আমি ভিক্ষা জীবি বৈষ্ণবী, ভেকের জন্যে ভেসে বেড়াচ্চি!

শিখ। ভেক্ কেন নাও না?

সুর। মানুষ কই?

শিখ। মোট্ বইবের মানুষ জোটে আর তোমার ভেকের মানুষ জোটে না?

সুর। বাঁশবাগানে ডোম্ কাণা,
দেখি সব্ শালারা গুণ্ টানা,
আছে একটী নিধি মনের মত,
তার গুণের কথা কইব কত,

সে রণ করে রমণী মারে,

পালায় লয়ে পদ্ম হারে।

শিখ। আমি কি এক শালা ?

সুর। তা নইলে সিংহাসনে উঠ্‌তে চাও।

শিখ। আমার সহোদরা নাই।

সুর। শূরতা আছে।

শিখ। তুমি কি পাগ্‌ড়ি দিতে এসেচ ?

সুর। পাগ্‌ড়িও দেব পাগ্‌ড়ির বায়নাও দেব।

শিখ। কাকে ?

সুর। উষ্ণীষরচয়িত্রী শিল্পকারবালা সুশীলাকে।

শিখ। সুশীলা সেনাপতি সমরকেতুর সরলস্বভাবা দুহিতা, যুবরাজ মকরকেতনের সহধর্ম্মিণী, আমার ধর্ম্মভগিনী।

সুর। চিরজীবিনী হন্।

শিখ। তুমি সুশীলার প্রতি যে বড় সদয়।

সুর। সুশীলা মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র জানেন।

শিখ। বোধগম্য হল না।

সুর। সুশীলার নামটি শিলাখণ্ডবৎ প্রচণ্ডবেগে এক কুমারীর মস্তকে পতিত হয়েছিল। তিনি সেই অবধি মূর্চ্ছিতাবস্থায় আছেন। সুশীলা শিখণ্ডিবাহনের ভগিনী শুন্‌লে পুনর্জীবিতা হবেন।

শিখ। নামে এমন ভয় ?

সুর। শিখণ্ডিবাহনের শিরোভূষণে লেখা বলে।

শিখ। তাতে হল কি ?

সুর। তাতে হল সুশীলা শিখণ্ডিবাহনের মাগ্‌।

শিখ। শিখণ্ডিবাহনের গুরুকন্যা, ধর্ম্মভগিনী।

সুর। তা আমরা জান্‌ব কেমন করে? আমাদের দেশে মাগ্ মাতায় করা রীতি আছে, ভগিনী মাতায় করা রীতি নাই।

শিখ। ব্রহ্মসেনাপতি আমায় বল্যেন রাজকন্যা রণকল্যাণীর সহচরী সুরবালা যেমন মিষ্টভাষিণী তেমনি বিদ্যাবতী। তার প্রমাণ পেলেম।

সুর। আমায় আপনি জোর করে স্বর্গে তুল্‌চেন। আমি স্বর্গমহিলা নই।

শিখ। তুমি স্বর্গের সেতু।

সুর। তা হলে সকলেরই হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গ হবে।

শিখ। কেন?

সুর। আমি ফুলের ভর্‌টি সইতে পারি না।

শিখ। তবে আমায় ফুলের মালা দেওয়া হল কেন?

সুর। সুপাত্র ভেবে।

শিখ। কমলমালা কখন পারিজাতমালা, কখন কাল ভুজঙ্গিনী।

সুর। পারিজাতমালা কখন্?

শিখ। যখন ভাবি মালাদান পরিণয়ের চিহ্ন।

সুর। কালভুজঙ্গিনী কখন্?

শিখ। যখন ভাবি আমার রাজবংশে জন্ম নয়।

সুর। রাজবংশে জন্ম হলে রাজবংশী হয়। অনেক রাজবংশী নিরাশ সাগরে নৌকার দাঁড়ি হয়েছেন। রাজবংশস্রষ্টার করে প্রাণ সমর্পণ।

শিখ। সুরবালা! তুমিও মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র জান।

সুর। শুভকার্য্য প্রায় সম্পাদন। বিশ্বেশ্বর পাত্ পেতে বসে, অন্নপূর্ণা অন্নহস্তে দণ্ডায়মানা, বাকি ভোজন।

শিখ। তুমি তার মূল।

সুর। আমি ঘট্কী। এখন একটা দর্ দিলে প্রস্থান করি।

শিখ। আমি কেন দর্ দেব ?

সুর। যেমন কাল পড়েছে ; পূর্ব্বকালে পরিণয়ের হাটে কন্যা বিক্রয় হত, এখন ছেলে বিক্রয় হয়। এখন মেয়ের ত বিয়ে নয় সত্যভামার ব্রত করা, বরের ওজনে স্বর্ণদান, ষোলটাকার দর পাকা সোনা, কষে লব।

শিখ। তুমি আমায় বিনা মূল্যে কিনে লও।

সুর। তা হলে ক্রিয়া শুদ্ধ হবে না। কিছু মূল্য দিই।

শিখ। কি ?

সুর। পাগল করা পাগ্ড়িটি। (উষ্ণীষপ্রদান।)

শিখ। আমি যুদ্ধে জলাঞ্জলি দিইচি।

সুর। তবে এখন কচ্চেন কি ?

শিখ। বিরস বদনে,
সজল নয়নে,
বসিয়ে বিজনে,
নিরখি মনে।

সে বিধু বদন,
সে নীল নয়ন,

সে মালা অর্পণ,

আনন্দ মনে।

সুর। করিলাম পণ,

পাবে দরশন,

হইবে মিলন,

বিবাহ পাশে।

পাগল হৃদয়

যার জন্যে হয়

সে হলে সদয়

অমনি আসে।

শিখ। সুরবালা! এই পুস্তক খানি নিয়ে যাও। (পুস্তক দান।)

সুর। রণকল্যাণী "জয়দেব" প্রিয়া স্বপ্নে জান্‌লেন না কি ?

শিখ। সেনাপতি বলেছেন।

সুর। বৈষ্ণবী তবে ভিক্ষায় গমন করুক্।

শিখ। কবে আস্‌বে ?

সুর। আপনি এখন খুব্ পাগল্ হন্‌নি তাই "কবে" বল্‌চেন, পাগল্ হলে বল্‌তেন কখন্ আস্‌বে।

শিখ। আজ্ কি আস্‌তে পার্‌বে ?

সুর। বলুন না কেন আজ্ যাব।

শিখ। তা কি ঘট্‌তে পারে ?

সুর। সুরবালা না পারে কি?

[প্রস্থান।

চতুর্থগর্ব্ভাঙ্ক। কাছাড়। রাজধানীর অন্দরের কুসুমকানন।

রণকল্যাণীর প্রবেশ।

রণ। যার মন উচাটন তার্ কুসুমকাননে কর্‌বে কি। কেনই বা মন উচাটন হয়—এক হাতেত তালি বাজে না। এক হাতে তালি বাজে না বলেই ত মন উচাটন হয়। শিখণ্ডিবাহনকে দেখ্‌বের আগে আমি যে রণকল্যাণী ছিলাম, সে রণকল্যাণী আর হতে পাব না। হয় ত ভাল হব। জীবন টা একটানা স্রোতের তরণীর মত এক র্‌কম চলে যাচ্চিল বেস্। বড় ধাক্কা লাগ্‌ল—চড়ায় ঠেকেচে, গতি শক্তি হীন। আর কি নৌকা চল্‌বে? কেন মালা দিলেম? কি বীরত্ব, কি মহত্ব, কি সহৃদয়তা, কি অশ্বসঞ্চালন। শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডি-বাহন। আমি কি মালা দিলেম? মালা নিয়ে মন উড়ে গেল। না ঘটে নাই ঘট্‌বে, আর ভাব্‌তে পারিনে। চিরকুমারী হয়ে থাকুব। কিন্তু সে রণকল্যাণী আর হতে পাব না। না ঘট্‌বেই বা কেন? অমন্ ব্যস্ত তবু স্থিরনেত্রে আমায় নিরীক্ষণ কল্যেন। অমন্ ব্যস্ত তবু আমার সমক্ষে কমলমালা গলায় দিলেন। সুশীলা শিল্প-কারের মেয়ে। সুরবালা শীঘ্র আস্‌বে বলে গেল এখন এল না। সে যতশীঘ্র পারে আস্‌চে আমার বিলম্ব বোধ হচ্চে। প্রেম-পপিাসায় দণ্ডে দিন।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ, তাল কাওয়ালী।

কি হেরিলাম আহা মরি
কিবা রূপের মাধুরি,
আসিতে না পারি ফিরে এলেম ধীরে ধীরে ॥
দেখিতে রূপ প্রাণ ভরে,
পারি নাহি লাজভরে,
যদি বিধি দয়া করে,
পুনরায় দেখায় তারে,
লাজের মুখে ছাই দিয়ে
চাইব ফিরে ফিরে।

সুরবালার প্রবেশ।

সুর। বৃন্দাবন স্বামী তোঁহারি মঙ্গল করে, দরিদ্র বৈষ্ণবী, ভূখী হোঁ।

রণ। বৈষ্ণবীর বেশে এলে, মেয়েরা দেখ্‌লে বল্‌বে কি।

সুর। বল্‌বে সুরবালা ভেক্ নিয়েচে।

রণ। সমাচার কি ?

সুর। সুরবালা গর্ব্ভবতী।

রণ। তোমার পোড়ার মুখ।

সুর। এত সমাচার এনিচি, আমার পেটে ধচ্চে না।

রণ। বোধ হয় যমক হবে।

সুর। না, অনুপ্রাস।

রণ। সুশীলা কে?

সুর। সুশীলা শ্রীমান্ শিখণ্ডিবাহনের বনবিহঙ্গবাদিনী, বিজলিবরণা, বিমলেন্দুবদনা, বিলম্বিতবেণীবিভূষিতা, বিবাহিতা বনিতা।

রণ। অনুপ্রাসের জন্ম হল যে।

সুর। কিন্তু জারজ নয়।

রণ। জারজ না হলে তোমায় জীবিতা পেতাম না।

সুর। প্রসূতির কথায় তোমার বিশ্বাস হয় না?

রণ। তোমার আনন্দমাখা নয়ন বল্‌চে জারজ, তোমার হাসিবিকসিত অধর বল্‌চে জারজ, তোমার জারজ বল্‌চে জারজ।

সুর। এটা তোমার গরজ্।

রণ। এখন বল সুশীলা কে?

সুর। সুশীলা শিখণ্ডিবাহনের অভিসারিকা।

রণ। তোমার মরণ। তা আমি দেখ্‌লেও বিশ্বাস করিতে পারি না; শিখণ্ডিবাহন সংসারকাননে পুণ্যতরু।

সুর। রণকল্যাণী মুক্তিলতা।

রণ। সুরবালার মাতা।

সুর। অভিসারিকায় তোমার মন যায় না?

রণ। রঙ্গে ইতি কর।

সুর। তবে সত্য ইতিহাস বলি।

রণ। আদ্যোপান্ত।

সুর। শিখণ্ডিবাহন ভাই বড় চতুর। আমি এত গোপী-জনমনোরঞ্জন বল্যেম, এত বৃন্দাবনস্বামী তোঁহারি মঙ্গল

করে বল্যেম, কিছুতেই ভুল্যে না, আমায় খপ্ করে ধরে ফেল্যে।

রণ। তুমি অম্‌নি চেঁচিয়ে উঠ্‌লে?

সুর। আমি কি ঘটকালি কর্‌তে গিয়ে বিয়ে কল্যেম না কি?

রণ। তার পর।

সুর। বল্যে তুমি সুরবালা।

রণ। মাইরি?

সুর। সেনাপতির কাছে বসে বসে আমাদের সব খবর নিয়েছেন।

রণ। তবে তিনিও উচাটন।

সুর। তাঁর হার জিত দুই হয়েছে।

রণ। হার্‌লেন কিসে?

সুর। রণকল্যাণীর নয়নবাণে।

রণ। সুশীলা কে?

সুর। শিখণ্ডিবাহনের বন্।

রণ। তোমার মুখে ফুল চন্দন।

সুর। সহোদরা নয়।

রণ। তবে কি?

সুর। সুশীলা সেনাপতি সমরকেতুর মেয়ে, যুবরাজ মকরকেতনের স্ত্রী, শিখণ্ডিবাহনের গুরুকন্যা, ধর্ম্মভগিনী।

রণ। বল্যেন কি?

সুর। বল্যেন রণে জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল মনের নয়নে রণকল্যাণীর মুখাবলোকন কর্‌চি।

রণ। রণকল্যাণী ভাগ্যবতী।

সুর। রণকল্যাণীর কমলমালা অবিরল গলদেশে দিয়া আছেন।

রণ। রণকল্যাণীর জীবন সফল।

সুর। বল্যেন রাজবংশে জন্ম নয় বলে আশঙ্কা হয়।

রণ। রাজ বংশের সৃষ্টিকর্ত্তার মুখে একথা ভাল শুনায় না।

সুর। রণকল্যাণীর সম্প্রীতি জন্যে একখানি পুস্তক দিয়েছেন। (পুস্তকদান।)

রণ। জয়দেব। এ সেনাপতি বলে দিয়েছেন, তিনি আমায় পদ্মাবতী বলে উপহাস করতেন। এমন সুন্দর লেখাত ভাই কখন দেখিনি, যেন নবদূর্ব্বাদলশ্যামাবলি—

ললিত লবঙ্গ লতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে
মধুকর নিকর করম্বিত কোকিল কূজিত কুঞ্জ কুটীরে।

সুর। শিখণ্ডিবাহনের স্বহস্তে লেখা।

রণ। (পুস্তক বক্ষে ধারণ।) সুরবালা আমার সুখের সীমা নাই—সুরবালা আমার জীবনতরণী এত দিন পরে প্রেমসাগরে ভাস্‌ল—

সুর। তোমার চক্ষে জল কেন ভাই—আর ত কাঁদ্‌বের কারণ নাই। (আলিঙ্গন।)

রণ। সুরবালা তুমি আমার সহোদরা, তুমি আমায় বড় স্নেহ কর। আমার প্রাণ শুকুয়ে গ্যাছ্‌ল—তুমি আমার মৃত মুখে অমৃত দান কর্‌লে—আমি আনন্দে কাঁদি—

প্রাণ যারে চায়,
প্রেম পিপাসায়,

সে যদি আমায়,

আপনি চায়।

অখিল সংসার

সুখের ভাণ্ডার,

প্রেম পারাবার

ভাসিয়ে যায়।

সুর। মণিপুর শিবিরে রাসলীলার বড় ধুম।

রণ। রণজয়ের চিহ্ন।

সুর। রাজা অনুমতি দিয়েছেন, সাতদিন যুদ্ধ বন্ধ রইল, সকলে আনন্দ করে বেড়াও।

রণ। রাসমঞ্চ হবে কোথায়?

সুর। রাজার পটমণ্ডপের সম্মুখে। কি সুন্দর রাসমণ্ডপ প্রস্তুত করেছে যেন একটি রাজছত্র। চন্দ্রাতপটি সুগোল, লাল বর্ণ, তার ঝালরে তবকে তবকে পদ্মমালা। খুঁটি গুলি কাটের কি বাঁশের তা বল্‌তে পারি না। খুঁটির গায় পদ্মের মালা এমন ঘন করে জড়্‌য়ে দিয়েছে খুঁটির গা দেখা যাচ্চে না। রাসমণ্ডপের মধ্যস্থলে পদ্মের সিংহাসন। পদাতিক প্রহরী রয়েছে নইলে একবার রাধিকা হয়ে বসে আস্‌তেম।

রণ। কৃষ্ণ সাজ্‌বে কে?

সুর। রাজবাড়ীর রাসলীলায় যুবরাজ মকরকেতন কৃষ্ণ সাজ্‌তেন, তাঁর বিয়ে হয়েছে, এখন শিখণ্ডিবাহন কৃষ্ণ সাজেন।

রণ। রাধিকা?

সুর। রাজবালা।

রণ। রাজ বালা কে ?

সুর। নাগেশ্বরের রাজকন্যা, মণিপুররাজার ভাগিনী, রণ-কল্যাণীর সতীন।

রণ। সুরবালার শালী।

সুর। রাজবালা রাধিকা সাজ্‌তে রাজি নয়—

রণ। কেন ?

সুর। শিখণ্ডিবাহন কৃষ্ণ সাজ্‌বেন বলে।

রণ। শিখণ্ডিবাহনের উপর যে অভিমান ?

সুর। শিখণ্ডিবাহন যা কর্‌তে নাই তাই করেছেন।

রণ। কি ?

সুর। যাচা কন্যা কাচা কাপড় পরিত্যাগ।

রণ। তা হলে সুশীলা রাধিকা হবে।

সুর। তুমি স্বপ্ন দেখ্‌ছ না কি ? সুশীলার যে বিয়ে হয়েছে, বিয়ের পর মেয়েরা ত রাসলীলায় সাজে না।

রণ। তবে তুমি রাধিকা সাজ।

সুর। সাজ্‌বে কেন ? যার শ্যাম সেই রাধা হবে।

রণ। সুরবালা শিখণ্ডিবাহনকে না দেখ্‌লে আমিত আর বাঁচিনে। চলনা কেন আমরা রাসলীলা দেখ্‌তে যাই।

সুর। এখন ত সন্ধি হয় নি।

রণ। আমরা পুরুষ সেজে যাব।

সুর। দুটি কম্‌লে বাচুর চাই।

রণ। তোমার কম্‌লে বাচুরে হবে না, তোমার জন্যে একটি ষাঁড় চাই।

সুর। তোমার জন্যে একটি হাতী চাই।

রণ। নিশ্চয় যাব।

স্থর। ধাত্রী যদি অনুকূল হন আমি আর একটি সংবাদ প্রসঙ্গ করি।

রণ। তুমি সাত্ ব্যাটার মা হও।

স্থর। তা হলে কি শরীরে কিছু থাকবে?

রণ। চিরযৌবনার ভয় কি?

স্থর। মহিলাশিবিরে গিয়েছিলেম। বেছে বেছে একটা বুড়ী দাসীকে বশীভূত কর্লেম। আমি বল্যেম এ মায়ি বৃন্দাবন-স্বামী তোঁহারি মঙ্গল করে। সে বল্যে "বৈষ্ণবঠাকুরাণি নমস্কার আমার বয়ের ছেলে হয় না কেন?" আমি বল্যেম তুই আঁতুড় বাঁধ্ আমি তোর বয়ের ছেলে করে দিচ্চি। ঝুলি হতে এক খানি ভাঙ্গা হলুদ বার্ করে বল্যেম, যশোময়ী মা যশোদা এই হরিদ্রা অঙ্গে লেপন করে পঞ্চামৃত ভক্ষণ করেছিলেন, এই হরিদ্রা বেটে তোর বয়ের পেটে মাখ্য়ে দে, হরিদ্রা শুষ্ক না হতে হতে উদরস্ফীত হবে। মাগী হরিদ্রা খানি আঁচলে বেঁধে ভ্যানর্ ভ্যানর্ করে পর্‌চে পাড়্তে লাগ্ল।

রণ। হরিদ্রা পেলে কোথা?

স্থর। যাবার সময় হরিদ্রা, কেলেধান, আতপচাল, গেঁটে কড়ি, কুমিরের দাঁত্ সংগ্রহ করে গ্যাছ্লেম।

রণ। তুমি এখন ভ্যানর্ ভ্যানর্ করে পর্‌চে পাড়।

স্থর। মণিপুর রাজার দুই রাণী ছিল। বড় রাণী মরে গিয়েছেন, ছোট রাণী বেঁচে আছেন। বড় রাণীর একটি ছেলে হয়। ছেলে ত নয় যেন চাঁপা ফুলের কলিটি; কপালে রাজদণ্ড। রাজপুরী আনন্দে উথ্লে উঠ্ল, রাজা স্বয়ং সূতিকাগারে এসে সুবর্ণকৌটার সহিত গজমতির মালা দিলেন। ছোটরাণী হিংসায় কাঁকুড় ফাটা। ধনমণি ধাত্রীর সহযোগে সোণার কটো শুদ্ধ

মতির মালা আর বড়রাণীর হৃদয় কটোর মতিটি নদীর জলে নিক্ষেপ কল্যেন। শোকে সূতিকাগারে বড়রাণীর প্রাণত্যাগ হল।

রণ। সপত্নীর দ্বেষ কি ভয়ঙ্কর !

সুর। কেউ কেউ বলে শিখণ্ডিবাহন বড় রাণীর সেই সোনার চাঁদ।

রণ। তা হলে কি এত দিন অপ্রকাশ থাকে।

সুর। ছোটরাণীর ভয়ে কেউ কি একথা মুখে আন্‌তে পারে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক। কাছাড়। শিখণ্ডিবাহনের পটমণ্ডপের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ।

রাজা শশাঙ্কশেখর এবং সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌমের প্রবেশ।

শশা। শিখণ্ডিবাহন যে তাঁর গর্ভজাত নয় তা তিনি স্বীকার করেছেন।

রাজা। ত্রিপুরাঠাকুরাণী আমার সমক্ষে আস্‌তে অসম্মতা কেন ?

শশা। তিনি শিখণ্ডিবাহন কে কোথায় কি প্রকারে প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা আমাদের কাছে বল্‌তে অস্বীকার, কিন্তু মহারাজ

জিজ্ঞাসা কল্যে অস্বীকার করতে পারবেন না বলে মহারাজের সম্মুখে আসতে অস্বীকার।

সর্ব্বে। ত্রিপুরাঠাকুরাণী সেনাপতি সমরকেতুকে বড় ভক্তি করেন, তাঁর কাছে কোন কথা গোপন করবেন না।

শশা। ত্রিপুরাঠাকুরাণী ভুবনপাহাড়ে শৈলেশ্বর দর্শন করতে গিয়েছেন সেনাপতি স্বয়ং তাঁকে আনতে গিয়েছেন।

রাজা। বোধ করি তাঁরা কাল্ আসতে পারেন।

পারিষদ্ চতুষ্টয়ের প্রবেশ।

প্র, পারি। শিখণ্ডিবাহন আর মকরকেতন বড় কৌতুক করেছেন। মৃগয়ায় বক্কেশ্বরকে ঘোড়া চড়্য়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

রাজা। পড়ে গেছে না কি?

প্র, পারি। আজ্ঞা না।

রাজা। তবে ভাল। বক্কেশ্বর পাগল্ হক্ যা হক্ ওর মনটি বড় ভাল।

দ্বি, পারি। বক্কেশ্বরের অজ্ঞাতসারে এঁরা পঞ্চাশ জন মণিপুরের অশ্বসৈনিককে ব্রহ্মদেশের অশ্বসৈনিক সাজ্য়ে বলে দিলেন, তাঁরা যখন মৃগয়ায় রত থাকবেন সৈনিকেরা তাঁহাদের আক্রমণ করিবে। শিখণ্ডিবাহন এবং মকরকেতন বেগে অশ্বসঞ্চালন করে পাল্য়ে আসবেন, বক্কেশ্বরের চক্ষুঃবন্ধন করে ব্রহ্মশিবিরের নাম করে মণিপুর শিবিরে ধরে আনবে।

শশা। বক্কেশ্বর ত ঘোড়া চড়ে না।

প্র, পারি। সে কি ঘোড়া চড়তে চায়, মকরকেতন অনেক যত্নে ঘোড়ার পিটে একটি গোঁজ্ বস্য়ে দিলেন তবে সে ঘোড়ায় উঠ্ল।

রাজা। বক্কেশ্বর যে ভীরু তার যদি প্রতীতি হয় যে তাকে ব্রহ্মশিবিরে ধরে এনেচে সে ভয়েতেই মরে যাবে।

মকরকেতন, শিখণ্ডিবাহন এবং বয়স্যপঞ্চের প্রবেশ।

মক। বক্কেশ্বরকে যখন সৈনিকেরা বেষ্টন করে চক্ষু বাঁধিতে লাগ্‌ল বক্কেশ্বরের যে কান্না, বল্যে "ও শিখণ্ডিবাহন! এই তোমার বীরত্ব! পাগল্‌টাকে শত্রুহস্তে ফেলে পালালে"।

শিখ। সৈনিকদের বল্যে "বাবা সকল! আমায় ছেড়ে দাও আমি যোদ্ধা নই, আমি পাচকব্রাহ্মণ। বাবাসকল তোমাদের মহারাজ সাত্‌ দিন যুদ্ধ বন্ধ রেখেছেন তাই আমি এত দূর এইচি, নইলে মহিলাশিবিরের সীমা অতিক্রম কর্‌তেম না"।

পদাতিকগণে বেষ্টিত অশ্বারোহণে বক্কেশ্বরের প্রবেশ।

বক্কে। বাবাসকল আমার ভাষা তোমরা না বুঝতে পার, আমার চক্ষের জলে ত বুঝ্‌তে পাচ্চ আমি তোমাদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাচ্চি।

প্র, পদা। রেরাণ্ডি বয়রাণ্ডি দেকুলাডুলা থেইলু, মেইটা মিটি মহিটা কের্‌কা কেল্টা ফাং ফুই, তেম্পূরাণ্ডি পেম্পেরালে পিণ্ডিলু।

বক্কে। আমি কেবল তোমাদের পিণ্ডি বুঝ্‌তে পাল্যেম। তোমাদের শিবিরে কি দোভাষী নাই।

প্র, পারি। এ বর্ব্বর কে?

বক্কে। আহা! মাতৃভাষার বর্ব্বরটিও মধুর। বাবা আমি কোথায় এলেম?

প্র, পারি। মহারাজ রাজাধিরাজ ব্রহ্মমহীপতির শিবিরে।

বক্কে। মহারাজ কোথায়?

প্র, পারি। তোমার সমক্ষে, যোড় করে প্রণাম কর।

বক্কে। আমি মস্তক নত করে প্রণাম করি। (মস্তক নত করিয়া প্রণাম।)

প্র, পারি। তুই ব্যাটা ভারি পাষণ্ড, মহারাজের নিকটে যোড় কর কর্‌তে পার না ?

বক্কে। যোড়কর কেন আমি যোড়পায় লাফ দিতে পারি। আমি দুই হাতে গোঁজ্ ধরে রইচি আমার যোড়্ কর কর্‌বের কি যো আছে ?

প্র, পারি। ঘোড়ার পাছায় খুব্ জোরে চাবুক্ মার ত, ঘোড়া টা ছুটে যাক্।

বক্কে। (চীৎকার শব্দে) বাবা পড়ে মর্‌ব, বাবা হাড় ভেঙ্গে যাবে, বাবা আমার পল্‌কা হাড়। (প্রগাঢ় রূপে গোঁজালিঙ্গন।)

প্র, পারি। মার না এক চাবুক। (অশ্বের পৃষ্ঠে চাবুক্ প্রহার, পদাতিকের অশ্বের বল্‌গা ধরিয়া বেগে অশ্ব সঞ্চালন।)

বক্কে। সাত্ দোহাই মহারাজ, ব্রহ্মহত্যা হয়, পড়্‌লেম, পড়্‌লেম, শালার ব্যাটা শালাদের মায়া দয়া কিছু নাই। (অশ্ব হইতে পদাতিকদ্বয়ের হস্তে পতন)।

রাজা। (জনান্তিকে) নীরব হয়ে রইল যে, পঞ্চত্ব হল না কি ?

বক্কে। বাবা তোমাদের শিবিরে যদি বৈদ্য থাকে, ডেকে আমার হাত টা দেখাও, আমার বোধ হয় নাড়ী ছেড়ে গিয়েছে; হাড় গুলি বোধ হয় আস্ত আছে। (হাড় টিপিয়া দেখন।)

দ্বি, পারি। তোর আছে কে ?

বক্কে। আমার তিন কুলে কেউ নাই। আমি ধর্ম্মের ষাঁড়; নাম বক্কেশ্বর।

দ্বি, পারি। তবে এক খান তলয়ার পেটে পূরে দিয়ে ব্যাটাকে মেরে ফেল্।

বক্কে। সাত্ দোহাই বাবা, পেটের ভিতর তলয়ার পূরে দিলে নাড়ী কেটে যাবে। আমার কাঁদ্‌বের লোক আছে।

দ্বি, পারি। কে আছে ?

বক্কে। আহা মরি, বিচ্ছেদে প্রাণ ফেটে যায়। এত ভাল বাসা, এমন মধুর স্বভাব, এমন কোমলাঙ্গ, এমন শ্বেতারবিন্দ বর্ণ, সকলি ব্যর্থ হল।

দ্বি, পারি। কার কথা বল্‌চিস্।

বক্কে। আহা! আমা অবর্ত্তমানে হৃদয়বিলাসিনী আমার কার মুখ পানে চাইবেন ? আহা আমা অবর্ত্তমানে আদরিণীকে কে তেমন আদর কর্‌বে ?

দ্বি, পারি। তার নাম কি ?

বক্কে। চন্দ্র পুলি।

তৃ, পারি। তুই আমাকে চিনিস্ ?

বক্কে। যাকে চিনি না, তাকে চক্ষু খোলা থাক্‌লেও চিন্‌তে পারি না, এখন ত চক্ষু বাঁধা।

তৃ, পারি। আমি কাছাড়ের নবাভিষিক্ত নবীন রাজা।

বক্কে। চিন্‌লেম, আপনি শ্যালক-কুলতিলক—

তৃ, পারি। ব্যাটাকে মশানে নিয়ে কেটে ফেল্ আমাকে এমন কথা বলে।

বক্কে। বাবা তুমি মাতুল মহাশয়।

তৃ, পারি। তবে যে শালা বল্লি।

বক্কে। অভ্যাস বশতঃ।

তৃ, পারি। তোমায় আমি ব্রহ্মদেশের জল খাওয়াব।

বক্কে। আপাততঃ একটু কাছাড়ের জল দাও মামা, আমি পিপাসায় মরি।

রাজা। (জনান্তিকে) জল দাও। (পারিষদ্ দ্বারা বক্কেশ্বরের সম্মুখে জল পাত্র রক্ষা।)

তৃ, পারি। জল দিয়েছে খানা, ভাব্‌চিস কি ?

বক্কে। মামার বাড়ী শুধু জলটা খাব।

তৃ, পারি। তবে চাস্ কি ?

বক্কে। কাহন টাক্ রসমুণ্ডি।

তৃ, পারি। হা কর্ আমি তোর গালে রসমুণ্ডি দিই।

বক্কে। মাতুল, আমি হা করে করে খাই তুমি দিতে থাক। যদি ছোটারে হয় তবে বুড়ি ধরণে দাও। (হা করণ।) কতক্ষণ হা করে থাক্‌ব। (রসমুণ্ডি ভক্ষণ।) বাবা, মামা জল দাও গলায় বাদ্‌চে। (জল পান।) মামা তোমার জন্মেরও ঠিক্ নাই হাতেরও ঠিক নাই, জলে মুখ চক্ ভাস্‌য়ে দিলে বাবা।

তৃ, পারি। বক্কেশ্বর, আর কিছু খাবি ?

বক্কে। আমার এক রকম খেয়ে তৃপ্তি হয় না। রকম ফের্ কল্যে ভাল হয়।

তৃ, পারি। তবে এক খান খির চাঁপা দিচ্চি প্রাণভরে খাও। (এক খান পুরাতন ছিন্ন পাদুকা বক্কেশ্বরের হস্তে প্রদান।)

বক্কে। (হস্ত দ্বারা পাদুকা স্পর্শ করিয়া।) মামা দেশ বিশেষে আহার ব্যবহার কত ভিন্ন হয়।

তৃ, পারি। কেনরে।

বক্কে। এ গুল আপনারা নিজে খান, আমাদের দেশে এ গুল কুকুরে খায়! আপনারা এরে বলেন খির চাঁপা, আমরা বলি ছেঁড়া জুত। (পাদুকা স্পর্শ করিয়া।) মামা খির চাঁপা যে মস্তক হীন; প্রসাদ করে দিলেন না কি ?

তৃ, পারি। তুই খানা,— খির চাঁপা বড় সুখাদ্য।

বক্কে। মামা আপনি কাছাড়ের রাজা হয়েছেন আপনাকে খির চাপা কিনে খেতে হবে না। একটু ইঙ্গিত কল্যেই প্রজারা আপনাকে খির চাঁপায় চাপা দিয়ে রাখ্বে।

তৃ, পারি। তোমার বড় নষ্ট বুদ্ধি। তোমাকে আমি কোড়া দিয়ে সরল করে দিচ্চি।

বক্কে। সাত্ দোহাই মামা, মেরনা বাবা, আমি রসমুণ্ডি খেতে পারি কিন্তু মার্ খেতে পারি না, মার গুল একটুও মুখপ্রিয় নয়। (এক ঘা কোড়া প্রহার। চীত্কার শব্দে।) বাবারে শালার ব্যাটা শালা মেরে ফেলেছে।

তৃ, পারি। তুই আমায় শালা বল্লি।

বক্কে। আপনি মাতুল মহাশয়, আপনাকে কি আমি শালা বল্‌তে পারি।

তৃ, পারি। তবে কারে বল্লি।

বক্কে। ঐ কোড়া গাছটাকে।

চতু, পারি। ওরে বর্ব্বর যোদ্ধাধম বক্কেশ্বর!

বক্কে। মহাশয় আমি যোদ্ধা নই, আমি শুধু বক্কেশ্বর।

চতু, পারি। তবে যে শুন্‌লেম তুমি মহিলাশিবিরের রক্ষক।

বক্কে। সেটা উভয়তঃ।

চতু, পারি। উভয়তঃ কি?

বক্কে। কখন মেয়েরা আমায় রক্ষা করেন, কখন আমি তাঁদের রক্ষা করি।

চতু, পারি। তবে তোমাকে কি গুণে মহিলাশিবির রক্ষক কল্যে?

বক্কে। রসবোধ কম বলে।

চতু, পারি। তোমাকে আমি গুটিকত সংবাদ জিজ্ঞাসা করি; যদি সত্য বল তোমার নিস্তার, নতুবা তোমার গলায় পাতর বেঁধে জলে ফেলে দেব।

বক্কে। আমি অসময়ে মিথ্যা বলিনা।

চতু, পারি। মিথ্যা বল কখন্?

বক্কে। প্রাণের দায়ে আর পেটের দায়ে।

চতু, পারি। তোমাদের রাজা কেমন?

বক্কে। মণিপুরের মহারাজা বদান্যতার বারিধি, পরাক্রমের হিমগিরি, যশের হরিণ-পরিহীন-হিমকর, ধর্ম্মের শ্বেতপুণ্ডরীক, প্রজা পালনে রামচন্দ্র, অরাতি দলনে পরশুরাম।

রাজা। (জনান্তিকে।) জিজ্ঞাসা কর কোন দোষ আছে কি না।

চতু, পারি। তুই আমাদের কাছে ভাটের মত গুণ বর্ণনা করতে এইচিস্? (কোড়া প্রহার।)

বক্কে। মেরে ফেল্যে বাবা, বড় লেগেচে। আমি দিব্বি কচ্চি বাবা, আর সত্য বল্‌ব না।

চতু, পারি। রাজার দোষ আছে কি না তাই বল্।

বক্কে। রাজার একটা দোষ আছে, সেটা কিন্তু মহৎ দোষ। সে দোষটা আজ কাল বড় লোকের মধ্যে সাধারণ।

চতু, পারি। কি দোষ?

বক্কে। বৌও।

[সলাজে রাজার প্রস্থান।

চতু, পারি। তোমাদের মন্ত্রী কেমন?

বক্কে। মন্ত্রীমহাশয় কুমন্ত্রণার জাম্বুবান্। জাম্বুবানের পরা-

মর্শেই রাজত্বের এত অমঙ্গল ঘট্‌চে। ঐ জাম্বুবানের কুমন্ত্রণায় আপনাদিগের এমত দুর্গতি হয়েছে।

চতু, পারি। তোদের সভাপণ্ডিত কিরূপ।

বক্কে। বিদ্যার কূপ। সাত বৎসরে শিবের ধ্যান মুখস্থ করেছেন। ব্যাকরণে বন্য কুক্কুট, শাস্ত্রমত আহার করা যায়। "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" করে তাঁরও নাম বেরিয়েছে, ছাত্রদেরও নাম বেরিয়েছে!

চতু, পারি। তাঁর কি নাম?

বক্কে। গৌতম।

চতু, পারি। ছাত্রদিগের?

বক্কে। সহস্রলোচন।

চতু, পারি। যুবরাজ মকরকেতনের বিষয় কিছু বল্‌তে পার?

বক্কে। ওটা পাগল, ছাগল, ভোগল। লম্পটের চূড়ামণি, উনি রাজা হলে প্রজারাও সব রাজা হবে।

চতু, পারি। কেন?

বক্কে। ঘরে ঘরে রাজ পুত্রের আবির্ভাব।

চতু, পারি। মকরকেতনের সঙ্গে শিখণ্ডিবাহনের সম্পার্ক কি?

বক্কে। খুড়ভগ্নীপতি।

চতু, পারি। ঠাট্টা? (কোড়া প্রহার।)

বক্কে। আপনাদের যেমন প্রশ্ন। মকরকেতন হল রাজ-পুত্র, আর শিখণ্ডিবাহন হল ছোটলোক; ওদের ভিতর আবার সম্পার্ক কি?

চতু, পারি। শিখণ্ডিবাহন না কি বড় যোদ্ধা!

বক্কে। তা মৃগয়ায় প্রমাণ হয়েছে। পাষণ্ডটা এমনি পাজি, গোরিব ব্রাহ্মণকে শত্রু-হস্তে ফেলে পালাল। লোকে বলে সেনাপতি সমরকেতুর প্রধান শিষ্য, প্রধান গর্ভস্রাব। ছোঁড়ারে ধরে এনে আপনারা শূলে চড়্‌য়ে দেন।

চতু, পারি। শিখণ্ডিবাহনের চরিত্র কেমন ?

বক্কে। আস্ত ছিল সম্প্রতি একটি বড় রকম ছিদ্র হয়েছে।

চতু, পরি। বিশেষ করে বল !

বক্কে। মকরকেতন রূপ শ্যাওড়া গাছে বহুকাল হতে শৈবলিনী রূপ একটী পেত্নী বাস করত। শিখণ্ডিবাহন চালপড়া খাইয়ে পেত্নীটে নাবালেন। শিখণ্ডিবাহন বড় বিশ্বাসঘাতক। মকরকেতন ওকে দাদা বলে। দাদার মত কাজ করেছেন। উপভাদ্রবধূর উপবঁধু হয়েছেন। রাত্রদিন সেই পচা পেত্নীর পাধোয়া জল খাচ্চেন।

চতু, পরি। প্রমাণ কি ?

বক্কে। তার দত্ত পদ্মমালা গলায় দিয়ে বসে থাকেন।

মক। তুরাতুণ্ডি কন্নকেণ্ডি কাকুণ্ডি। (বক্কেশ্বরের পৃষ্ঠে দুই কিল।)

বক্কে। মেরে ফেলেছে বাবা—শালার হাত যেন হাতুড়ি। তোমরা কিল্‌কে বুঝি কাকুণ্ডি বল ?

শিখ। চেপ্‌পাচণ্ডু চটচাত্‌। (বক্কেশ্বরের মস্তকে চপেটাঘাত)।

বক্কে। তোমাদের চটচাত্‌ বুঝি চপেটাঘাত ? তোমাদের ভাষাটা ঠেকে শিখ্‌চি।

মক। মুরারণ্ডি মুকি মুণ্ডু। (গলাটিপ।)

বক্কে। তোমাদের মুণ্ডু বুঝি গলাটিপ। বাবা চাপাচাপি কল্যে ভুলে যাব, তাতে আবার আমার মেধা কম্।

চতু, পারি। তুই এখন চাস্ কি ?

বক্কে। আমার চক্ষু খুলে দাও আমি রাজ দর্শন করে মনিপুর শিবিরে যাই।

চতু, পারি। তোমায় ছেড়ে দিতে পারি যদি তুমি অঙ্গীকার কর যে একটি মনিপুর মহিলা আমাদের নিকট পাঠ্‌য়ে দেবে।

বক্কে। একটা কেন, একটা মহিলা শিবির পাঠ্‌য়ে দেব।

চতু, পারি। আর তোমার ঘোড়াটা রেখে যেতে হবে।

বক্কে। ঘোড়াটাকে আমি বড় ভাল বাসি, ওর একটা বিশেষ গুণ আছে, ফেলে দিয়ে দাঁড়্‌য়ে থাকে। মহারাজের ইচ্ছা হয় রেখে যাচ্চি।

চতু, পারি। আর তোমার তলয়ার রেখে যেতে হবে।

বক্কে। যে আজ্ঞে।

চতু, পারি। আর তোমার নাসিকাটি রেখে যেতে হবে।

বক্কে। যে আজ্ঞে—আজ্ঞা না, ওটা সেখানে গিয়ে পাঠ্‌য়ে দেব।

মক। কুম্ভিকন্দা কাকুণ্ডি।

বক্কে। কি বাবা কাকুণ্ডি বল্‌চ যে, আর এক চোট কিল ঝাড়্‌বে না কি ?

মক। আমি তোমার চক্ষের বন্ধন মোচন করে দিই। (চক্ষের বন্ধন মোচন।)

বক্কে। বাবা চক্ষু বুঝি গিয়েছেন, অন্ধকার দেখ্‌চি যে—(সকলের মুখাবলোকন করিয়া।) আমি এখানে!

মক। বক্কেশ্বর এতক্ষণ কি কচ্চিলে!

বক্কে। তোমাদের বুকে বসে দাড়ি তুল্‌ছিলেম।

মক। কেমন জব্দ।

বক্কে। দশচক্রে ভগবান্ ভূত।

মক। কাকুণ্ডি আহার কর্‌বে ?

বক্কে। কিল্ গুলি বুঝি তোমার ? এমন খোস্‌খৎ আর কে লিখ্‌তে পারে। মহারাজ কোথায় ?

সর্ব্বে। রাজা মহাশয় তোমার কথাতে বড় সন্তুষ্ট হয়েছেন, তাই শুনেই বাড়ীর ভিতরে গিয়েছেন।

মক। সার্ব্বভৌম ঠাকুর্দ্দা গৌতম হয়েছেন।

সর্ব্ব। কিন্তু আমার অহল্যা নাই তোমার অহল্যাকে দিয়ে নাম রক্ষা কর্‌তে হবে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক। কাছাড়। রাজার পটমণ্ডপের সম্মুখ। রাসমণ্ডপ।

রাজা, শশাঙ্কশেখর, সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম, মকরকেতন, বক্কেশ্বর, পারিষদ্‌গণ, বয়স্যগণ এবং পদাতিকগণের প্রবেশ এবং উপবেশন।

রাজা। অতি পরিপাটি রাসমণ্ডপ নির্ম্মিত হয়েছে।

শশা। শিখণ্ডিবাহনের শিল্পনৈপুণ্য। শিখণ্ডিবাহন রাস লীলায় আমোদ কর্‌তেন না। কিন্তু এবার তাঁর সে ভাব নাই আনন্দে পরিপূর্ণ। রাসলীলা সুসম্পন্ন কর্‌বের জন্য বিশে যত্নবান্।

রাজা। শিখণ্ডিবাহন এমন ভয়ঙ্কর সমরে জয়লাভ করেছেন হৃদয় প্রফুল্ল না হবে কেন ?

সর্ব্বে। সকলেরই হৃদয় প্রফুল্ল হয়েছে।

রাজা। আমার হৃদয়-প্রফুল্লতা সম্পূর্ণ হয় নাই। যে দিন শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড়ের সিংহাসনে সংস্থাপন কর্‌ব সেই দিন আমার হৃদয়-প্রফুল্লতা সম্পূর্ণ হবে। সে দিন আমি স্বয়ং রাসমণ্ডপ প্রস্তুত কর্‌ব।

বক্কে। বক্কেশ্বর কৃষ্ণ সাজ্‌বেন।

রাজা। নৃত্যটা তোমার স্বভাবসিদ্ধ। তোমার হাঁট্‌নাই নাচ্‌না।

বক্কে। যখন রণবাদ্য হয় তখন আমি একা একা নৃত্য করি।

রাজা। কোথায়?

বক্কে। মহিলাশিবিরের পশ্চাতে।

রাজা। তোমাকে কাছাড়াধিপতির মন্ত্রী কর্‌ব।

শশা। উপযুক্ত জাম্বুবান্ বটে কেবল লাঙ্গুল অভাব।

বক্কে। মন্ত্রী মহাশয় লাঙ্গুলকাণ্ড অধ্যয়ন করেন নাই, তাই লাঙ্গুলের অভাবে আক্ষেপ কচ্চেন।

রাজা। লাঙ্গুলকাণ্ডে লেখে কি?

বক্কে। লঙ্কাকাণ্ডের পর শ্রীরাম চন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরূঢ় হলে মন্ত্রী জাম্বুবান্ বল্যেন ঠাকুর আমি কোথায় যাই। রামচন্দ্র বল্যেন্ তুমি মরে কলিতে রাজাদিগের মন্ত্রী হবে। জাম্বুবান্ বল্যেন কলিতে রাজসভায় মনুষ্যের মত বস্‌তে হবে কিন্তু কক্ষতলে লাঙ্গুল থাক্‌লে সেরূপ বসিবার ব্যাঘাত ঘটিবে। রামচন্দ্র বল্যেন জন্মান্তরে লাঙ্গুল স্থানভ্রষ্ট হবে, স্বস্থান পরিত্যাগ করে লাঙ্গুল মন্ত্রীদিগের মনের সঙ্গে মিশে যাবে। সেই জন্য মন্ত্রীদিগের মন লাঙ্গুলবৎ চিরবক্র।

রাজা। তবে তোমার মন্ত্রী হওয়া দুষ্কর।

বক্কে। কেন মহারাজ?

রাজা। তোমার মন অতিশয় সরল।

বক্কে। মন্ত্রী হলেই বাঁকা হবে।

প্র, পারি। ব্রহ্মাধিপতি বড় বিপদে পড়েছেন। তিনি বলেছিলেন কাছাড়ের অমাত্যেরা শিখণ্ডিবাহনকে জারজ বলে, এখন কোন অমাত্য সে কথা বল্‌তে স্বীকার কচ্চে না।

রাজা। সাত্‌ দিন গত হলেই সকল বিষয় মীমাংসা হবে।

খোল করতাল লইয়া বাদ্যকরগণের প্রবেশ এবং বাদ্য।

বক্কে। রাসলীলা নবনলিনী, খোলকরতাল তার কাঁটা।

সর্ব্বে। সখীগণ সমভিব্যাহারে রাধিকা সঙ্গীত কর্‌তে কর্‌তে আগমন কচ্চেন।

নেপথ্যে সঙ্গীত।

রাগিণী খাম্বাজ, তাল একতালা।

কি হল কাহাকে জিজ্ঞাসিব বল
কোথা গেল শ্যাম আমারি।
জান যদি বল আমাকে, তমাল, কোকিল,
ওরে শুক শারি।
হয়তো এসেছিল গুণমণি,
নাহি নিরখিয়া কুঞ্জে কমলিনী,
ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে চিন্তামণি
গিয়াছে আপনি আনিতে প্যারি।
অসিত নিশিতে নিকুঞ্জে আসিতে
নিশিতে মিশিল বুঝি নীলমণি।

ঘনশ্যামের, অনুমানি, ঘনশ্যামে
বাড়িল যামিনী যৌবন যামে।
ফিরে দাও ফিরে দাও গুণধামে
রজনি তোমার চরণে ধরি।

রণকল্যাণীর রাধিকাবেশে সুরবালার দূতীর বেশে এবং অপরাপর বালাগণের সখীবেশে প্রবেশ।

রণকল্যাণীর পদ্মাসনে উপবেশন।

পদ্মাসন বেষ্টন করিয়া সখীগণের নৃত্য।

সঙ্গীত। রাগিণী খাম্বাজ; তাল একতালা।

কি হল কাহাকে জিজ্ঞাসিব বল—ইত্যাদি।

রাজা। রাধিকার কি চমৎকার রূপ! এমন মুখের শোভা আমি কখন নয়নগোচর করি নাই। বাছার নয়নযুগল যেন দুটি নববিকাশিত ইন্দীবর। এ রূপরাশি লাবণ্যময়ী কমলিনী না জানি কোন্ ভাগ্যবানের দুহিতা।

বক্কে। কাছাড়নিবাসী ভাট্ বামনদের মেয়ে। ওরা দুজন এসেছে।

শশা। এমন মনোমোহিনী কমলিনী কস্মিন কালে কেহ দেখে নাই। আমার বোধ হয় আমাদের রাসলীলার কমলাসনে স্বয়ং কমলিনী বিরাজিতা।

সর্ব্বে। বাছার মুখচন্দ্রমা স্বভাবতঃ লজ্জাবনত। রক্তোৎপল-বিনিন্দিত ওষ্ঠাধর। সুকুমার-আভা-বিস্ফারিত-বিশাল-লোচন-দ্বয়ে দুটি সন্ধ্যা তারকা শোভা পাচ্চে। আমার বোধ হয় কমলাসনে সর্ব্বলোক ললামভূতা বিষ্ণুপ্রিয়া কমলা আবির্ভূতা।

প্র, পারি। কাছাড় প্রদেশে এমন অলৌকিক রূপলাবণ্য সম্পন্না রমণী রত্নের আবির্ভাব অসম্ভব; আমার বোধ হয় জনক-নন্দিনী জানকী পদ্মসিংহাসনে উপবেশন করেছেন।

বক্কে। আমার বোধ হয় ব্রহ্মরাজের রাজলক্ষ্মী পরাজয়ে লজ্জা পেয়ে বিজয়ী শিখণ্ডিবাহনকে সম্প্রীত কর্‌তে রাধিকার বেশে রাসলীলায় সমাগতা।

রাজা। বাছার কবরীচক্রে কমলমালা, গলদেশে কমলমালা, করকমলে কমলমালা, কমলাসনে উপবেশন; আমার বোধ হয় রাইকমলিনী "কমলেকামিনী"।

সকলে। কমলে কামিনী।

সর্ব্বে। মহারাজ অতি রমণীয় নাম দিয়েছেন—রাইকমলিনী "কমলে কামিনী"।

বক্কে। লীলার সময় যায়।

সুর। প্যারি! প্রেমবিলাসিনি! পীতবাস-হৃদয়াম্বুজবাসি-নি! সাত আদরের কমলিনি! পাগলিনীর ন্যায়, মণিহারা ফনি-নীর ন্যায়, যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায়, যোড়া ভাঙ্গা কপোতীর ন্যায়, বিষণ্নমনে, বিরস বদনে, জলধারাকুললোচনে, বিজন বিপিনে, একাকিনী যামিনী যাপন কর্‌তে হল।

রণ। দূতি শিখ—(লজ্জাবনত মুখী।)

সুর। শিখিপুচ্ছ চূড়া শিরে বল্‌তে বল্‌তে চুপ কল্যে কেন?

রণ। দূতি কৃষ্ণের চরণারবিন্দে আমি কুল দিয়েছি, মান দিয়েছি, সরম্ দিয়েছি, সুনাম দিয়েছি, যৌবন দিয়েছি, জীবন দিয়েছি; কৃষ্ণ আমার কত যত্নের নিধি তা আমি জানি আর আমার প্রাণ জানে।

সুর। প্যারি, প্রেমময়ি, অবোধিনি! তুমি কালের মত কার্য্য

কর নাই। তুমি সাত্‌রাজার ভাণ্ডার দিয়ে মাণিক ক্রয় কল্যে, তোমার হাতে এসে বেলে পাতর হল, তুমি কিন্‌লে কোকিল, তোমার পিঞ্জরে এসে হল কাক; তুমি সাধুর মূল্য দিলে হয়ে পড়্‌ল লম্পট। তুমি বহুমূল্য দানে রত্ন ক্রয় কর্‌বের সময় কাহাকে জানালে না, কাহাকে দেখালে না, একবার যাচাই করে নিলে না।

রণ। সখি, পরের চক্ষে কি প্রেম হয়, মনোমধ্যে সন্দেহের অণুমাত্র সঞ্চার হলে কি মন বিমোহিত হয়। সখি আমার শ্যাম-সুন্দর মদনমোহন কি যাচাই কর্‌বের রত্ন? আমি দেবতাদুর্ল্লভ নবদূর্ব্বাদলরুচি যশোদাদুলালকে নিরীক্ষণ কর্‌লেম আর আমার হৃদয় বিমুগ্ধ হয়ে গেল, অমনি পরমানন্দ সহকারে বরমাল্য প্রদান কল্যেম।

সুর। প্যারি! তুমি কৃষ্ণের কুহকে পতিতা হয়েছিলে, তোমায় ইন্দ্রজালে বশীভূতা করেছিল, তোমার সর্ব্বস্বধন ভুলায়ে লয়ে গিয়েছে।

রণ। সখি! ত্রিভুবননাথ চক্রপাণির কুহকচক্রে অখিল-ব্রহ্মাণ্ড বিমোহিত, আমি অবলা কুলবালা সেই চক্রপাণির কুহকে ভ্রমপ্রমাদে পতিত হব আশ্চর্য্য কি? কিন্তু সখি বল্‌তে কি আমার ভ্রম হয় নাই, আমার সর্ব্বস্বধনের বিনিময়ে আমি তার সহস্রগুণে ধন প্রাপ্ত হয়েছিলেম; ভূলোক, নাগলোক, গন্ধর্ব্ব-লোক, দেবলোক, ব্রহ্মলোক যে পদ সহস্রবৎসর কঠোর তপস্যা করে প্রাপ্ত হয় না, সেই পাদপদ্ম আমি বক্ষে ধারণ করেছিলেম। শ্যাম আমার অমূল্য নির্ম্মল অয়স্কান্ত মণি, আমি হৃদয়কন্দরে যত্ন করে লুকায়ে রেখেছিলেম, চোরে হৃদয় বিদীর্ণ করে অপহরণ করেছে।

সুর। প্যারি, শ্যামসোহাগিনি! তুমি সরলতার সরোজিনী পীতাম্বরের প্রবঞ্চনা তোমার বিশ্বাস হয় না?

রণ। না দূতি।

সুর। নটবরের লম্পটতা তোমার বিবেচনায় অসম্ভব?

রণ। হাঁ দূতি।

সুর। যামিনীর যৌবন গত, দীপমালার আভা মলিন, তাম্বূল তিক্ত, তোমার বক্ষঃস্থ কমলমালা রসহীন, কুঞ্জদ্বারে কোকিলি কূজনে নিশি অবসানবার্ত্তা প্রচারিত; কৃষ্ণ তবে কোথায় গেলেন?

রণ। জানব কেমন করে?

সুর। শ্যামের আসার আশা কি এখন আছে?

রণ। নইলে কি আমি জীবিতা থাক্‌তেম।

সুর। প্যারি, সুখময়ি, রাজনন্দিনি, আর আশা নাই, তুমি শয়ন কর। তোমার নূতন প্রেম, তোমার একটি প্রেম, তাই আজো প্রেম প্রবাহের চোরাবালি দেখ্‌তে পাও নাই, আমরা বহুকাল প্রেম করিছি, পাঁচ সাত্‌টা হয়ে গেছে, আমরা আভাসে সব বুঝ্‌তে পারি। তোমার মদনমোহন মদনবাণে বারমহিলা-কক্ষে কাত্‌ হয়ে পড়ে আছেন।

রণ। সখি সে কি সম্ভব?

সুর। তুমি যখন আমাদের মত হবে তুমি তখন এমনি করে নবীন বিরহিণীদের উপদেশ দেবে।

রণ। সখি আমি করি কি?

সুর। নাসিকার ধ্বনি করে নিদ্রা যাও।

রণ। সখি যার মন উচাটন তার কি নিদ্রা হয়?

সুর। রাই কিশোরি তুমি আজো প্রেমের কলিকা, কার

মুখে শুনেছ মন উচাটন হলে নিদ্রা হয় না; আমরা দেখে শিখিছি, ভুগে শিখিছি। বিরহিণী মুখে বলেন আহার নাই কিন্তু ভোজন পাত্রের পার্শ্বে দেশের ডাঁটা চিবায়ে বিন্ধ্যাচল নির্ম্মাণ করেন, মুখে বলেন নিদ্রা নাই কিন্তু নাসিকাধ্বনিতে গর্ব্ভিণীর গর্ব্ভপাত হয়। তুমি চেষ্টা কর নিদ্রা হবে।

রণ। সখি আমি যদি শয়ন করি অচিরাৎ অনন্তনিদ্রায় অভিভূতা হব।

সুর। একটা গোরুচরাণে রাখালের জন্যে? পোড়া কপাল আর কি! সূর্য্য উদয় না হতে হতে আমি তোমায় দ্বাদশটি রাখাল এনে দেব, বৎসরে বৎসরে তার একটা করে গেলেও দ্বাদশ বৎসর কেটে যাবে।

রণ। সখি কৃষ্ণ আমায় পরিত্যাগ করেছেন আর আমি এ প্রাণ রাখ্‌ব না। কৃষ্ণপ্রেমে কুল দিয়েছি এখন প্রাণ উপহার দিয়ে ধরাশায়িনী হই।

সুর। সে কেমন প্রকাশ করে বল দেখি।

পদ্মাসন বেষ্টন করিয়া সখীগণের নৃত্য।

সঙ্গীত। রাগিণী ঝিঁঝিট, তাল একতালা।

প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, প্রাণ যায়,
প্রাণ সজনি।
কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই, বল সই
বিফলে গেল যে রজনী।
প্রেম পিপাসায় নাশে প্রমদায়
কি উপায় করে রমণী।

দিলেম আপনা হতে কুলে কালী,
জলে বাঁধলেম বাঁধ দিয়ে বালি,
মলে যদি এসে বনমালী,
বল শ্যাম বলে মরিল ধনী।

সুর। প্যারি! ধৈর্য্যাবলম্বন কর, মরিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন, মরা ত হাত ধরা, নিশ্বাস বন্ধ করা বইত নয়। তোমার কৃষ্ণ আস্‌বেন। (নেপথ্যে বংশীধ্বনি।) ঐ শুন মুরলীবদন মুরলী-ধ্বনি করে মৃত জীবনে জীবন দিতেছেন।

কৃষ্ণ বেশে শিখণ্ডিবাহনের প্রবেশ এবং নৃত্য।

সুর। মদন মোহন!
মুরলী বদন!
বল বিবরণ
কোথায় ছিলে।

বাঁধি প্রেম জালে
কে নিশি জাগালে,
কে বল কপালে
সিন্দূর দিলে।

নরেশ নন্দিনী,
কুলের কামিনী,

বিপিন বাসিনী
তোমার তরে।

বিনা দরশন,
বিষণ্ণ বদন,
ফুলেছে নয়ন
রোদন করে।

আর নিশি নাই,
কেঁদে কেটে রাই
ঘুমায়েছে ভাই,
তুলনা তায়।

নীরবে শ্রীহরি!
কর হে শ্রীহরি,
উঠিলে সুন্দরী
ঘটিবে দায়।

শিখ। (সুরবালার মুখাবলোকন। জনান্তিকে সুরবালার প্রতি।) সুরবালা তুমি দূতী?

সুর। রাজনন্দিনী কমলিনী, তোমার দর্শনলালসায় কুঞ্জ-বনে পদ্মাসনে জীবন্মৃতা।

শিখ। দূতি আমি কমলিনীর নিকটে গমন করি।

সুর। অনুমতি লবে না?

শিখ। আমি অনুমতির অপেক্ষা করতে পারি না।

স্থর। শনিবারের জামাইয়ের মত ব্যস্ত হলে যে। তোমার কমলিনীর নিকটে তুমি যেতে চাইলে বাধা দেবে কে? কিন্তু ভাই রাগে রগ্‌রগে আঁচ্‌ড়ালে কাম্‌ড়ালে আমার দায় দোষ নাই।

শিখ। দূতি, তোমার রাজনন্দিনী কমলিনীর নখরনিকরে নিশাকর বিহরে, তোমার শিরীষকুসুমকিশোরসুলভ কিশোরীর দন্ত গুলি কুন্দকলি; নখর দশনে আমার চন্দ্রিকা কুসুম পরশন হবে।

স্থর। তোমার ঔষধ আছে।

শিখ। কি ঔষধ?

স্থর। হাতা পোড়া।

শিখ। (রণকল্যাণীর সম্মুখে দণ্ডায়মান।)

প্রাণপ্যারি প্রাণেশ্বরি,
অভিমান পরিহরি,
চেয়ে দেখ দয়া করি,
ইন্দীবরনয়নে।
আমি আশা তুমি ফল,
আমি তৃষ্ণা তুমি জল,
বনমালী অবিরল
প্রেমে বাঁধা চরণে।

রণ। অবলার মনে,
এমন বচনে,

কেন অকারণে,

হানহে বাণ।

স্বামীর চরণ,

সতীর জীবন,

সদা আরাধন,

পাইতে ত্রাণ।

কুলের রমণী,

আইল আপনি

হৃদয়ের মণি

দেখার আশে।

শেষ উপাসনা,

অতীত যাতনা,

পূরিল বাসনা

বস না পাশে।

(পদ্মাসনে রণকল্যাণীর পার্শ্বে শিখণ্ডিবাহনের উপবেশন, সকলের করতালি।)

শিখ। (জনান্তিকে।) তুমি এখানে এলে কেমন করে?

রণ। আমি তোমায় একবার দেখ্‌বের জন্যে বড় ব্যাকুল হয়েছিলেম। (মূর্চ্ছিতা হইয়া শিখণ্ডিবাহনের অঙ্কে নিপতিতা।)

শিখ। কমলিনী সত্য সত্য মূর্চ্ছিতা হয়েছেন।

সুর। (রণকল্যাণীর নিকটে গিয়া।) দেখি।

রাজা। মেয়েটি অমন্ হয়ে পড়্‌ল কেন ?

সুর। ভয় নাই ওর ওরূপ হয়ে থাকে। ভাট্‌বামনের মেয়ে, গাছ্‌তলায় রাসলীলা করা অভ্যাস, রাজসভার শোভা দেখে ভ্রমি গিয়েছে। কৃষ্ণ মহাশয়! কমলিনীকে কোলে করে নাট্যশালায় লয়ে চলুন, মুখে চকে জল দিলেই সুস্থ হবে।

রাজা। আহা বিপ্রবালা অতি সুন্দর লীলা কচ্চিল, আর বিলম্ব কর না লয়ে যাও।

[রণকল্যাণীকে বক্ষে করিয়া শিখণ্ডিবাহনের প্রস্থান।

রাজা। বাছা তোমাদের লীলায় আমি বড় সম্প্রীত হইচি, এই মুক্তার মালা দুছড়া তোমাদের দুজনকে পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করি।

সুর। মহারাজ দুঃখিনী বিপ্রকন্যাদের লীলায় সম্প্রীত হয়েছেন এই আমাদের অপর্য্যাপ্ত পুরস্কার, রাসলীলা আমাদের ব্যবসায় নয়, মুক্তামালাগ্রহণে অস্বীকার মার্জনা কর্‌বেন।

[সুরবালার প্রস্থান।

রাজা। এ মেয়েটি বড় মিষ্টভাষিণী।

বকে। এ বেটী কোন পুরুষে বামনের মেয়ে নয়।

রাজা। কেন বকেশ্বর ?

বকে। বামনের মেয়ে হলে ছান্‌লা তলায় মেয়ের মায়ের সুত গেলার মত কোঁত্ করে মালা গিল্‌তো।

রাজা। তোমার শাশুড়ী সুত গিলেছিলেন না সুত গিলে-ছিলেন ?

বক্কে। সূতও না স্তুতও না।

রাজা। তবে কি ?

বক্কে। কেবল কলা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক। কাছাড়। মহিষীর পটমণ্ডপ।

শয্যোপরি গান্ধারী অচেতনাবস্থায় শয়ানা,
সুশীলা আসীনা।

সুশী। মহারাজকে কখন্ ডাক্‌তে বলিছি। যে ভয়ঙ্কর কথা অজ্ঞান অবস্থায় প্রকাশ কচ্চেন আর কাহাকে ত এখানে আস্‌তে দিতে পারি না। সত্যপ্রিয় মকরকেতন সত্য কথা বলে এ সর্ব্বনাশ কল্যেন—“পাপীয়সীর পেটে পাপাত্মার জন্ম”—আমার মকরকেতন ত পাপাত্মা নয়। মকরকেতনের চরিত্রে আর কোন দোষ নাই, মকরকেতন এখন পূজনীয় পুণ্যাত্মা। শৈবলিনীর নাম কল্যে বলেন “সুশীলা আমি পাপ হতে মুক্ত হইচি আর পাপ কথা বলে কেন আমায় লজ্জা দাও”।

গান্ধা। পাপীয়সী—পাপীয়সী—পাপীয়সীর গর্ভে পাপাত্মার জন্ম—মন্থরা—

সুশী। কি সর্ব্বনাশ! বাক্‌রোধ হয়ে মর্‌তেন ভালই হত। মকরকেতন যে অভিমানী, যদি বুঝ্‌তে পারেন তাঁর জননী

এমন ভয়ঙ্কর পাপ করেছেন, আত্মহত্যা কর্‌বেন। মকরকেতনের মন বড় সরল, এ গরলে বিকল হয়ে যাবে।

রাজা, সমরকেতু, এবং কবিরাজের প্রবেশ।

রাজা। এ কি ভয়ানক ব্যাধি ; মহিষী নিদ্রিতা কি জাগ্রতা নির্ণয় করা যায় না। মহিষীর চক্ষু কখন উন্মীলিত কখন মুকুলিত। নিদ্রিতাবস্থায় ভ্রমণ করেন, নিদ্রিতাবস্থায় জাগ্রতের ন্যায় কথা কন।

কবি। নিদানশাস্ত্রে এ ব্যাধিটা মহারোগ বলে পরিগণিত। এ এক প্রকার উৎকট মনোবিকারজন্য উন্মাদ-বিশেষ, এর লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ,—

"চিত্রং ব্রবীতি চ মনোনুগতং বিসংজ্ঞো গায়ত্যথো হসতি রোদিতি চাপি মূঢ়ঃ।'

আমাদের মহিষীর ঠিক্ এইমত লক্ষণই অনুভব হচ্ছে। কিন্তু এরোগে প্রাণের আশঙ্কা নাই। "চিন্তামণিরস" নামক মহৌষধ সেবনে এ রোগের আশু প্রতীকার হবে। আমি ঔষধ সংগ্রহ করে আনি।

মকরকেতনের প্রবেশ।

মক। জননী আমার এমন অচেতন হয়ে রইলেন কেন? আমার জননীর জীবনের আশা কি নাই? আমি কি মাতৃহীন হলেম। মায়ের মনে আমি বড় কষ্ট দিইচি, সেই জন্যেই মা আমার এমন শঙ্কট রোগগ্রস্ত হয়েছেন।

কবি। প্রাণের কোন আশঙ্কা নাই। "চিন্তামণিরস" সেবন

কর্‌লেই অচিরাৎ আরোগ্য লাভ কর্‌বেন। চিন্তামণিরস ঔষধ সামান্য নয়। শাস্ত্রে ইহার আশ্চর্য্য গুণ বর্ণন করেছেন।

চিন্তামণি রসোনামা মহাদেবেন কীর্ত্তিতঃ।
অস্য স্পর্শনমাত্রেণ সর্ব্বরোগঃ প্রশাম্যতি।

গান্ধা। কৌশল্যার রামচন্দ্র, কৈকেয়ীর ভরত, ধুনি তুই সর্ব্বনাশী—(গান্ধারীর মুখে সুশীলার হস্ত প্রদান।)

রাজা। বাবা মকরকেতন তুমি রাজসভায় যাও। তোমাকে বল্যেম অনেক সম্ভ্রান্ত লোক সমাগত, কাছাড়ের অমাত্যগণ উপস্থিত, সিংহাসনে বসে তাঁহাদের সম্ভাষণ কর।

মক। আমি মাকে এক বার দেখ্‌তে এলেম।

রাজা। আমি মহিষীর কাছে আছি, তুমি রাজসভায় যাও।

[কবিরাজ এবং মকরকেতনের প্রস্থান।

রাজা। সমরকেতু আমার বিপদের সীমা নাই। মহিষী যে সকল কথা ব্যক্ত কচ্চেন শুন্‌লে হৃৎকম্প হয়। মকরকেতনের যে উগ্র স্বভাব শুন্‌লে কি সর্ব্বনাশ কর্‌বে আমি তাই ভেবে দশ দিক্ শূন্য দেখ্‌চি।

সম। মকরকেতন কোন কথা শুনেছে ?

রাজা। কথার ত শৃঙ্খলা নাই। এখানকার একটা, ওখানকার একটা। কবিরাজ বলেন যত ব্যাধি বৃদ্ধি হবে তত কথার শৃঙ্খলা হবে। মকরকেতনকে আমি এখানে থাকৃতে দিই না, বিশেষ আমি এখানে থাক্‌লে সে এখানে আসে না।

সম। ধুনী দাই জীবিতা আছে ?

সুশী। ধূনী বেঁচে আছে কিন্তু তাকে অনেক দিন দেখি নি।

মহিষী তাকে বড় ভাল বাস্‌তেন কিন্তু কয়েক বৎসর সে মহিষীর চক্ষের বিষ হয়েছে, তাই আর রাজবাড়ী এসে না।

গান্ধা। (গাত্রোত্থান এবং ভ্রমণ।) পাপীয়সী—পাপের তাপ কি ভয়ঙ্কর—প্রাণ পুড়ে গেল—পুড়ে ভস্ম হল না। পাপের আগুন পাঁজার আগুণের মত গোমে গোমে জ্বলে। জল দাও, এক কলসী জল দাও, সহস্র কলসী জল দাও—আরো জ্বলে। গোমুখী হতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত গঙ্গার যত জল আছে একেবারে ঢেলে দাও—ও মা! ও পরমেশ্বর! পাপানল নির্ব্বাণ হয় না আরো জ্বলে। একটা প্রাণ পোড়াতে এত আগুন—খাণ্ডবদাহনে এত আগুন হয় নি। পাপের প্রাণ পোড়ে না কেবল পরিতপ্ত হয়। জ্বলে গেল, জ্বলে গেল, প্রাণ একেবারে জ্বলে গেল। জল দাও, জল দাও—অনন্তসীমা, অতলস্পর্শ, সমুদায় শীতলসাগর শুষ্ক করে জল দাও, পাপের আগুন নেবে না। হে সুশীতল নীলাম্বুনিধি! পাপীয়সীর পাপানলে তোমার নির্ব্বাপিকাশক্তি তিরোহিত হল! (পর্য্যঙ্কে উপবেশন এবং রোদন।)

রাজা। গান্ধারি তুমি রোদন কর কেন?

সম। অনুতাপতপ্ত মুখ কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে।

গান্ধা। কৌশল্যা—বড়রাণী কৌশল্যা—সপত্নীদ্বেষ—মন্থরার কুমন্ত্রণা—বামাবুদ্ধি—মহারাজ মার্জ্জনা করুন। পাপীয়সীকে পদাঘাত কল্যেন—পাপীয়সী পদাঘাতের পাত্রী, বেস্ করেছেন।

রাজা। সমরকেতু আমি কি করি, কোথায় যাই, আমার প্রাণ বিয়োগ হল; গান্ধারী উৎকট পাপে কলুষিতা হলেও আমার অনাদরের যোগ্যা নয়। গান্ধারী আমার জীবনাধার মকরকেত-নের গর্ভধারিণী। গান্ধারী যদি কোন পাপ করে থাকেন এ ভীষণ অনুতাপে তার প্রচুর প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে।

গান্ধা। আমি তোমার কনিষ্ঠা মহিষী গান্ধারী—ও কি, এমন ভীষণ মূর্ত্তি কেন? দন্তদ্বারা অধর কাট্‌চেন কেন? আমি তোমার আদরমাখা গান্ধারী—ও কি মহারাজ, এমন আরক্ত লোচন কেন? পাপীয়সীকে মেরে ফেল্‌বেন—মের না, মের না, মের না—স্ত্রীহত্যা কল্যে তোমার নির্ম্মল করকমল কলুষিত হবে।

রাজা। আমি এ যন্ত্রণা আর দেখ্‌তে পারি না। গান্ধারি আমি তোমায় কখন বড় কথা বলি না আমি তোমায় পদাঘাত কর্‌ব?

গান্ধা। মহারাজ কোথায়—আমার হৃদয় বল্লভ কোথায়—আমার দশরথ কি রাম চন্দ্রের শোকে প্রাণ ত্যাগ করেছেন। এই যে মহারাজ পাপীয়সীর প্রাণ নষ্ট কর্‌বেন বলে অসি উত্তোলন করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মহারাজ, আমার মনে আর দ্বেষ নাই, আমার মনে আর হিংসা নাই, আমার হৃদয় এখন যথার্থ বামাহৃদয়, একটি স্নেহের সরোবর। যদি সাধ্যাতীত না হত আমি এই দণ্ডে তোমার রামচন্দ্রকে মাতৃ স্নেহ সহকারে কোলে করে এনে তোমার কোলে দিতেম। বড়রাণী পুণ্যবতী কৌশল্যা, আমি পাপমতি কৈকেয়ী, ধূনীদাই আমার মন্থরা। বড়রাণীর সদ্যোজাত রাজদণ্ড সুশোভিত রামচন্দ্র দেখে আমার হিংসা হল—আঃ! দুর্নিবার হিংসা, তুমি আর স্থান পেলে না, অভাগিনীকে চিরকলঙ্কিনী কর্‌বের জন্যে এই পোড়া হৃদয়ে উদয় হলে। (বক্ষে করাঘাত।) অর্থপিশাচী ধূনী সর্ব্বনাশী বল্যে মহারাজ স্বর্ণ কৌটাশুদ্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট গজমতির মালা দান করেছেন। হিংসায় অন্ধ হলেম, ধূনীর কুমন্ত্রণায় মহারাজের অমূল্য নিধি, বড়রাণীর বত্রিশ নাড়ীছেঁড়া ধন, সোনার কটো শুদ্ধ বিসর্জ্জন দিলেম। আমার কি নরকেও স্থান আছে—বড়-

রাণী আমাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত ভাল বাস্‌তেন, আমি এমনি দুরাচারিণী সেই স্নেহময়ী সহোদরার হৃদয়ে অনল জ্বেলে দিল্যেম, দিদি আমার পুত্র শোকে সূতিকাগারে প্রাণত্যাগ কল্যেন; প্রাণেশ্বর আমার কত কাঁদলেন, পাগলের মত হয়ে কত দিন গিয়ে দেশান্তরে রইলেন।

সম। ধুনীকে এখনই আন্‌তে হবে।

গান্ধা। প্রাণকান্তের কান্না দেখে আমার প্রাণ ফেটে গেল। বাড়ী অন্ধকারময়। গর্ব্বিতা গান্ধারীর অহঙ্কার চূর্ণ—পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হল, আমি মণিপুর মহারাজের প্রিয়া মহিষী, স্বর্ণ পর্য্যঙ্কে অবস্থান; মলিন বেশে, দীননেত্রে কাঁদিতে কাঁদিতে ধুনী দাইয়ের পর্ণ কুটীরে গেলেম, ধুনী দাইয়ের পায়-ধরে কাঙ্গালিনীর মত কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেম। বল্যেম ধুনি! মহা-রাজের জীবনাধার নব শিশু কোথায় রেখে এলি। ধুনী বল্যে বিন্দু সরোবরে। তার সঙ্গে বিন্দু সরোবরে গেলেম, কত খুঁজ্‌লেম বাছাকে পেলেম না। ধুনী বল্যে রাখিবামাত্র কে তুলে নিয়ে গিয়েছে।

রাজা। হয়্‌ত আমার প্রাণ পুত্র অদ্যাপি জীবিত আছেন।

গান্ধা। সেনাপতি সমরকেতু ধুনীর মস্তক ছেদন কচ্চেন, মহারাজ বারণ করুণ। অল্পপ্রাণী দাইয়ের মেয়ে ওর অপরাধ কি। পাপীয়সী রাজমহিষী গান্ধারীকে বধ কর্‌তে বলুন। মের না, মের না, মের না, সাত দোহাই সেনাপতি! ধুনীকে বধ কর না, আমার মকরকেতনের অমঙ্গল হবে। মকরকেতনকে যে দিন কোলে কল্যেম সেই দিন বুঝ্‌তে পাল্যেম বড়রাণী কেন সূতিকাগারে প্রাণ ত্যাগ কল্যেন।

সুশী। বাবা ধুনীকে মার্‌বেন্ না। তাকে মাল্যে আমাদের অমঙ্গল হবে।

রাজা। মা তুমি কেঁদনা আমরা ধুনীকে কিছু বল্‌ব না।

গান্ধা। (কর যোড়ে।) বাবা রাম চন্দ্র! বাবা রঘুনাথ! বাবা শিখণ্ডিবাহন! আমার প্রাণ কান্তের প্রাণ পুত্র শিখণ্ডিবাহন! তুমি দুষ্টদশাননকে নষ্ট করে সিংহাসনে উপবেশন করেছ; আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ—বিমাতার কথা বিশ্বাস হয় না—ছুরি দাও, আমি হৃদয় চিরে দেখাচ্চি। (বক্ষে নখাঘাত।) শিখণ্ডিবাহন! তুমি আমার বুক্ জুড়ানে ধন, বাবা তোমার মা নাই আমি আর কি তোমার বিমাতা হতে পারি? বাবা অভাগিনীকে একবার চাঁদ্‌মুখে মা বলে ডাক আমি পাপ হতে মুক্ত হই। ভয় কি যাদু তুমি আমায় নির্ভয়ে মা বলে ডাক। আহা! হা! প্রাণ ফেটে যায়, কেন এমন দুর্ম্মতি হয়েছিল—বাবা! তুমি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী বিষ্ণু অবতার, কেন হতভাগিনীকে চিরকলঙ্কিনী কল্যে।

সম। শিখণ্ডিবাহন কোথায়?

রাজা। জয়ন্তী পর্ব্বতে বামজঙ্ঘা দর্শন কর্‌তে গিয়েছেন।

গান্ধা। মহারাজকে ডাক। (দণ্ডায়মানা!) মহারাজ, আর কেঁদনা, আমি তোমার হারানিধি কুড়ায়ে পেইচি, বিন্দু সরোবরে পড়ে ছিল, কোলে করে এনিচি, মায়ের মত কোলে করে এনিচি। মহারাজ একবার কোলে কর, মণিপুর সিংহাসনে বসাও। তোমার খোকার গলায় গজমতি মালা কেমন সুন্দর দেখাচ্চে। ঐ দেখ কপালে রাজদণ্ড। শিখণ্ডিবাহনের কপালে রাজদণ্ড। বরণ কর্‌তে দেখ্‌তে পেলেম। মহারাজ আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌চি শিখণ্ডিবাহন তোমার বড়রাণীর গর্ভজাত সেই অমূল্য মাণিক।

রাজা। সমরকেতু! শিখণ্ডিবাহনকে আলিঙ্গন কর্‌বের জন্য আমার প্রাণ পাগল হল।

সম। আলিঙ্গনের সময় না হলে আলিঙ্গন কর্‌তে পারেন না। এটি সাধারণ ব্যাপার নয়!

গান্ধা। আহা মরি কি অপূর্ব্ব শোভাই হয়েছে! শিখণ্ডিবাহন রামচন্দ্রের ন্যায় সিংহাসনে উপবেশন করেছেন, আমার মকরকেতন ভরতের ন্যায় রাজ ছত্র ধরে দণ্ডায়মান। বাবা শিখণ্ডিবাহন তোমার কাছে আমার এক ভিক্ষা, তুমি আমার মকরকেতনকে পাপীয়সীর গর্ভজাত বলে ঘৃণা কর না। মকরকেতনকে তুমি কনিষ্ঠ সহোদরের মত ভাল বাস্‌তে, এখন মকরকেতন তোমার সত্য সত্য কনিষ্ঠ সহোদর। পাপীয়সীর পেটে পাপাত্মার জন্ম হয় নি, পুণ্যাত্মার জন্ম হয়েছে, মকরকেতন বল্যেন "মা আমি তোমার মত হিংসুটে নই আমি বাবার মত সরল"। আমার মকরকেতন কোথায়, মকরকেতনকে ডেকে আনি। (পর্য্যঙ্কে শয়ন এবং নিদ্রা।)

সুশী। এই নিদ্রা ভাংলেই সহজ হবেন, ব্যাধির কোন চিহ্ন থাকবে না।

রাজা। আশ্চর্য্য পীড়া। এ পীড়ার ঔষধ কি?

সম। এ পীড়ার ঔষধ অনুতাপ।

[রাজা এবং সমর কেতুর প্রস্থান। যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় গর্ব্ভাঙ্ক। কাছাড়, রণকল্যাণীর অধ্যয়ন কক্ষ।

নীরদকেশী এবং সুরবালার প্রবেশ।

নীর। এর নাম ছাদ্‌নাতলা পার, এত বিয়ে নয়। রাজার মেয়ের বিয়ে কত বাজি হবে, কত বাজনা হবে, নৃত্য গীত হবে

তেল সন্দেশ থাল ঘড়া বস্ত্রালঙ্কার বিতরণ হবে, ও মা কিছুই না।

সুর। এত বিয়ে নয়, কেবল দুই হাত এক করা। মহারাজ বলেছেন শিখণ্ডিবাহনকে সঙ্গে করে ব্রহ্মদেশে নিয়ে যাবেন, সেখানে গিয়ে সমারোহ কর্‌বেন।

নীর। সেখানে গিয়ে বিয়ে দিলেই হত।

সুর। রণকল্যাণী যে প্রাণত্যাগ করে। রাসলীলায় শিখণ্ডিবাহনের বক্ষে উঠে পাগল হয়ে গেল। শিখণ্ডিবাহন কুসুমকানন পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে এলেন, কানন দ্বারে রণকল্যাণী শিখণ্ডিবাহনের গলাধরে কাঁদতে লাগল, বল্যে তোমায় ছেড়ে দেব না; শিখণ্ডিবাহন বারম্বার মুখ চুম্বন কল্যেন, বারম্বার আলিঙ্গন কল্যেন, কত সান্ত্বনা কল্যেন তবে শিবিরে ফিরে গেলেন। শিখণ্ডিবাহনের হৃদয় ভাই স্নেহের সাগর।

নীর। শিখণ্ডিবাহন স্বর্গের ইন্দ্র। আমি তার কথা বল্‌চিনা আমি তাড়াতাড়ি বিয়ের কথা বল্‌চি।

সুর। রণকল্যাণী শয্যায় শয়ন করে রোদন কর্ত্তে লাগ্‌ল, বল্যে "সুরবালা আমি শিখণ্ডিবাহনকে না দেখে থাকৃতে পারি না।" আমি মহিষীর কাছে সকল কথা বল্যেম, মহিষী আমায় সঙ্গে করে রাজার কাছে নিয়ে গেলেন, রাজা শুনে আনন্দ সাগরে ভাস্‌তে লাগ্‌লেন, বল্যেন "বিষ্ণুপ্রিয়ে আজ আমার জীবন সার্থক, অমন বীরকুল কেশরী কন্দর্পকান্তি শিখণ্ডিবাহন আমার জামাতা হলেন"। মহারাজ আমার কাছে শিখণ্ডিবাহনের মস্তকে কমল মালা নিক্ষেপ করা অবধি কুসুমকাননের দ্বারে শিখণ্ডিবাহনের বিদায় পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আনন্দ প্রফুল্ল মুখে শ্রবণ কল্যেন। মণিপুরেশ্বর রণকল্যাণীকে "কমলেকামিনী" বলেছেন বলে মহিষীর বা কত হাসি, মহারাজের বা কত হাসি।

গান্ধর্ব্ব বিবাহের অনুমতি দিলেন। আমি ঘটক ঠাকুরুণের বেশে শিবিরে গিয়ে শিখণ্ডিবাহনকে নিয়ে এলেম, কুসুম কাননে শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল।

নীর। বরকনে কোথায় ?

সুর। কুসুম কাননে। রণকল্যাণী আহ্লাদে ফুলে দশটা হয়েছে, শিখণ্ডিবাহনকে পদ্মবন, তমালবন, নিধুবন, লতা কুঞ্জ, প্রস্রবণ রাজি, হিমসরোবর, মনঃসরোবর, রাজহংস, কলহংস, নীল মৎস্য, পীত মৎস্য, দেখ্য়ে নিয়ে বেড়াচ্চে।

নীর। আহা ! মনের মত স্বামী হওয়ার চাইতে রমণীর আর সুখ কি। রণকল্যাণী ভাগ্যবতী তাই এত রাজপুত্র ত্যাগ করে ছিল। রণকল্যাণীর সুখের জন্যেই এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হয়েছিল।

সুর। রণকল্যাণীর যেমন মা তেমনি বাপ। লোকে শিখ-ণ্ডিবাহনকে জারজ বলে। মহারাজ বল্যেন জারজ হউক আর নাই হউক তা আমার জানিবার প্রয়োজন নাই, শিখণ্ডিবাহন সুপাত্র, রণকল্যাণী শিখণ্ডিবাহনকে ভাল বাসে, এই পর্য্যন্ত আমার জানা আবশ্যক।

নীর। শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড়ের রাজা কর্‌বেন ?

সুর। তার আর সন্দেহ আছে। সৈন্য সামন্ত সব ব্রহ্ম-দেশে পাঠ্য়ে দিলেন।

রণকল্যাণীর প্রবেশ।

সুর। একা যে ?

নীর। শিখণ্ডিবাহন কোথায় ?

সুর। কুসুমকাননে মাধবীলতা কেড়ে নিয়েছে।

রণ। সুরবালা আর কি সেভয় আছে, পরিণয় শৃঙ্খল পায়

দিইচি, যখন মনে কর্‌ব শেকল ধরে টান্‌ব আর হৃদয়ে এসে বিরাজ কর্‌বে।

সুর। শেকল ধরে না কি খেলায়?

রণ। ইচ্ছে কল্যে তাও পারি।

নীর। বালাই অমন কথা কি বল্‌তে আছে, স্বামী যে গুরুলোক।

সুর। স্বামীকে গুরুলোক বল্যেই কেমন যেন সার্ব্বভৌম মহাশয় সার্ব্বভৌম মহাশয় বোধ হয়; লম্বোদর, নামাবলিতে গাত্রাচ্ছাদন, আর্কফলালঙ্কৃত মস্তক, কোশা কুশি নিয়ে বিব্রত, তিথি নক্ষত্র দেখে মেগের কাছে আস্‌চেন; অমন স্বামীর পোড়া কপাল।

রণ। তুমি কেমন স্বামী চাও?

সুর। লড়ায়ে ম্যাড়ার মত। নেচে কুঁদে বেড়াবে, তুড়ি দিলেম থপ্‌ করে গায় এসে পড়্‌ল, তার সময় অসময় নাই।

রণ। সুরবালা শূরবীর। তুই ভাই একটা লড়ায়ে ম্যাড়া ধরে স্বামী করিস্‌। নীরদকেশীর মতে আমার মত, স্বামী গুরুলোক।

সুর। দেখ দিদি ভক্তিভাণ্ড সাবধান যেন গোরুর গায় পা লাগেনা হাম্বা করে ডেকে উঠ্‌বে।

রণ। তোমার পোড়ার মুখ। (সুরবালার অলকা ধরিয়া টানন।)

সুর। ও কি ভাই অলকাপহরণ কেন?

রণ। গোরু বাঁধা দড়া করব।

সুর। যৌবনের গামলা পূর্ণ থাক্‌লে গোরু বাঁধ্‌তে হয় না।

রণ। যৌবন কি বিচালি?

সুর। স্বামী যেমন গোরু লোক।

নীর। শিখণ্ডিবাহন কোথায় গেলেন।

রণ। বাবার কাছে বসে গল্প কচ্চেন। বাবার আনন্দের সীমা নাই! মাকে বল্‌চেন আর ছোটরাণীকে তিরস্কার কর না, ছোটরাণীর কল্যাণে যুদ্ধ হল, যুদ্ধের কল্যাণে এমন সোনার চাঁদ জামাই পেলে। মা বল্যেন সপত্নী আমার সর্ব্বমঙ্গলা।

নীর। যুদ্ধ না হলে রণকল্যাণী চিরকাল আইবুড় থাকৃত।

রণ। সুরবালা আমার সে কথা তোর মনে আছে?

সুর। তোমার কথা না আমার কথা।

রণ। তোমার কথা আমার কথা এক কথা, তোমায় আমায় ভিন্ন কি? এক জীবন এক অধ্যয়ন এক শয়ন।

সুর। এক স্বামী।

রণ। দুর্ পোড়া কপালী!

সুর। সুরবালা সকল বিষয়ে এক কেবল স্বামীর বেলায় সতীন।

রণ। শিখণ্ডিবাহন এখনি আস্‌বে।

সুর। আমি এখনি আস্‌ব।

[সুরবালার প্রস্থান।

নীর। তোমার সঙ্গে শিখণ্ডিবাহনের বিয়ে হয়েছে বলে সুরবালা আহ্লাদে গলে পড়্‌চে।

রণ। সুরবালা আহ্লাদে আট্‌চালা! সুরবালা না থাকলে আমি মরে যেতেম। সেনাপতির পুত্রের সঙ্গে সুরবালার বিয়ে দেব, ও তাকে বড় ভাল বাসে।

নীর। বড় সুন্দর ছেলে, মহারাজ তাকে পুত্রের মত স্নেহ করেন।

শিখণ্ডিবাহনের প্রবেশ।

বস ভাই এই সিংহাসনে বস তোমার বামপাশে রণকল্যাণীকে বস্‌য়ে দিই, যুগল রূপ দেখে নয়ন সার্থক করি। (শিখণ্ডিবাহন এবং রণকল্যাণীর সিংহাসনে উপবেশন।)

শিখ। সুরবালা কই?

রণ। (শিখণ্ডিবাহনের কুন্তল শিথিল করিয়া দিতে দিতে।) সুরবালার জন্যে দিশে হারা হলে দেখ্‌চি যে।

শিখ। সুরবালা সুমধুর হাসিনী, মকরন্দ ভাষিনী, সুরবালাকে দেখ্‌লে আমার বড় আনন্দ হয়।

নীর। রণকল্যাণীকে দেখ্‌লে তোমার আনন্দ হয় না?

শিখ। রণকল্যাণীকে আর ত আমি দেখ্‌তে পাই না। রণকল্যাণী আর শিখণ্ডিবাহন একাঙ্গ হয়ে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হয়েছে।

রণ। তোমায় আমি ব্রহ্মদেশে নিয়ে যাব।

শিখ। বরের বাড়ী কনে যায় না কনের বাড়ী বর যায়।

নীর। আমি পাণ আনি।

[নীরদকেশীর প্রস্থান।

রণ। (শিখণ্ডিবাহনের স্কন্ধে মুখ রাখিয়া।) যাবে ত, যাবে ত। আমি বাবাকে বলিচি শিখণ্ডিবাহনকে ব্রহ্মদেশে নিয়ে যেতে হবে।

শিখ। তুমি কাছাড়ের নবাভিষিক্তা নূতন রাজ্ঞী, রাজ্য বিশৃঙ্খল, এ সময় কি রাজ্যেশ্বরীর উচিত রাজ্য ছেড়ে যাওয়া।

রণ। আমায় তুমি সঙ্গে করে নিয়ে এস।

শিখ। মহারাজও তাই বল্‌ছিলেন।

রণ। তবে যাবে, বল, বল, বল!

শিখ। তুমি আমার ইন্দীবরাক্ষী রাজলক্ষ্মী তোমার কথায় কি আমি না বল্‌তে পারি। (নয়নচুম্বন।)

রণ। কাকে সঙ্গে নে যাবে?

শিখ। মকরকেতনকে।

রণ। আর সুশীলাকে। সুশীলার বড় শান্তস্বভাব, সুশীলাকে আমি বুকে করে রাখ্‌ব।

শিখ। মহারাজ সুশীলাকে বোধ হয় যেতে দেবেন না।

রণ। আমি মহারাজের কাছে বিনয় করে বল্‌ব মহারাজ তোমার দুঃখিনী "কমলে কামিনী" অমূল্য মুক্তামালা গ্রহণ করে নাই, সেই দুঃখিনী "কমলে কামিনী" এখন ভিক্ষা চাচ্চে ভগিনী সুশীলাকে কিছু দিনের জন্যে "কমলে কামিনীর" আরাধ্যা সঙ্গিনী হতে দেন।

শিখ। "কমলে কামিনী" যদি এমন মধুর বচনে ভিক্ষা চান, কেবল সুশীলা কেন মহারাজ সর্ব্বস্ব দিতে পারেন।

রণ। তবে স্থির হল, সুশীলা যাবে। বড় আনন্দ হবে। সুশীলাকে আমার শ্বেতহস্তী দেখাব, সে বড় শান্ত হাতি, সুশীলা শ্বেতহস্তীর গায় হাত বুলাবে। তুমিও কখন শ্বেতহস্তী দেখনি, তোমাকেও আমি শ্বেতহস্তীর কাছে নিয়ে যাব। ব্রহ্মদেশে যেমন পুষ্প আছে এমন আর কোন দেশে নাই। সুশীলাকে কাঞ্চন টগর দেখাব, কন্দর্প চাঁপা দেখাব, স্থল পদ্ম দেখাব, শ্বেত পদ্ম দেখাব, নীলপদ্ম দেখাব।

শিখ। নীল পদ্ম এখানে আছে।

রণ। তোমার কাছাড়ে আর নীল পদ্ম হতে হয় না।

শিখ। তবে এ দুটি কি? (অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা রণকল্যাণীর নয়নদ্বয় ধারণ।)

রণ। ও যার নীল পদ্ম তার নীলপদ্ম, সকলের নয়।

শিখ। (দুই হস্তে রণকল্যাণীর কপোলযুগল ধারণ করিয়া নয়ন নিরীক্ষণ।) না প্রাণেশ্বরি, তোমার নয়ন প্রকৃত নীলপদ্ম।

রণ। কবির নীল পদ্ম, প্রণয়ির নীলপদ্ম, আমার শিখণ্ডি-বাহনের নীলপদ্ম; হয় ত মকরকেতনের বেগুণ ফুল।

শিখ। মকরকেতন কি অন্ধ।

রণ। তা নইলে শৈবলিনীর সঙ্গে সুশীলার বিনিময় হয়।

শিখ। মকরকেতনের চরিত্রে আর কোন দোষ নাই, সুশীলা এখন পরম সুখী।

রণ। তুমি আমাদের বউ দেখ্‌লে না?

শিখ। আমিত আর তোমাদের বয়ের প্রাণকান্ত নই যে আপনি গিয়ে ঘোম্‌টা খুল্‌ব।

রণ। বউটি আমাদের বড় শান্ত, এমনি লজ্জাশীলা ষোল বৎসর বয়েস্ হয়েছে আজ্ পর্য্যন্ত কেউ মুখ দেখ্‌তে পায় নি।

শিখ। কার্ বউ।

রণ। আমার খুড়্‌তুত ভেয়ের বউ।

শিখ। তবে আমার করণীয় ঘর।

রণ। বুকখান যে পাঁচ হাত হয়ে ফুলে উঠ্‌ল।

সুর বালা এবং নীরদকেশীর বউ লইয়া প্রবেশ।

সুর। ওকি ভাই আস্‌তে চায়, কত খুন্‌সুড়ি কর্ত্তে লাগ্‌ল, বলে আমি পোয়াতি মানুষ, নন্দায়ের সুমুখে যেতে পার্‌ব না, আবার বলে আমার চুল নাই নন্দাই দেখে হাস্‌বেন, আমার হাত দুখানা আঁচ্‌ড়ে ফালা ফালা করে দিয়েছে—মহিষী কত ভৎর্সনা কল্যেন তবে এল।

রণ। কি দিয়ে বউ দেখ্‌বে?

শিখ। আমার গলার এই মুক্তামালা। (গলদেশ হইতে মুক্তামালা মোচন করিয়া হস্তে ধারণ।)

রণ। মুখ দেখাওনা ?

সুর। আমাদের বড় ভাজ তোমার প্রণাম করা উচিত।

শিখ। শালাজ ছোটই কি আর বড়ই কি, প্রণামের পাত্রী। (প্রণাম।)

সুর। তবে চন্দনবিলাসীর চাঁদবদন খানি খুলে দিই। (অবগুণ্ঠন মোচন, সকলের হাস্য।)

শিখ। এ যে আশীবছরের বুড়ী। আঃ পোড়ার মুখ আবার জিব মেল্‌য়ে রয়েছেন, পাকাচুলে শিঁতি পরেছেন, তোমাদের দিব্বি বউটি।

সুর। আর ভাই বুড় হক্‌ হাবড়া হক্‌ দাদার কোল জোড়া হয়ে শুয়ে থাকে ত।

শিখ। দন্তের সঙ্গে বহুকাল বিচ্ছেদ হয়েছে। কাদের বুড়ী ?

সুর। যার খেয়েছ তালের বুড়ী।

রণ। বাবার খুড়ী আমাদের দিদি মা।

নীর। বউ দেখ্‌লে মুক্তার মালা দাও।

শিখ। তোমরা দিদি মাকে যে রত্নহারে বিভূষিতা করে এনেচ আমার এ মালা দিতে লজ্জা বোধ হয়।

সুর। তুমিত আর মালা বদল কচ্চনা।

শিখ। তোমার দাদার বউ হলে কর্ত্তেম।

বউ। হ্যাঁলা রলকললি তোর এ কেমল্‌ বিয়ে ?

রণ। দিদি মা আমার ওঠ্‌ ছুঁড়ি তোর বিয়ে।

বউ। তারি মতল ত দেখ্‌চি। তুই আমার বীরভূষলের

একটি মেয়ে, কত বাজ্‌না গাওনা হবে, নগরময় নবদ বনবে, ও মা কোল ঘটা হলনা।

রণ। দিদি মা খুব ঘটা হয়েছে।

বউ। কিসের ঘটা ?

রণ। হাসির ঘটা।

বউ। সে কথা বড় মিথ্যা না। তুই মনের মত নাগর পেয়ে আজ দুদিন্‌ হেসে রাজধানীটে হাস্যার্ণব করে ফেলিচিস।

রণ। দিদি মা তোমার নাৎজামায়ের কাছে বস।

সুর। দিদি মা বরের কোলে মিত্তর ছিল না বলে নীরদ-কেশী বড় দুঃখ করেছে তুমি বরের কোলে বসে নীরদের দুঃখ নিবারণ কর।

বউ। নীরদ আমার বড় নম্র, যত নষ্ট সুরবালা আর রন-কন্নী, নাতজামাই তুমি নবীন দন্‌তে দুই শালীর নাক কান কেটে নাও।

রণ। দিদি মা তুমি এক বার তোমার নাত্‌জামায়ের কোলে বস, আমার নয়ন সার্থক হক।

বউ। তোর নবকান্‌তের নবীন বয়েস ও কি আমার ভর সইতে পার্‌বে ?

সুর। দিদি মা তোমাতে আর আছে কি কখান গোহাড় বইত নয়। এস এক বার মিত্তর হয়ে বস। (সুরবালা এবং রণকল্যাণী বউকে ধরিয়া শিখণ্ডিবাহনের অঙ্কে প্রদান।)

বউ। হল ত তোদের নয়ন ত জুড়াল। (সিংহাসনে উপবেশন) নাৎজামায়ের নামটি বড় নতুন, শিখন্নিবাহন। (শিখণ্ডিবাহনের চিবুক ধরিয়া) আমার রনকন্নীর শিখন্নিবাহন।

শিখ। দিদিমা ন টা কি তোমার নাগরের নাম তাই ধর্ত্তে পার না?

বউ। ল টা আমার লাতজামাই, আমার রলকললীর লবীল লাগর। আহা সুখে থাক, লবোঢ়া রালী লিয়ে অললৃত কাল রাজ্য কর। রলকললী বড়রালীর বড় দুঃখের ধল, তেমলি জামাই হয়েছে। বীরভূষলের আললদের সীমা লাই।

রণ। দিদিমা শিখণ্ডিবাহনের সঙ্গে একটু রসিকতা কর, তা নইলে আমি কাঁদ্‌ব।

বউ। লাত জামাই?

শিখ। কি বল্‌চ দিদি মা?

বউ। রলকললীকে দিলে কি?

শিখ। মূল হতে আগা পর্য্যন্ত সমুদায় প্রাণটা।

বউ। রত্নভূষল?

শিখ। রত্নভূষণের অভাব কি?

বউ। সাদায়ে লৌকা তুলি,
বাখর্‌গল্‌জে চাল ভরলি,
কর্‌ব মহাজলি,
আল্‌ব গদমুক্ত কিলি,
দিব লাকে কর্‌বে ধল মল,
৺পাল্‌ আর দুটো মাস থাক।

শিখ। দিদি মা যে জোর করে ৺পাল্‌ বল্যেন আমি ত ভাই চমকে উঠিছি।

সুর। বুঝ্‌তে পেরেছ?

শিখ। কতক কতক।

সুর। সাজায়ে নৌকা দুনি,
বাখরগঞ্জে চাল ভরনি,
কর্‌ব মহাজনি,
আন্‌ব গজ মুক্তা কিনি,
দিব নাকে কর্‌বে ঝল মল
প্রাণ্ আর দুটো মাস থাক।

বউ। বসন্‌ত অশান্‌ত,
বিনা প্পান কান্‌ত
একান্‌ত প্পানান্‌ত
নিতান্‌ত মরি।
বিরহ সলিল,
বসন্‌তে বাড়িল,
ডুবিল ডুবিল
যৌবনতরি।

সুর। দিদি মা পঞ্চবাণের শ্লোকটা বল্‌বে কি ?

রণ। না দিদি মা সে শ্লোক বলে কাজ নাই।

শিখ। কল্যাণ আমায় এখনি যেতে হবে।

রণ। তুমি আমার রণ ছেড়ে দিলে বুঝি।

শিখ। তুমি আমার কেবল কল্যাণ।

সুর। রণকল্যাণি তুমি শিখণ্ডি ছেড়ে দিয়ে শিখণ্ডিবাহনকে বাহন কর।

শিখ। আমি কল্যাণের বাহন ত হইচি।

সুর। অকল্যাণ কর কেন ভাই, তোমায় কি আমরা রণ-কল্যাণীর বাহন হতে দিতে পারি।

শিখ। আমি কল্যাণের বাহন ভিন্ন আর কারো বাহন হতেপারি না।

সুর। তুমি দেবাদিদেব মহাদেবের বাহন।

নীর। তোমার মুখে আগুণ, কথার শ্রী দেখ।

শিখ। সুরবালা সামান্য শালী নয়।

সুর। এখন আমাকে অনেক শালা শালী বল্‌বে।

শিখ। কেন ?

সুর। রণকল্যাণী দশদিকে শিখণ্ডিবাহন দেখ্‌চে।

নীর। কেন দিদি কাঁদ কেন ?

রণ। আমি শিখণ্ডিবাহনকে না দেখ্‌লে দশ দিক্ অন্ধকার দেখি। (মুখে অঞ্চল দিয়া রোদন।)

সুর। শিখণ্ডিবাহন তুমি যেও না। (রোদন।) রণকল্যাণী এখনি পাগল হবে, আমি তাকে শান্ত কর্ত্তে পার্‌ব না।

রণ। (সুরবালার গলা ধরিয়া।) সুরবালা আমার বড় সাধের শিখণ্ডিবাহন—আমি ছেড়ে দিয়ে কেমন করে থাকুব—আমার ঘর এখনি অন্ধকার হবে।

সুর। চুপ কর দিদি, শিখণ্ডিবাহন আবার আস্‌বেন—আর কেঁদনা দিদি—তুমি কেঁদে শিখণ্ডিবাহনকে কাঁদালে।

শিখ। সুরবালা প্রণয় কি কোমল, সৈনিকের কঠিন চক্ষে জল আন্‌লে—

রণ। (শিখণ্ডিবাহনের গলা ধরিয়া।) কবে আস্‌বে—তোমার কল্যাণ মরে রইল, তুমি এলে জীবিতা হবে।

শিখ। কল্যাণ, তুমি আমার প্রাণের কল্যাণ, তুমি আমার

জীবনযাত্রার কল্যাণ। (মুখচুম্বন।) তুমি আর কেঁদ না কল্যাণ, আমি যদি মহারাজকে বল্‌তে পারি আমি কালই আস্‌ব।

সুর। মহারাজ বিবাহের কথা প্রকাশ কর্ত্তে বারণ করেছেন। তিনি বলেছেন মণিপুর মহারাজ যখন তোমাকে কাছাড় সিংহাসনে বসাবেন সেই সময় বিবাহের কথা প্রকাশ কর্‌বেন।

শিখ। আমার সে কথা স্মরণ আছে। বিবাহের কথা প্রকাশ হবার সম্ভাবনা নাই; মহারাজ জানেন আমি জয়ন্তী পর্ব্বতে বামজঙ্ঘা দর্শন কর্ত্তে এসিচি।

বউ। লাত্‌জমাই বাম জঘ্‌ঘা দেখ্‌লে ভাল, শিখল্লিবাহলের দর্‌শলে পর্‌শলে মুক্তি।

শিখ। সুরবালার হাস্যমুখখানি চিকণ মেঘাবৃত শশধরের ন্যায় শোভা পাচ্চে।

সুর। আর ভাই, তোমার যাওয়ার কথা শুনে আমার প্রাণ উড়ে গিয়েছে। রণকল্যাণীর কাঁচা প্রাণ তোমার অদর্শন একটুকু সহ্য কর্ত্তে পারে না। পাঁচ বছরের বালিকার মত অবুঝ, বুঝালে বুঝ্‌বে না, নাবে না, শোবে না, ঘুমাবে না, কেবল বসে কাঁদ্‌বে।

শিখ। কল্যাণ আমার পাছে অসুস্থা হন।

রণ। না শিখণ্ডিবাহন সুরবালা বাড়্‌য়ে বল্‌চে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক। কাছাড়। মণিপুর মহারাজের শিবির।

রাজা, এবং সমর কেতুর প্রবেশ।

রাজা। কবিরাজ মহাশয়ের আশ্চর্য্য ঔষধ। অদ্য মহিষী

একবারও মূর্চ্ছিতা হন নি; মহিষী সম্যক্ সুস্থা হয়েছেন। পরমানন্দে মকরকেতনের ছেলেটি লয়ে খেলা কচ্চেন। সে সকল কথার চিহ্নও নাই। সে সকল কথা যে বলেছেন তাও তাঁর কিছুমাত্র স্মরণ নাই।

সম। পরম সুখের বিষয়।

রাজা। শান্তিরক্ষককে কি লিখেছ।

সম। ধুনী দাইকে ধৃত করে তার নিকট হতে আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে লয় এবং সে সমুদায় অবিলম্বে আমার নিকটে অবিকল প্রেরণ করে, কেবল ছোট রাণীর স্থানে নষ্টলোক লেখে।

রাজা। তাতে অন্য লোকের চক্ষে ধূলা দেওয়া অসম্ভব নয়, অন্যলোকের চক্ষে ধূলা না দিতে পাল্যেও ক্ষতি নাই, কিন্তু তাতে কি আমার সত্যপ্রিয় মকরকেতনের চক্ষে ধূলা দেওয়া যাবে।

সম। চেষ্টাকরা যাক্ যত দুর সফল হওয়া যায়। মকরকেতন শিখণ্ডিবাহনকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত ভক্তি করে শিখণ্ডিবাহন তার যথার্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি প্রমাণ হয় সে আনন্দে উন্মত্ত হবে; অন্য কোন বিষয় আন্দোলন করবে না।

রাজা। শিখণ্ডিবাহন মকরকেতনকে কনিষ্ঠ সহোদরের মত স্নেহ করে, সতত মকরকেতনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু মকরকেতনের উদ্ধত স্বভাব, যদি সূচ্যগ্রে তার গর্ভধারিণীর কোন দোষ শুন্‌তে পায় সর্ব্বনাশ করবে।

সম। মহারাজ নির্ভয়ে থাকুন। আমি মকরকেতনের স্বভাব বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত। সে পৃথিবীর কাহাকেও মানে না কিন্তু শিখণ্ডিবাহনকে পূজাকরে। শিখণ্ডিবাহন অনুরোধ কল্যে সে

নিজ মস্তক ছেদন কর্ত্তে পারে। শিখণ্ডিবাহনের স্নেহবাক্যে মকরকেতনের ঔদ্ধত্য সমতা প্রাপ্ত হবে।

রাজা। ত্রিপুরা ঠাকুরাণী কবে আস্‌বেন?

সম। ত্রিপুরা ঠাকুরাণীকে আমি কল্য প্রাতে মহারাজের সমক্ষে উপস্থিত কর্‌ব।

রাজা। শান্তিরক্ষকের লিপি কবে প্রত্যাশা করেন?

সম। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে।

রাজা। শিখণ্ডিবাহন আমার পাটরাণীর গর্ভজাত প্রাণপুত্র যদি প্রমাণ হয়, আমার সুখের পরিসীমা নাই। আমি কাছাড় সিংহাসন শিখণ্ডিবাহনকে দিলাম, মণিপুর সিংহাসন মকর-কেতনকে দিয়ে আমি রাজকার্য্য হতে অবসর হব।

সম। ব্রহ্মাধিপতির অভিসন্ধি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি না। তাঁর সমুদায় সেনা ব্রহ্মদেশে প্রতিগমন করেছে, তিনি এক প্রকার একা আছেন।

রাজা। সন্ধিকরা হয় বোধ হয় তাঁর স্থির সংকল্প।

শশাঙ্কশেখর সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম শিখণ্ডিবাহন
বক্রেশ্বর এবং পারিষদগণের প্রবেশ
এবং উপবেশন।

শশা। মহারাজ এক খানি লিপি প্রাপ্ত হলেম।

রাজা। শান্তিরক্ষকের?

শশা। আজ্ঞে না। ব্রহ্মদেশাধিপতি এই লিপি লিখে-ছেন।

রাজা। পাঠ কর।

শশা। (লিপি পাঠ।)

প্রণয়সরোবরপবিত্রপঙ্কজ, প্রজারঞ্জন, বিনয়বীরত্ব-বিভূষিত রাজশ্রী রাজাধিরাজ মহারাজ গম্ভীরসিংহ অলৌকিক ভ্রাতৃস্নেহসাগরেষু।

ভ্রাতঃ!

অবিলম্বে অস্মদের ব্রহ্মদেশে গমন করা নিতান্ত আবশ্যক। ভবদীয় প্রস্তাবে কাছাড় রাজধানীর যাবদীয় অমাত্য পরমানন্দ সহকারে সম্মতি দান করেছেন। অস্মদ আপনার অনুগত, বশীভূত, পরাজিত; ভবদীয় প্রস্তাবে মদীয় অদেয় কি? শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডিবাহন; কাছাড় সিংহাসনে শিখণ্ডিবাহনের অধিবেশনে অস্মদের অকৃত্রিম অভিমত। শিখণ্ডিবাহনের জন্ম সম্বন্ধে আমার বাঙ্‌নিষ্পত্তি নাই। হে ভ্রাতঃ এক্ষণে আপনার অনুগতানুজের প্রার্থনা শ্রবণ করুন, কল্যপ্রাতে মদীয় দীনভবনে আপনি সপরিবারে স্বদল সমভিব্যাহারে আগমন করিবেন, শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড় সিংহাসনে সংস্থাপন করিবেন, পরিশেষে উভয়রাজ্যের রাজকর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে উভয় রাজা একত্রে আহার করিবেন। একত্রে ভোজন বন্ধুতার জীবন। পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। ইতি।

অনুগতানুজ রাজশ্রী বীরভূষণ।

রাজা। চমৎকার লিপি।

সম। ব্রহ্মাধিপতি সমুদায় সৈন্য সামন্ত ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করেছেন, অবিশ্বাসের কারণ নাই।

রাজা। লিপিখানি সরলচিত্তে চিত্রিত।

শশা। পরাজিত ভূপতি কৌশলাবলম্বী; লিপি খানি সম্পূর্ণ সন্দেহশূন্য না হতে পারে।

সম। আমাদের আশঙ্কার কারণ নাই।

রাজা। শিখণ্ডিবাহনের অভিপ্রায় কি?

শিখ। লিপি খানি সম্মানে পরিপূর্ণ; সরলতালেখনীতে লিখিত।

সর্ব্বে। ব্রহ্মাধিপতি অনুতাপে পরিতপ্ত, সারল্যাবলম্বন অনুতপ্ত চিত্তের মুক্তি।

রাজা। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সমীচীন সিদ্ধান্ত। বক্কেশ্বরের মুখে এত হাসি কেন?

বক্কে। ভ্যালা লিপি লিখেছে মহারাজ; যে দুটো কথা পৃথিবীর সার সে দুটোই লিপিতে বিরাজমানা; সে দুটো কথাতে সম্মান আর সরলতা ফুটে বেরুচ্চে, ও দুটো কথার মূল্য দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।

রাজা। কোন্ দুটো?

বক্কে। "আহার" আর "ভোজন"। ব্রহ্মাধিপতির চমৎকার বর্ণবিন্যাস--"ভোজন বন্ধুতার জীবন"। ক্ষুদ্রবুদ্ধি সমালোচকেরা বল্‌তে পারেন ব্রহ্মাণ্ডের জীবন বল্যে ভাল হত। সেটা যে ভাবে প্রকাশ তা তারা অনুভব করে না। ক্ষুদ্রবুদ্ধি সমালোচক কুট্‌কুটে মাচি; কাব্য কলেবরে কত মনোহর স্থান আছে তাতে বসে না কোথায় নখের কোণে একটু ঘা আছে ভন্ করে সেই খানে গিয়ে কুট্ করে কামড়ায়।

সর্ব্বে। "মণিময় মন্দির মধ্যে পিপীলিকাশ্ছিদ্রমন্বেষয়ন্তি"।

রাজা। ব্রহ্মাধিপতি বলেন "একত্রে ভোজন বন্ধুতার জীবন"।

বঙ্কে। একা ভোজনেও বন্ধুতা হয়।

রাজা। কার সঙ্গে?

বঙ্কে। প্রাণের সঙ্গে। শ্মশানে মশানে রাজদ্বারে আহারে ভোজনে যিনি সহায় তিনিই সত্যবন্ধু। ধর্ম্মনীতিবেত্তারা বলেন।

সত্য বন্ধু হতে চাও,

মধ্যে মধ্যে ভোজন দাও।

সর্ব্বে। লিপির পংক্তি গুলি সৌহার্দ্দাবলি।

বঙ্কে। লিপির পংক্তি গুলি চন্দ্রপুলি।

রাজা। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা সর্ব্ববাদিসম্মত?

সকলে। সর্ব্ববাদিসম্মত।

শশা। ব্রহ্মসেনাপতিকে কি অগ্রে প্রেরণ করা যাবে?

রাজা। ব্রহ্মেশ্বর সেনাপতির কোন কথা উল্লেখ করেন নাই।

শিখ। সেনাপতিকে আমি সমভিব্যাহারে লয়ে যাব।

[প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ব্ভাঙ্ক। কাছাড় রাজধানী।

রাজসভা। মধ্যস্থলে শূন্য সিংহাসন, দক্ষিণ পার্শ্বে বীরভূষণ, ব্রহ্মসেনাপতি, ব্রহ্মাধিপতির পারিষদ গণ এবং কাছাড়ের অমাত্যগণ এবং বাম পার্শ্বে রাজা, শশাঙ্কশেখর, সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম, সমরকেতু, শিখণ্ডিবাহন, মকরকেতন, বক্কেশ্বর এবং মণিপুরের পারিষদগণ আসীন।

ব্রহ্মসেনা। (বীরভূষণের প্রতি।) মহারাজ! আপ

পরাজয়ে জয় লাভ করিছি; পরাজয়ের কল্যাণে বীর কুলাভরণ শিখণ্ডিবাহনের অকৃত্রিম প্রণয় লাভ হয়েছে। শিখণ্ডিবাহনের সুমধুরস্বভাব যিনি অবগত হয়েছেন তিনি অবশ্যই স্বীকার কর্‌বেন, শিখণ্ডিহাহনের প্রণয়ের সঙ্গে একটা রাজত্যের বিনিময় হার নয়।

বীর। শিখণ্ডিবাহন তোমার প্রধান শত্রু, শিখণ্ডিবাহন তোমাকে রণে পরাজিত করে মণিপুর শিবিরে বন্দী করে রেখে-ছেন; তোমার মুখে যখন শিখণ্ডিবাহনের এমন বর্ণনা তখন শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডিবাহন।

প্র, অমা। মহারাজ! শিখণ্ডিবাহনের আন্তরিক মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়েই ত আপনি অবিবাদে কাছাড় রাজত্ব শিখণ্ডিবাহনকে অর্পণ কর্ত্তে সম্মত হলেন।

রাজা। মহতেই মহত্ত্বের অনুরাগী হয়। মহারাজ মহদাশয়, আপনার সম্মান এবং স্নেহগর্ভ আহ্বানে আমি যার পর নাই অনুগৃহীত এবং সম্প্রীত হইচি। আপনি আমাকে যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ কর্‌লেন। আপনার আপত্তি অতীব অনুকূল।

বীর। শিখণ্ডিবাহনের জন্ম সম্বন্ধে আমার বাঙ্‌ নিষ্পত্তি নাই।

রাজা। কিন্তু আমার অনেক বক্তব্য আছে।

সম। ত্রিপুরা ঠাকুরাণী এই খানেই আগমন কর্‌বেন।

রাজা। তুমি কি সুবর্ণ কৌটা দেখেছ?

সম। আজ্ঞে না। কিন্তু শুন্‌লেম কৌটাটি নষ্ট হয় নাই।

রাজা। আমি ভিন্ন সে কৌটা আর কেহ খুল্‌তে পারে না। আমি যদি সে কৌটা প্রাপ্ত হই আর তার ভিতরে যদি মণিপুর

রাজবংশের শ্রেষ্ঠ গজমতির মালা পাই তাহলে আমার আর কোন সন্দেহ থাকে না।

বীর। মহারাজের সকল কথা আমার বোধ গম্য হচ্চে না।

রাজা। মহারাজ! সকলেই অবগত আছেন আমার জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ভজাত পুত্র সূতিকাগার হতে অপহৃত হয়; ধুনী দাই এ অপহরণের মূল। ধুনী দাই জীবিতা আছে। আমার অনুজ্ঞানুসারে মণিপূরের শান্তিরক্ষক ধুনী দাইয়ের নিকট সকল বৃত্তান্ত অবগত হয়ে লিপিবদ্ধ করে পাঠিয়েছে।

বীর। সে লিপি কোথা?

শশা। আমার নিকটে।

রাজা। সভার সমক্ষে লিপি পাঠ কর।

শশা। যে আজ্ঞা। (লিপি পাঠ।)

মান্যবর শ্রীযুক্ত সমরকেতু সেনাপতি মহোদয় অমিত প্রতাপেষু।

অনেক অনুসন্ধানের পর ধনমণি ধাত্রীকে ধৃত করিয়াছি। আপনার দ্বিতীয় অনুজ্ঞা আগত না হওয়া পর্য্যন্ত ধনমণি বিহিত প্রহরী পরিবেষ্টিত কারাগারে নিহিতা। ধনমণি প্রায় ক্ষিপ্তা। রাজ পুত্রাপহরণ বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক সমুদায় অম্লানবদনে প্রকাশ করিল কিছু মাত্র সঙ্কোচ যোধ করিল না। ধুনী একাকিনী পশ্চিম পল্লির প্রান্তভাগে নিবসতি করিত। কাহারো সহিত কথা কহিত না, কেবল বিড় বিড় করে "কি সর্ব্বনাশ কর্‌লেম কি সর্ব্বনাশ কর্‌লেম" বলিত। ধুনীদাই যেরূপ বলিল তাহা অবিকল নিম্নে লিখিয়া দিলাম।

"আমার নাম ধুনীদাই। আমার বয়স সাড়েশতের গণ্ডা। আমি রাজ বাড়ীর প্রায় সকলেরই সূতিকাগারে থাকিতাম। বড় রাণীর সূতিকাগারে আমি ছিলাম। বড় রাণীর প্রথম বিয়েন—শেষ বিয়েন বল্যেও হয়, কারণ তিনি এই বিয়েনের পরেই মরেন। বড় রাণী ময়ূর চড়া কার্ত্তিক প্রসব করেছিলেন। রাজা সোনার কটো শুদ্ধ মুক্তার মালা দিয়ে ছেলের মুখ দেখ্‌লেন। হিংসুটে কোন নষ্টলোক আমাকে সোনার সাতনরী দিয়ে বল্যে সোনার কটো শুদ্ধ ছেলে জলে ফেলে দিয়ে আয়। আমি সোনার কটো শুদ্ধ ছেলে বিন্দু সরোবরে রেখে এলেম। বাড়ী এসে মনটা কেমন কর্ত্তে লাগ্‌লো, ভাব্‌লেম ছেলে তুলে এনে বড়রাণীর কোলে দিয়ে আসি, তখনি বিন্দু সরোবরে গেলেম, ছেলে পেলেম না। সোনার কটো শুদ্ধ ছেলে কে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। ছেলে শ্যাল শকুনে খায় নি, তা হলে সোনার কটো পড়ে থাকৃত। নষ্ট লোক একটু পরে আমার কুঁড়ে ঘরে এসেছিলেন, আমায় বল্যেন ধুনী তোরে দশছড়া সোনার সাত-নরী দিচ্চি তুই ছেলে ফিরে নিয়ে আয়, তিনি আমার সঙ্গে বিন্দু সরোবরে গিয়ে কত খুঁজ্‌লেন, কত আমার পায়ধরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, ছেলে পেলেন না, আমায় কত গাল দিলেন, বল্যেন সোনার কটোর লোভে তুই ছেলে মেরে ফেলিচিস। আমি কত দিব্বি কল্যেম তা তিনি শুন্‌লেন না, আমি যদি ছেলে নষ্ট কত্তেম আমি তাঁকে তখনি বল্‌তেম, তখনও যদি বল্‌তে ভয় কত্তেম এখন বল্‌তে ভয় কত্তেম না, কারণ এখন আমি যমের বাড়ী যাবার জন্যে বড় ব্যস্ত হইচি, কেবল পথ পাচ্চি না।"

বীর। শিখণ্ডিবাহন কি ত্রিপুরা ঠাকুরাণীর গর্ভজাত পুত্র?

রাজা। সে কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা কল্যেই ভাল হয়।

সর্ব্বে। শিখণ্ডিবাহন ত্রিপুরা ঠাকুরাণীর গর্ভজাত পুত্র নন্। ত্রিপুরাঠাকুরাণী বিধবা হয়ে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত মণিপুরে ছিলেন, তখন তাঁর কোন সন্তান ছিল না। তিনি পরে তীর্থ দর্শনে গমন করেন, পাঁচ বৎসর পরে গৃহে প্রত্যাগমন কর্‌লে দেখা গেল তাঁর অঙ্কে শিখণ্ডিবাহন তাঁর পুত্র স্বরূপ শোভা পাচ্চেন।

সম। তখন শিখণ্ডিবাহনের নাম শিখণ্ডিবাহন ছিল না। ত্রিপুরা ঠাকুরাণী শিখণ্ডিবাহনকে কুড়ান চন্দ্র বলে ডাকুতেন। আমার কাছে যখন ত্রিপুরা ঠাকুরাণী কুড়ান চন্দ্রকে শিক্ষার নিমিত্ত দিলেন আমি তার কার্ত্তিকেয়ের মত রূপ এবং সাহস দেখে মোহিত হলেম এবং কুড়ান পরিবর্ত্তে শিখণ্ডিবাহন নাম দিলাম। ত্রিপুরাঠাকুরাণী উপস্থিতা, তাঁর নিকট সকল কথা জিজ্ঞাসা করুন।

ত্রিপুরা ঠাকুরাণীর প্রবেশ।

সর্ব্বে। (ত্রিপুরাঠাকুরাণীর প্রতি।) মা আপনি সভা-মণ্ডপে উপস্থিতা। মণিপুর মহীশ্বরের এবং ব্রহ্মদেশাধিপতির অবস্থানে সভা অমরাবতীর সভার ন্যায় শোভা পাচ্চে। আপনি মহারাজদ্বয়ের সমক্ষে ধর্ম্মসাক্ষী করে সত্য কথা ব্যক্ত করুন। শিখণ্ডি বাহন আপনার গর্ভজাত পুত্র কি না এবং যদি গর্ভজাত পুত্র না হন তবে কি প্রকারে শিখণ্ডিবাহনকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন তাহা আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করে বলুন।

ত্রিপু। আমি চিরদুঃখিনী, আমি বড় আশা করে রইচি শিখণ্ডিবাহনের বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে ঘর করব; আমি শিখণ্ডি-বাহনের বিয়ে দেবার কত চেষ্টা কর্‌লেম, একটি পাত্রীও বাবার মনোনীত হল না।

শিখ। মা আমি যদি আপনার গর্ভজাত পুত্র না হই তাতে আপনার সংসার সুখের ব্যাঘাত কি? আমি আপনার যে পুত্র সেই পুত্রই থাকব, আমি আপনাকে যাবজ্জীবন জননী বলে ভক্তি করব, আমার স্ত্রী আপনার দাসী স্বরূপ আপনাকে পূজা করবে।

ত্রিপু। বাবা শিখণ্ডিবাহন তোমার মিষ্টি কথা শুন্‌লে তুমি যে আমার গর্ভজাত পুত্র নও তা বল্‌তে আমার বুক ফেটে যায়।

শিখ। মা যদি আপনার অন্তঃকরণে কষ্ট হয়, বল্‌বেন না। আমি আপনার গর্ভজাত পুত্র বলে এত কাল পরিচিত, এখনও তাই থাকব। আমি দুঃখিনীর পুত্র, স্বীয় বাহুবলে রাজ্যলাভ করে দুঃখিনীমাতাকে রাজমাতা করে পরম সুখী হব।

ত্রিপু। বাবা তুমি চিরজীবী হয়ে থাক এই আমার বাসনা। তোমার মুখখানি দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার মৃত্যু হলেই আমার জীবন সার্থক, মরণকালে তোমার হাতের এক গণ্ডূষ জল আমার মুখে পড়্‌লেই আমার স্বর্গলাভ হবে। বাবা আজ্‌কের রাজসভা আমার পক্ষে প্রভাস তীর্থ, যশোদার মত আজ আমি গোপাল হারালেম, এত সাধের শিখণ্ডিবাহন আজ আমার পর হল।

রাজা। দিদি ঠাকুরুণ! আপনি কাঁদেন কেন? আপনি সকল কথা প্রকাশ করে বলুন, শিখণ্ডিবাহন আপনার কখন পর হবে না।

শিখ। মা আপনার যদি মনে কষ্ট হয় আপনি কোন কথা প্রকাশ করবেন না।

ত্রিপু। বাবা আমার মনে কষ্ট হবার সম্ভাবনা, কিন্তু সকল কথা প্রকাশ করে বল্যে তোমার মুখ উজ্জ্বল হবে, সেই জন্যেই মহারাজের সমক্ষে আমি সকল কথা ব্যক্ত কর্ত্তে সম্মত হইচি।

শশা। মা আপনি ত সেনাপতি মহাশয়কে সকল কথা বলেছেন; এখন মহারাজের সমক্ষে আপন মুখে সেই সকল কথা প্রকাশ করে মহারাজকে সুখী করুন।

ত্রিপু। শিখণ্ডিবাহন আমার গর্ভজাত পুত্র নন।

নর্ম্মো। নীরব হলেন কেন? শিখণ্ডিবাহনকে তবে কি প্রকারে পেলেন।

ত্রিপু। মহারাজ! বৈধব্য যন্ত্রণার মত আর যন্ত্রণা নাই, আমি বিধবা হয়ে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত শয্যাগত ছিলেম, কাহারো বাড়ী যেতেম না, কাহারো সঙ্গে বাক্যালাপ কর্ত্তেম না, কোন কথায় কান দিতেম না। পাঁচ বৎসর এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে মনস্থ করলেম যে কদিন বেঁচে থাকি তীর্থ দর্শনে জীবন যাপন করব, আর সুখশূন্য ঘরে ফিরে আসব না। এই স্থির করে এক দিন রাত্রি যোগে একাকিনী তীর্থ যাত্রা করলেম। বিন্দু সরোবরের তীর দিয়ে গমন করচি এমন সময় সদ্যোজাত সন্তানের রোদন শব্দ শুনতে পেলেম, একটু অগ্রসর হয়ে দেখলেম একটি ছেলে পদ্মপত্রের উপর শুয়ে কাঁদচে, এবং ছেলের পার্শ্বে একটি সোনার কৌটা রয়েছে। আমার হৃদয়ে মাতৃস্নেহের সঞ্চার হল, তৎক্ষণাৎ শিশুটি কোলে করে নিলেম, এবং সোণার কৌটাটি তীর্থ যাত্রার ঝুলিতে বাঁধলেম। ছেলে কোলে করে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত চন্দ্রনাথ, কামাখ্যা, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি নানা তীর্থ পর্য্যটন করলেম। বাড়ীতে ফিরে আসবের বাসনা ছিল না। শিশুটি পাঁচ বৎসর বয়সে দশবৎসরের মত দেখাইতে লাগল, তার মিষ্ট কথা শুনবের জন্যে অনেক লোকে তাকে কোলে করে লইত। এক দিন এক জন সন্ন্যাসী শিশুটি অবলোকন করে আমায় বল্যেন মা এ শিশু নিয়ে আপনার বৃন্দাবন-

বাসিনী হওয়া উচিত নয়, এ শিশুর কপালে যে রাজদণ্ড দেখ্‌ছি এ শিশু নিশ্চয় রাজা হবে, আপনি বাড়ী ফিরে যান, শিশুকে উপযুক্ত শিক্ষা দেন, দেখ্‌বেন আমার উক্তি ফলবতী হবে। এই কথা শুনে আর শিশুর সকল সুলক্ষণ দেখে আমি বাড়ী ফিরে এলেম এবং সেনাপতি মহাশয়ের নিকটে শাস্ত্রবিদ্যা আর শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা কর্ত্তে দিলেম। কুড়িয়ে পেয়েছিলেম বলে শিশুর নাম কুড়ান চন্দ্র রেখেছিলেম। সেনাপতি মহাশয় কুড়ানকে শিখণ্ডি-বাহন নাম দিয়েছিলেন। সেনাপতি মহাশয় শিখণ্ডিবাহনকে এত ভাল বাস্‌তেন আমার এক এক বার সন্দেহ হত, হয়ত শিখণ্ডিবাহন সেনাপতির পুত্র। শিখণ্ডিবাহন অল্পদিনের মধ্যে সকল বিদ্যায় নিপুণ হলেন, ক্রমে ক্রমে মহারাজের অনুগ্রহ-ভাজন হলেন, সহকারী সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হলেন, কাছাড় যুদ্ধে জয় লাভ করেছেন, আজ রাজত্বে অভিষিক্ত হবেন।

শশা। সোণার কৌটাটি কোথায়?

ত্রিপু। কত চেষ্টা কর্‌লেম সোণার কৌটা খুল্‌তে পার্‌-লেম না, বোধ হয় কৌটাটি খোলা যায় না। ভাব্‌লেম শিখণ্ডি-বাহনের স্ত্রীকে কৌটাটি যৌতুক দেব।

সম। কৌটাটি এনেছেন ত?

ত্রিপু। আমার নিকটেই আছে, এই নেন।

রাজা। কৌটাটি আমার নিকটে দাও। (কৌটাগ্রহণ।) এ সুবর্ণ কৌটাটি আমার, এক জন যুবা সুবর্ণকার স্বীয় শিল্প-নৈপুণ্য দেখাইবার জন্য এই কৌটাটি প্রস্তুত করে আমায় দেয়, আমি তাহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিই, কৌটার চাবি নাই, কিন্তু যে জানে তার পক্ষে খোলা অতি সহজ। রাজবংশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গজমতি মালা এই কৌটায় বন্ধ করে কৌটাটি বড়

রাণীর হস্তে সুতিকাগারে দিয়েছিলেম। (কৌটার মধ্যস্থলে টোকা মারণ এবং কৌটার তালা উদ্ঘাটন।) এই দেখুন সেই গজমতি হার। আমার আর সন্দেহ নাই, শিখণ্ডিবাহন আমার পাটরাণী প্রমীলার গর্ভজাত পুত্র। (শিখণ্ডিবাহনকে আলিঙ্গন এবং শিখণ্ডিবাহনের গলায় গজমতি মালা প্রদান।) আমার প্রমীলা যদি আজ জীবিতা থাকৃতেন, প্রাণপুত্রের মুখচুম্বন করে চরিতার্থা হতেন। বাবা শিখণ্ডিবাহন, তোমায় আমি পুত্র অপেক্ষাও ভাল বাস্তেম। তুমি আমার ঔরষ জাত পুত্র সম্পূর্ণ প্রমাণ হল ; তোমার রণ পাণ্ডিত্যে পরিতুষ্ট হয়ে তোমার গলায় এই গজমতি মালা দিতে বাসনা করে-ছিলেম, সেই মালা তোমার গলায় আজ প্রাণ পুত্র বলে দান কর্লেম। আমার সুখের পরিসীমা নাই। কৃতজ্ঞ চিত্তে পরমেশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ করি।

সর্ব্বে। আমরা অনেক দিন হতে সন্দেহ কর্তেম শিখণ্ডি-বাহন পাটরাণী প্রমীলা দেবীর গর্ভজাত পুত্র। ব্রহ্মদেশাধি-পতির আপত্তি খণ্ডন কর্তে গিয়ে শিখণ্ডিবাহন রাজপুত্র প্রমাণীকৃত হল। ব্রহ্মাধীশ্বর এ শুভ ঘটনার আকর, সুতরাং তিনিও আমাদের ধন্যবাদার্হ।

শশা। মহারাজ ব্রহ্মাধিপতি শিখণ্ডিবাহন জারজ সত্ত্বেও শিখণ্ডিবাহনকে রাজা কর্তে প্রস্তুত হয়েছিলেন, এক্ষণে প্রমাণ হল শিখণ্ডিবাহন মণিপুরের যুবরাজ, ব্রহ্মেশ্বর বোধ করি এখন শিখণ্ডি-বাহনকে কাছাড় রাজ্যে অভিষিক্ত কর্তে পরম সুখী হবেন।

বীর। আমার একটি কথা জিজ্ঞাস্য। বড়রাণীর সদ্যোজাত শিশু কোন নষ্ট লোকের কুপরামর্শে অপহৃত হয়; সে নষ্ট লোকটা কে ?

সম। তা জেনে প্রমাণের কোন পোষকতা হবে না, প্রমা-ণের পোষকতার কোন আবশ্যকতাও নাই।

বীর। শিখণ্ডিবাহন মণিপুর মহীশ্বরের ঔরষজাত পুত্র তাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, তার প্রচুর প্রমাণ হয়েছে। রাজবাড়ী হতে রাজপুত্র অপহরণ অতীব আশ্চর্য্য, এইজন্যে আমি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করি নষ্টলোকটা কে?

শশা। নষ্টলোকের নাম বোধকরি ধুনী দাই ব্যক্ত না করে থাকবে।

বীর। ধুনীদাই যেরূপ অসঙ্কুচিত চিত্তে সত্য কথা বলেছে তাতে নষ্টলোকের নাম গোপন রাখা সম্ভব নয়।

সর্ব্বে। নষ্টলোকের নাম উল্লেখে উপস্থিত বিষয়ের কোন উপকার হবে না, কিন্তু কাহারো না কাহারো মনে ব্যথা জন্মিতে পারে।

বীর। মহারাজ জানেন কি না? আপনার বদন অতিশয় বিরস হল, মার্জ্জনা কর্‌বেন আমি প্রশ্ন রহিত কর্‌লেম।

মক। মণিপুর মহারাজ বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন নষ্টলোক টা কে, কেবল কলঙ্কের ভয়ে বল্‌তে সাহস কচ্চেন না।

সম। মকরকেতন তুমি কি কথা না কয়ে থাকতে পার না; রাজায় রাজায় কথা হচ্চে সেখানে তোমার বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন কি?

মক। প্রয়োজন পাপের প্রায়শ্চিত্ত—নষ্টলোক মণিপুর মহারাজের কনিষ্ঠামহিষী গান্ধারী, পাপাত্মা মকরকেতনের পাপীয়সী জননী—(ধরণীতলে পতন।)

রাজা। সমরকেতু আমি যে ভয় করেছিলেম তাই ঘট্‌লো, মকরকেতন মূর্চ্ছিত হয়েছেন। (মকরকেতনকে ক্রোড়ে লইয়া।)

বাবা মকরকেতন তুমি স্থির হও, তুমি আমার সমক্ষে চক্ষের জল ফেল না, তোমায় কাতর দেখ্‌লে আমার প্রাণ বিদীর্ণ হয়ে যায়।

মক। পিতা আমার মনে অতিশয় ঘৃণা হয়েছে, পিতা আমার আশা আপনি পরিত্যাগ করুন, আমি এ পাপজীবনে এই দণ্ডে জলাঞ্জলি দেব—আমায় অনুমতি দেন আমি পাপীয়সী জননীর মস্তক ছেদন করি। আমায় ছেড়ে দেন আমি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরি। পিতা আমি সকল সহ্য কর্ত্তে পারি, পুজনীয় শিখণ্ডিবাহনের ঘৃণা সহ্য কর্ত্তে পারি না। (রোদন।)

শিখ। (মকরকেতনের গলা ধরিয়া।) মকরকেতন তোমায় আমি কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ভাল বাস্‌তেম, এখন তুমি আমার প্রকৃত কনিষ্ঠ সহোদর।

মক। দাদা, পাপীয়সীর পেটে জন্ম বলে আমায় ঘৃণা কর্‌বেন না—আমি পাপাত্মা, তোমার সহোদরের যোগ্য নই।

শিখ। মকরকেতন, নিতান্ত অশান্ত হলে দেখ্‌চি যে। তুমি স্থির হও। আমরা দুই ভেয়ে পরমসুখে রাজ্য কর্‌ব। তুমি মনিপুরের রাজা হবে, আমি কাছাড়ের রাজা হব।

মক। দাদা আমায় আর রাজ্যের কথা বল্‌বেন না। আমি পাপাত্মা, আমার জননী—

শিখ। আবার ঐ কথা। তুমি কি আজ আমার উপদেশ অবহেলা কল্যে?

মক। দাদা আপনার উপদেশ আমার শিরোধার্য্য। আপনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর, আপনাকে আমি পিতার মত ভক্তি করি, আপনি আমায় যা কর্ত্তে বলেচেন আমি তাই করচি, আপনি আমায় যা কর্ত্তে বল্‌বেন তাই করব, কিন্তু

দাদা আমার এক ভিক্ষা, আমায় কখন রাজা হতে বল্‌বেন না; মণিপুর রাজ্যও আপনার, কাছাড় রাজ্যও আপনার, আপনি উভয় রাজ্যের সিংহাসনে উপবেশন করুন, আমি লক্ষ্মণের মত আপনার মস্তকে রাজছত্র ধরে দাঁড়াই।

শিখ। মকরকেতন তোমার অতি উচ্চ অন্তঃকরণ, তাই তুমি এরূপ কথা বল্‌তেছ। আমি বাল্যকালাবধি তোমায় অতিশয় স্নেহ করি, তুমি রাজা হলে আঁমার মনে যত আনন্দ হবে আমি নিজে রাজা হলে তত হবে না। ভাই, তোমার মলিন মুখ দেখে পিতার চক্ষু দিয়ে জল পড়্‌চে, আর তোমার রোদন করা উচিত নয়।

মক। দাদা আপনি আমার জীবন রক্ষা কর্‌লেন।

রাজা। মহারাজ বীর ভূষণ সমুদায় স্বকর্ণে শুন্‌লেন, এখন মহারাজ যা প্রতিজ্ঞা করেছেন তা সাধন করুন।

বীর। মহারাজ এক্ষণে কি আজ্ঞা করেন?

রাজা। যুবরাজ শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড় রাজ্যের রাজা করুন।

বীর। আমি জীবিত থাক্‌তে মণিপুরের যুবরাজ কখনই কাছাড়ের রাজা হতে পারেন না।

রাজা। প্রলাপ।

শশা। দ্বেষ।

সর্ব্বে। ব্যঙ্গ।

বক্কে। হাঁড়ি গড়া কুমর।

বীর। সে কিরূপ বক্কেশ্বর।

বক্কে। মাতায় করে বয়ে এনে পা দিয়ে ছ্যানা।

বীর। তোমায় আমি ব্রহ্মদেশে লয়ে যাব।

বক্কে। মহারাজ যেতে দেবেন না।

বীর। কেন ?

বক্কে। আপনি আজ্ঞা না করে যে জন্যে বর্ম্মা পনি অন্য দেশে যেতে দেন না।

সম। মহারাজের কথার ভাব বুঝ্‌তে পাল্যেম না। আপনি কি কৌতুক কচ্চেন না প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত কচ্চেন।

বক্কে। এ অভিপ্রায় কখন প্রকৃত হতে পারে না।

বীর। কেন ?

বক্কে। তা হলে ফলারের যা আযোজন করেছেন সব বৃথা হয়ে যাবে। আয়োজন ত সাধারণ নয়—চন্দ্র পুলির হিমাচল, খিরচাঁপার নৈমিষারণ্য, কাঁচাগোল্লার কুরুক্ষেত্র, রসমুণ্ডির রাম-রাবণে যুদ্ধ, পায়েসের জলপ্লাবন, চিনির বালি আড়ি।

বীর। আমি প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিছি।

বক্কে। তার কি সময় অসময় নাই। পেটের পোড়ার মুখ, দাঁতের ফাঁক দিয়ে পালাল—

সম। মহারাজ স্পষ্ট করে বলুন আমরা সেই রূপ কার্য্য করি।

বক্কে। মহারাজ এখন ভোজনের সময়, ভোজন সমাপন করুন তার পর ভোজনান্তে এ কথার মীমাংসা হবে।

বীর। এতে আমার আপত্তি নাই।

রাজা। কিন্তু আমার সম্পূর্ণ আছে।

সম। ব্রহ্মাধিপতির মতিচ্ছন্ন হয়েছে।

বক্কে। তা হলে অত চন্দ্রপুলি গড়ে উঠ্‌তে পার্‌তেন না।

শশা। আপনার অভিপ্রায় কি প্রকাশ করে বলুন আমরা আমাদের শিবিরে চলে যাই।

বক্কে। না খেয়ে ? মন্ত্রি মহাশয় মানুষ খুন কর্ত্তে পারেন।

বীর। বক্কেশ্বর আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌চি তোমায় আমি না খাইয়ে ছেড়ে দেব না।

বক্কে। মহারাজের কথা গুলিই চন্দ্র পুলি—মনে কপটতা থাক্‌লে মুখ দিয়ে এমন সরল চন্দ্র পুলি নিঃসৃত হয় না। জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি মহারাজের স্কন্ধ হতে দুষ্ট সরস্বতীকে দূরীভুত করুন, নিদেনে ভোজন পর্য্যন্ত।

সর্ব্বে। যুবরাজ শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড়ের অধিপতি কর্‌তে মহারাজের কি যথার্থই অমত?

বীর। সম্পূর্ণ।

রাজা। শিখণ্ডিবাহনের হাস্য বদন দেখে আমি বিস্মিত হচ্চি। এরূপ রাজনীতি বিরুদ্ধ কার্য্য দেখে শিখণ্ডিবাহন যুদ্ধ আরম্ভ না করে প্রফুল্ল হয়ে বসে আছেন বড় আশ্চর্য্য।

শিখ। পিতা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্চে মহারাজ বীরভূষণ মণিপুর বীরপুরুষদিগকে আপন ভবনে পেয়ে কৌতুক কচ্চেন।

বক্কে। শিখণ্ডিবাহন ভ্যালা লোক বাবা, আচ্ছা অনুধাবন করেছে। আমার বোধ হয় ভোজনের জায়গা হচ্চে।

সম। মহারাজ কি আমাদিগকে আপন বাড়ীতে পেয়ে অবজ্ঞা কচ্চেন?

বীর। সম্মানের পাত্রকে কি কেউ অবজ্ঞা করে থাকে?

বক্কে। বিশেষ ভোজনের সময়।

সম। তবে মণিপুরের যুবরাজকে কাছাড় সিংহাসনে অধিরূঢ় হতে সম্মতি দান করুন।

বীর। জীবন থাক্‌তে হবে না।

সম। (তরবারি নিষ্কাশন করিয়া।) তবে যুদ্ধ করুন।

বীর। আমার সৈন্য সামন্ত কিছুই এখানে নাই।

সম। তবে কর্‌বেন কি?

বীর। আমার জামাতাকে কাছাড়ের রাজা কর্‌ব।

সম। আপনার জামাতা কে?

বীর। মণিপুর মহীশ্বরের ঔরসজাত পুত্র শ্রীমান শিখণ্ডিবাহন—(মণিপুর রাজাকে আলিঙ্গন।) ভাই তুমি আমার বৈবাহিক, তোমার "কমলে কামিনী" আমার প্রাণাধিকা দুহিতা রণকল্যাণী। শিখণ্ডিবাহন শাস্ত্রমত আমার এবং মহিষীর সম্মতিতে রণকল্যাণীর পাণিগ্রহণ করেছেন।

রাজা। ভাই তুমি আমার সুখের সাগর উচ্ছলিত কল্যে। আমার "কমলে কামিনী" রাজকন্যা, আমার "কমলে কামিনী" ব্রহ্মদেশাধিপতির দুহিতা, আমার "কমলে কামিনী" প্রাণাধিক শিখণ্ডিবাহনের সহধর্ম্মিণী, আমার পুত্রবধূ? কি আনন্দ! কি আমোদ! ভাই মাকে একবার সভামণ্ডপে আনয়ন কর, পুত্রবধূর পবিত্র মুখ অবলোকন করে জন্ম সফল করি।

সর্ব্বে। আজ আমাদের সুখের পরাকাষ্ঠা—"কমলে কামিনী" ব্রহ্মরাজের অঙ্গজা, যুবরাজ শিখণ্ডিবাহনের ধর্ম্মপত্নী, কি আনন্দের বিষয়। সকল বিগ্রহের এইরূপ সন্ধি হলে ভূপতিগণের সুখের সীমা থাকে না।

বক্কে। এত সন্ধি নয়, কলহ নিমগাছে মিলন আম্র কল— না হবে কেন, নিমের গুঁড়িতে জগন্নাথের ভুঁড়ি নির্ম্মিত হয়, যাঁর কল্যাণে উদর পূরণে জেতের বিচার নাই।

রণকল্যাণী, সুরবালা এবং নীরদকেশীর প্রবেশ।

বীর। ও মা রণকল্যাণী তুমি অতিশয় ভাগ্যবতী, বীরকুল পূজনীয় শ্রীমান্ শিখণ্ডিবাহন তোমার স্বামী, রাজকুল পূজ-

নীয় মহারাজ মণিপুর মহীশ্বর তোমার শ্বশুর। শিখণ্ডিবাহন মণিপুর মহীশ্বরের ঔরসজাত পুত্র। তোমার শ্বশুরকে প্রণাম কর। (রণকল্যাণীর প্রণাম।)

রাজা। (রণকল্যাণীর মস্তকাঘ্রাণ।) মা তুমি আমার রাজলক্ষ্মী। "আমার কমলেকামিনী" আমার জীবনসর্ব্বস্ব শিখণ্ডিবাহনের সহধর্ম্মিণী। পরমেশ্বরের নিকটে কৃতজ্ঞচিত্তে প্রার্থনা করি তুমি জন্মএয়স্ত্রী হয়ে পরম সুখে রাজ্যভোগ কর। সুখের সময় সকলি সুখময়। বসন্তকালে তরুরাজি সুকোমল পল্লবে বিভূষিত হয়ে নয়নে আনন্দ প্রদান করে, কুসুমরাজি বিকসিত হয়ে পরিমল বিতরণে নাসিকাকে আমোদিত করে, বিহঙ্গমকুল সুমধুর সঙ্গীতে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করে, স্রোতস্বতী সুবাসিত স্বচ্ছ সলিলদানে তাপিত কলেবর শীতল করে। আজ আমার সৌভাগ্যের বসন্তকাল, বীরকুলকেশরী শিখণ্ডিবাহন আমার পুত্র হলেন, অমিততেজা ব্রহ্মাধিপতির সর্ব্বলোকললামভূতা দুহিতা আমার পুত্রবধূ হলেন, দুর্দ্দম অরাতি ব্রহ্মমহীপতি আমার স্নেহপূর্ণ বৈবাহিক, বিনাশসঙ্কুল বিগ্রহের বিনিময়ে উন্নতিসাধক সন্ধি। বৈবাহিক মহাশয় তুমি ধন্য, তোমা হতেই এ পূর্ণানন্দের উদ্ভব।

শিখ। রণকল্যাণি ইনি আমার স্নেহময়ী জননী, তুমি যাঁকে দেখ্‌বের জন্যে গোপনে আমার সঙ্গে যেতে চেয়েছিলে, আমার জননীকে প্রণাম কর। (ত্রিপুরা ঠাকুরাণীকে রণকল্যাণীর প্রণাম।)

ত্রিপু। (রণকল্যাণীকে আলিঙ্গন) আজ আমার নয়ন সার্থক, আমার শিখণ্ডিবাহনের বউ দেখ্‌লেম। এমন ভুবনমোহন রূপত কখন দেখিনি ; মা আমার সত্য সত্যই "কমলে কামিনী"। মা তুমি শিখণ্ডিবাহনের সঙ্গে রাজসিংহাসনে বস আমি দেখে চরিতার্থ হই।

রণ। মা আপনি রাজমাতা, আমি আপনার দাসী, আপনি রাজধানীতে স্বর্ণসিংহাসনে বসে থাকবেন আমি রাত্রিদিন আপনার পদসেবা করব।

ত্রিপু। মার আমার যেমনরূপ, তেমনি মধুমাখা কথা। শিখণ্ডিবাহন যে আমাকে এমন বউ এনে দেবেন তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না। বাবা শিখণ্ডিবাহন আজ আমার জীবন সার্থক হল। (শিখণ্ডিবাহনকে আলিঙ্গন ; শিখণ্ডিবাহনের এবং রণকল্যাণীর হস্ত ধরিয়া সিংহাসনে স্থাপন, মকরকেতন রাজছত্র ধরিয়া দণ্ডায়মান। নেপথ্য হইতে পুষ্প বৃষ্টি ও উলুধ্বনি।)

শিখ। ভাই মকরকেতন তুমি রণ কল্যাণীর বামপার্শ্বে সিংহাসনে উপবেশন কর।

মক। না দাদা আমি রাজছত্র ধরে দাঁড়িয়ে থাকি।

শিখ। তা হলে আমার মনে বড় কষ্ট হবে।

রণ। ঠাকুরপো সিংহাসনে এসে বস। (মকরকেতনের সিংহাসনে উপবেশন।) সুরবালা! সুশীলাকে নিয়ে এস।

[সুরবালার প্রস্থান।

রাজা। সুশীলা আমার মকরকেতনের ধর্ম্মপত্নী, সেনাপতি সমরকেতুর কন্যা।

বীর। আমার রণকল্যাণী এসব পরিচয় আমাকে দিয়েছেন।

সুরবালা এবং সুশীলার প্রবেশ।

রণ। এস দিদি সিংহাসনে উপবেশন করে সভার শোভা বৃদ্ধি কর। (সুশীলার সিংহাসনে উপবেশন, উলুধ্বনি, পুষ্পবৃষ্টি।)

বক্কে। শিখণ্ডিবাহন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন কবিবিরচিত ইন্দী-বরাক্ষী ইন্দুনিভাননী ব্যতীত সহধর্ম্মিণী কর্‌বেন না, তাতে আমি বলেছিলেম শিখণ্ডিবাহনকে চিরকাল শিখণ্ডিবাহন হয়ে থাক্‌তে হবে, কিন্তু আজ আমাকে স্বীকার কর্ত্তে হল আমার কথার অন্যথা হয়েছে; রাজ্ঞী রণকল্যাণী সত্যই কবি-বিরচিত ইন্দী-বরাক্ষী। রাজ্ঞী যে পরমা সুন্দরী তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, এখন রূপের উপযুক্ত গুণ থাকলেই আমাদের মঙ্গল।

শিখ। রণকল্যাণী জয়দেব অধ্যয়ন করেন।

বক্কে। শরীর শুষ্ক হয়ে যাবে।

শিখ। কেন ?

বক্কে। জয়দেব অধ্যয়নে ক্ষুধাতৃষ্ণা দূরীভূত হয়।

শিখ। রণকল্যাণী হাতির দাঁতের পাটি প্রস্তুত কত্তে পারেন।

বক্কে। নীরস।

শিখ। অঙ্গশীতল হয়।

বক্কে। অন্তরদাহের উপায় কি ?

শিখ। রণকল্যাণী আয় ব্যয়ের হিসাব রাখ্‌তে পারেন।

বক্কে। সম্বৎসর শিবচতুর্দ্দশী!

শিখ। কেন ?

বক্কে। যে বাড়ীতে গিন্নীর হাতে আড়ি সে বাড়ীতে আদ-পেটা খেয়ে নাড়ী চুঁইয়ে যায়।

সুর। রণকল্যাণী চমৎকার চন্দ্রপুলি গড়্‌তে পারেন।

বক্কে। সাধ্বী, না হবে কেন, রাজার মেয়ে, রাজার রাণী, রাজার পুত্রবধূ।

সুর। রণকল্যাণী বামন ভোজন করাতে বড় ভাল বাসেন।

বক্কে। শুভ, শুভ, শুভ—অন্নপূর্ণা—এমন রাজ্ঞী নইলে

রাজসিংহাসনে শোভা পায়। আমাদের রাজ্ঞী যথার্থই গুণবতী; সুরবালা তুমিও গুণবতী নইলে এমন গুণগ্রহণ শক্তি সম্ভবে না।

সর্ব্বে। সভাভঙ্গ করা উচিত কারণ ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় উপস্থিত।

বীর। (বক্কেশ্বরের হস্ত ধরিয়া) এস বক্কেশ্বর তোমাকে আমি স্বয়ং ভোজন করাব।

বক্কে। ভুবনে ভোজনে ভক্তি কর ভবজন,
ভয়াবহ ভবভয় হবে নিবারণ।

[প্রস্থান।

যবনিকা পতন।